শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং

কলিকুতূহলনামক গ্রন্থ।

অর্থাৎ

বর্ত্তমান কলিযুগের প্রারম্ভাবধি অদ্যপর্য্যন্ত

লোকসকলের যেরূপ আচার ব্যবহার হইয়াছে

তাহা সংশোধনার্থ পরিহাসচ্ছলে

অনুবাদপুরঃসর

শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধিকর্ত্তৃক

গদ্যাপদ্যে রচিত হইল।

সন ১২৬০ সাল।

শ্রীশ্রীব্রজগোপালো

জয়তি।

অথ বন্দনা।

ত্রিপদী।

গ্রন্থারম্ভে স্তুতি করি, প্রণমামি সুবিস্তর, শ্রীব্রজগোপাল তব পায়। তুমি সকলের হেতু, ধর্ম্মরক্ষা মূলসেতু, অধার্ম্মিক ধূমকেতু প্রায়॥ স্বদচিন্ত্য শক্তিবল, কত কে জানে কৌশল, অটল নিয়মে যার দ্বারে। ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত, ক্রমেতে হয়ে সম্ভূত, শক্তিযুত হয়েছে সংসারে॥ অগম্য তোমার তত্ত্ব, হইয়া বিষয়ে মত্ত, তত্ত্ব করি কে কোথা পেয়েছে। ভজিতে তোমারে যত, আগম নিগম কত, উচ্চ নীচ পথেতে ধেয়েছে॥ বিটপির বীজ যাহা, অঙ্কুরিত হৈল তাহা, কে বা কোথা পায় দেখিবারে। বিশ্ববীজরূপ তুমি, আকাশ পাতাল ভূমি, ব্যক্ত হইয়াছে তব দ্বারে॥ কারণের গুণচয়, কার্য্যেতে প্রকাশ রয়, দেখিয়াছি চাহিয়া সংসার। অতএব আত্মারূপে, প্রবেশিয়া দেহকূপে, প্রকাশ রয়েছে অনিবার॥ তব কৃপা হয় যারে, সেই সে জানিতে পারে, তোমার মহিমা অবিকল। আমি মূঢ় অতি দীন, ভজন সাধনহীন, তবে কিসে জানিব সকল॥ তুমি কালরূপী হয়ে, ব্যাপ্ত থাকি বিশ্বচয়ে, অবিরত কর নিয়মন। সকলের পরিনাম, ক্রিয়ার অনন্যধাম, তুমি সর্ব্ব বস্তুর কারণ॥ তব নিয়মন দ্বারে, ভ্রমিতেছে এসংসারে, সত্ত্ব রজস্তমোগুণচয়। তাহে সত্য ত্রেতা আর, দ্বাপর কলি দুষ্পার, প্রবর্ত্তিত যুগ চতুষ্টয়॥ তার মধ্যে সুবিশাল, ভয়ানক কলিকাল, সমাগত হইয়েছে জগতে।

তমোবৃদ্ধিহেতু লোক, দ্বেষ দম্ভ ভয় শোক, ভোগ করিতেছে নানা মতে ।। কুকর্ম্মেতে সদা সক্তি, করে ত্যেজে তব ভক্তি, মন হইয়াছে মোহাকুল । নিজগুণে কৃপা করি, যদি রক্ষা কর হরি, তবে পদাশ্রিত পায় কুল ।। বিবিধ পুস্তকচয়, প্রকাশে সরসাশয়, জ্ঞানোদয় হয় যার দ্বারে । তাহা করি সুবিস্তার, স্বকীয় মহিমাসার, সুবিপুল করেন সংসারে ।। অতএব মম প্রতি, করিলেন অনুমতি, বিরচিতে কলিকুতূহল । যাহাতে কৌতুকলেশ, থাকে বহু উপদেশ, প্রকাশ রহিয়াছে অবিকল ।।

গৌড়দেশে বিদ্যমান, খ্যাত গ্রাম বহড়ান, মনোহরসাহি সুপ্রদেশ । স্বর্ণদীপশ্চিম তটে, কাঁটোয়ার সন্নিকটে, বীরভূম জেলায় বিশেষ ।। সেই গ্রামস্থনিবাসী, অশেষ গুণের রাশি, শ্রীব্রজগোবিন্দ চট্টরাজ । তাঁর পুত্র এই জন, নামেতে শ্রীনারায়ণ, গুণনিধি বিদিত সমাজ ।।

শ্রীশ্রীব্রজগোপালঃ

শরণং।

গ্রন্থারম্ভে শ্রীমন্মহারাজা পরীক্ষিতের যশোবর্ণনা।

ত্রিপদী।

পাণ্ডুকুল প্রভাকর, হস্তিনার অধীশ্বর, একেশ্বর ভারত ভুবনে। সর্ব্বযজ্ঞে সুদীক্ষিত, মহারাজ পরীক্ষিত, সুশিক্ষিত নৃপগুণগণে॥ যার কীর্ত্তিসুধাকর, ব্যাপি বিশ্ব চরাচর, ব্রহ্মাণ্ডবিবর পরকাশে। স্বর্গে সুর নিকেতনে, সুরনারী সযতনে, যাঁর গুণ গানে সুখে ভাসে॥ পাতালেতে নাগরাজ, সমাজে তেজিয়া লাজ, ভুজগ যুবতীগণ যত। যাঁর গুণ করি গান, আনন্দে নিমগ্নমান, নাগগণে তোষে অবিরত॥ বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যোপম, শৌর্য্যেতে

অর্জ্জুনসম, গাম্ভীর্য্যে জলধি পরিমাণ। যুদ্ধে দাশ-রথি যেন, ক্রুদ্ধে রিপুকাল হেন, শুদ্ধে গঙ্গাসলিল সমান॥ দানে শিবিরাজপ্রায়, মানে দুর্য্যোধন তায়, জ্ঞানে রাজা জনকসোসর। বিক্রমে সিংহসমান, আক্রমে হুতাশভান, প্রক্রমে প্রভাতজলধর॥ যাঁর ভুজদণ্ডস্থিত, কোদণ্ডধ্বনিত্রাসিত, প্রচণ্ড শাত্রব সৈ-ন্যচয়। ভয়ে ভীত অতিশয়, হয়ে সমুদ্বিগ্নাশয়, লয়ে প্রাণ সতত সংশয়॥ মহামান্য মহীতলে, ধন্য২ সবে বলে, গণ্য পুণ্য গীর্ব্বাণ নিলয়ে। যাঁর গুণ ভাগবতে, বিস্তারিত বিধি মতে, আমি কি বর্ণিব মূঢ় হয়ে॥ যে রাজার রাজ্যকালে, জলদে বর্ষিত-কালে, অকালে না মরিত মানব। ধর্ম্মে রত ছিল লোক, নাহি ছিল কোন শোক, দাস্তভাবে আছিল দানব॥ সুর ঋষি বিপ্রগণ, সুখে ছিল সর্ব্বক্ষণ, দস্যুজন না ছিল ভুবনে। আপনার বাহুবলে, সসা-গর ভূমণ্ডলে, শাসন করিল অযতনে॥ নৃপর্গণ যুড়ি-কর, যাঁরে সমর্পিত কর, কেহ আজ্ঞা নারিত লঙ্ঘিতে। যাঁর যশে সবিশেষ, পরিপূর্ণ সব দেশ, রাজাগণ গা-ইত সঙ্গীতে॥ এরূপ প্রভাববান, ভাবে ইন্দ্র সম-ভান, পুণ্যবান রাজাধিরাজন। বিষ্ণুরাত অন্য নামে, খ্যাত এই তিন ধামে, কহিতেছে এ শ্রীনারায়ণ॥

অথ মুনিগণের নিকট রাজার প্রশ্ন।

পয়ার।

এক দিন নৃপমণি নিজ নিকেতনে। বসিয়া আ-ছেন রত্নময় সিংহাসনে॥ পাত্র মিত্র বন্ধু পুরো-হিত ভৃত্যগণ। মুনি ঋষিসমূহে সেবিত সর্ব্বক্ষণ॥ পুরট সুন্দর-দ্যুতি অতি শোভমান। সুর সিদ্ধগণে বৃত যেন মরুত্বান॥ শিরে শোভে শ্বেত আতপত্র মনোহর। পূর্ণচন্দ্র উদয়েতে যেমন অম্বর॥ যাহা দেখি অন্য নৃপছত্র শতদল। তখনি অমনি হয় আপনি কুট্মল॥ ধবল চামর যুগ্ম মুহুরান্দোলয়। সুমেরু শিখরে যেন চরে হংসদ্বয়॥ স্তুতি বন্দিগণে ঘন করে স্তুতি পাঠ। সম্মুখে সুশ্লোক গান করিতে-ছে ভাট॥ কালান্তকালের প্রায় যত বীরগণ। নিকটে নৃপতি আজ্ঞা করে প্রতীক্ষণ॥ নানাদিগ্ দেশহৈতে রাজাগণ আসি। পুরস্কার করে নৃপে দিয়া রত্নরাশি॥ হয়েছে তখন কলিযুগ সমাগত। প্রজার আচার ক্রমে করেছে ব্যাহত॥ তাহে নানা বাদ প্রতিবাদে যুক্ত জন। নিজ অভিযোগ নৃপে করে বিজ্ঞাপন॥ নৃপমণি জানি সেসবার সেই রীত। ভাবেন কি জন্যে হেন হেরি বিপরীত॥ মম রাজ্যে প্রজাগণ ছিল ধর্ম্মে রত। অকস্মাৎ কেন এবে দেখি

অন্যমত ॥ আমাতেও নাহি কোন দোষের সঞ্চার। তবে কি কারণে হেরি হেন ব্যবহার ॥ বিহিত অঞ্জলি পুটে করিয়া বিনতি। ঋষিগণে জিজ্ঞাসা করেন নরপতি ॥ ঋষিগণ আপনারা সবে বিচক্ষণ। জানেন ভবিষ্য ভূত আদি বিবরণ ॥ এই দেখ পৃথিবীর যত প্রজাচয়। আছিল সকলে প্রায় সুনির্ম্মলাশয় ॥ ক্রমে সে সবার মন পাইল বিকৃতি। অন্যায় বিবাদে কেন দেখি ভিন্ন রীতি ॥ দ্বিজগণ পূর্ব্বমতে স্বধর্ম্ম আ-চার। করিতে তাদৃশ শ্রদ্ধা না করে প্রচার॥ রাজন্য দাক্ষিণ্য ভাব তেজেছে রণেতে। বৈশ্য শস্য জীবী হয়ে কাতর ধনেতে ॥ শূদ্রে নাহি করে তেন দ্বিজ শুশ্রূষণ। কালেতে না বৃষ্টি করে জলধরগণ॥ সর্পির সৌরভ নাহি দেখি পূর্ব্বমত। গোব্রাহ্মণগণে দুঃখী হেরি অবিরত ॥ কামী লোভী কপটী হয়েছে বহু-জন। কামিনী না করে কেন স্বপতি সেবন ॥ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় লোক কি জন্যে পীড়িত। বিবেচনা তেজে কেন সবে হিতাহিত ॥ শুনেছি রাজার পাপে রাজ্য পায় নাশ। আমাতেও নাহি কোন দোষের প্রকাশ ॥ দেব দ্বিজ গুরু বৃত্তি কখন না হরি। অদণ্ড্যেতে দণ্ড কদাচিৎ নাহি ধরি ॥ পরধন পরদারাপ্রতি নাহি লোভ। অন্যায় বিচারে চিত্ত সদা পায় ক্ষোভ ॥ কুশাসন নাহি মোর রাজ্যে লবলেশ। তবে কেন হৈল তাহে অধর্ম্ম প্রবেশ॥ কহ২ ঋষিগণ তার বি-

বরণ। মার্জ্জিত হউক মম মনের অঞ্জন॥ তোমা সব বিনা ইহা সকল বিস্তার। কহিয়া সান্ত্বনা করে হেন নাহি আর॥ অতএব কহি সবে সেসব কারণ। আমার মনের শূল করহ বারণ॥

অথ মুনিদিগের মুখে রাজার কলিবৃত্তান্ত শ্রবণ।

পয়ার।

নৃপবাক্য শুনিয়া কহেন মুনিগণ। কেন রাজা কর নিজ দোষসম্ভাবন॥ পাণ্ডুকুল চূড়ামণি তুমি হে নরেশ। তোমাতে কি হয় কভু দোষের প্রবেশ॥ পদ্মরাগ-আকরে কি জন্মে কাঁচ মণি। কমলে গরল কোথা সম্ভবে না শুনি॥ বিশেষে বিনাস্ত তব মন কৃষ্ণপদে। তবে কিসে স্পর্শিবে কলুষ মহাপদে॥ সূর্য্যে কি স্পর্শিতে পারে নিশা-অন্ধকার। পারদে কি হয় কভু ধূলির সঞ্চার॥ ভারতে আগত হইয়াছে ঘোর কলি। সেই হয় অশেষ কলুষবৃক্ষ কলি॥ তাহাতে বিকৃত হইয়াছে লোকচিত। করিয়াছে সেই সর্ব্ব ভাব বিপরীত॥ এই কলিযুগে রাজা সব প্রজাগণ। ক্রমশঃ হইবে নানা অধর্ম্ম ভাজন॥ মোহ নিদ্রা বিষাদ দৈন্যেতে লোক সব।

শোক দুঃখ সন্তাপে পাইবে পরাভব ॥ দয়াশূন্য দুরাচার দাম্ভিক দুর্জ্জন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়োদ্বেগে হইবে মগন ॥ ক্ষুদ্রদৃষ্টি বিত্তহীন কামী ক্রিয়াহত। নানা দুঃখভাগী হবে দৌর্ভাগ্যবশতঃ ॥ বিপ্রগণ বেদপথ তেজি অনাপদে। বিহরিবে শিশ্নোদর ভরণ আমোদে ॥ না করিবে বিধিমত ধর্ম্ম-আচরণ। শূদ্রসেবী হইবে কলিতে দ্বিজগণ ॥ মদ্য মাংসলোভে কেহ২ বামপথে। প্রবিষ্ট হইবে তন্ত্রবর্গ অভি-মতে ॥ পাষণ্ড ধর্ম্মেতে সবে হয়ে অনুকূল। সনাতন বেদশাখি নাশিবে সমূল ॥ দম্ভে শূদ্র অধ্যয়ন করি-বেক বেদ। ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেক অজাতনির্ব্বেদ ॥ রাজন্য জঘন্যবৃত্তি অবলম্ব করি। কলিতে শূদ্রের প্রায় হবে যুদ্ধে ডরি ॥ বৈশ্য কূটবাণিজ্য করিবে আচরণ। গব্য লাক্ষা লবণ বেচিবে বিপ্রগণ ॥ তপ-স্বির বেশ উপজীবী শূদ্র হবে। নিজে অধার্ম্মিক কিন্তু অন্যে ধর্ম্ম কবে ॥ নিজে শুদ্ধ মানি দ্বিজে তেজিবে আদর। আপনি হইবে দান প্রতিগ্রহ পর ॥ সেই ধন্য কলিতে যাহার রবে ধন। ধনির আচার গুণ পূজিবেক জন ॥ ধর্ম্ম ন্যায় ব্যবস্থাতে হেতুমাত্র বল। দাম্পত্যেতে অভিরুচি কারণ কেবল ॥ আশ্রমের চিহ্ন ব্যবহারমাত্র হবে। বিপ্রের বিপ্রতা শুদ্ধ যজ্ঞ সূত্রে রবে ॥ যে জন বাচাল বড় সে হবে পণ্ডিত। সেই সে হইবে সাধু দম্ভে যে মণ্ডিত ॥ স্নানমাত্র

হইবেক অঙ্গপ্রসাধন। লাবণ্যে কেবল কেশ করিবে ধারণ॥ দূরে বারি আনয়ন তীর্থ যাত্রা হবে। উদর ভরণমাত্রে স্বার্থ জ্ঞান রবে॥ কুটুম্ব পালনমাত্র ক্ষমতার সীমা। সত্যেতে কেবল ধার্ষ্ট্য ধনেতে গরিমা॥ পতি জায়া-প্রীতিহেতু রতিনিপুনতা। বিত্তব্যয় বিহীনের ন্যায়ে দুর্ব্বলতা॥ পুরুষসকল হবে রমণীর বশ। তাদিগে ভূষণদান মানিবে সুযশঃ॥ নির্ধন পতিরে ত্যাগ করিবে কামিনী। পরনিন্দা রত লোক দিবস যামিনী॥ অকারণে কলহ করিবে বন্ধুসনে। কলিতে কাকিনী জন্যে মরিবে জীবনে॥ পিতা মাতা সেবা সবে দূরেতে তেজিবে। সুরত সম্বন্ধিগণ বান্ধব হইবে॥ কলিতে তেজিবে দেবপ্রতিমাপূজন। অতিথি শুশ্রূষা নাহি করিবেক জন॥ গৃহে২ কুলটা হইবে কলিফলে। যার উপার্জ্জনজীবী হইবে সকলে॥ সুরত হইবে পরমার্থের সাধন। পাষণ্ডে করিবে বেদপথ বিনিন্দন॥ পশু পিশাচের সম করিবে আচার। স্বজাতি বিজাতি কিছু নারবে বিচার॥ তাহে রাজাগণ সব হবে ম্লেচ্ছপ্রায়। গোবিপ্রদেবতাদ্রোহী যারা সমুদায়॥ ছলে বলে পরধন করিবে হরণ। করপীড়া ভয়ে প্রজা প্রবেশিবে বন॥ আহার বিহার বাস ভূষণ ভাষণ। ম্লেচ্ছপ্রায় সকলে করিবে আচরণ॥ শুষ্ক তর্ক হেতুবাদে বেদবর্ত্মছাড়ি। হইবে উৎপথগামী এই বর্ণ চারি॥ এইরূপ

অধর্ম্মে মজিবে সব দেশ। রোগ শোক অভিভবে পাই বহু ক্লেশ॥ কত না কহিব আর বিস্তার বর্ণন। লিখিতে কম্পিত যাহা এ শ্রীনারায়ণ॥

অথ কলিনিগ্রহার্থ রাজার দিগ্বিজয়োদ্যম।

পয়ার।

এইরূপ মুনিবাক্য শুনিতে২। হইল দুর্জ্জয় ক্রোধ নৃপতির চিতে॥ প্রভাততপন হেন যুগল নয়ন। দশনে সঘন দংশে রদন ছাদন॥ ভ্রুকুটী ভ্রূভঙ্গে অঙ্গ হইল কম্পিত। করেতে কার্ম্মুক লয়ে করেন লুণ্ঠিত। কহিছেন ঋষিগণে স্ফুরিত অধর। কহ কোথা আছে এবে সে মূঢ় পামর॥ কেমন আকৃতি তার কোন স্থানে থাকে। পাইলে উচিত শাস্তি দিব আমি তাকে॥ ধিক২ ধিক মম থাকিতে জীবন। আমার রাজ্যেতে কলি করে আক্রমণ॥ বৃথা মোর পাণ্ডবের কুলেতে জনম। বৃথা আমি ধরিয়াছি রাজন্য বিক্রম॥ যদি আমি তারে দণ্ড করিতে না পারি। ধরাতে কেমনে তবে হব দণ্ডধারী॥ মুনিগণ কন নৃপ শুন বিবরণ। প্রত্যক্ষেতে হওয়া ভার তাহার দর্শন॥ নৃপদেহ অবলম্ব করিয়া সে থাকে। কিন্তু কভু স্পর্শি-

তে না পারয়ে তোমাকে॥ তুমি হও ধার্ম্মিক সুশীল শান্তমতি। তোমার শরীরে তার না হয় বসতি॥ মহারাজ যদি তারে করিবে দমন। দিগ্বিজয় করি নিজ স্থাপহ শাসন॥ যাহে কেহ অধর্ম্মেতে না করে প্রবেশ। হেন অনুমতি দিয়া উদ্ধারহ দেশ॥ ভাল বলি ভূপতি ভাষেন ভৃত্যগণে। অদ্যই যাইব আমি দুষ্টের দমনে॥ সেনাগণে সাজিতে করহ অনুমতি। রথ সজ্জা করি শীঘ্র আনুক সারথি॥ অশ্ব গজ পদাতিপ্রভৃতি সৈন্যচয়। সত্বরে সাজুক সবে বিলম্ব না সয়॥ রাজআজ্ঞা পেয়ে দূত চলিল ধাইয়া। সেনাপতিগণেরে সম্বাদ কহে গিয়া॥ সারথিরে সাজিতে করিল অনুমতি। সাজায় স্যন্দন সেহ সুশোভিত অতি॥ রণভেরি বাজিল সাজিল বীরগণ। নানা অস্ত্রে পূর্ণতূণ করিল ধারণ॥ কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ পদব্রজে। যুদ্ধে যাত্রাকারী সেনা গভীর গরজে॥ এখানে নৃপতি নিজে করে রণবেশ। কঠিন কবচ অঙ্গে করয়ে নিবেশ॥ মস্তকে মুকুট পরে শ্রবণে কুণ্ডল। প্রচণ্ড কোদণ্ড করে যেন আখণ্ডল॥ লইল শানিত শর নিশিত কুঠার। কোশ আচ্ছাদিত অসি সুমার্জ্জিতধার॥ পৃষ্ঠে তূণ নূতন লইল চর্ম্ম করে। যাহাতে শত্রুর অস্ত্র নিবারণ করে॥ নারায়ণ বর্ম্ম ধরে স্কন্দদয়দেশে। এ শ্রীনারায়ণ দ্বিজ ভাষে রসাবেশে॥

অথ রাজার দিগিজয়ে যাত্রা।

বক্র চতুষ্পদী।

রাজার অনুমতি, পাইয়া সেনাততি, সজ্জিত হয়ে অতি, আইল সবে। সারথি সুশোভন, সাজায়ে সু স্যন্দন, করিল আনয়ন, তখনি তবে॥ অতীব সুনির্ম্মল, তেজেতে সমুজ্জ্বল, জিনিয়া স্বর্ণাচল, রথের নিভা। যাহার কান্তিভর, ব্যাপিল দিগন্তর, নাশিল মহত্তর, তিমির কিবা॥ রতন মণিগণ, সারেতে সুগঠন, শোভিছে সুতোরণ, যাহাতে অতি। বিতান মনোহর, শোভাতে নিরন্তর, প্রকাশে গৃহান্তর, কিরণ ততি॥ কনকে সুকলিত, মণিতে সুখচিত, পেতেছে সুললিত, আসন তায়। যাহার সুমাধুর্য্য, রচন সুচাতুর্য্য, রচিতে হেন ধূর্য্য, নাহিক প্রায়॥ রথ উপরিভাগে, মনের অনুরাগে, রঞ্জিত নানা রাগে, পতাকা ততি। করেছে বিরচন, যাহার শোভাকণ, নিরখিয়া নয়ন, না করে গতি॥ কলস সন্নিধানে, শোভিছে সুবিধানে, ধরিয়া সুনিশানে, কেশরী দ্বয়। কনকবিরচিত, হেরিলে হরে চিত, যাহাতে অতিভীত, বিপক্ষে হয়॥ রথেতে ঘণ্টাগণ, বাজিছে ঠনং, সমর সুভীষণ, যাদের রব। যাহারা বেগভরে, সমীরমান হরে, এমন অশ্বতরে, যুড়েছে সব॥ সজ্জিত সেই রথ, হেরিয়া

অভিমত, নৃপতি বিধিমত, আদর করি। পাইয়া শুভ-ক্ষণ, তাহাতে আরোহণ, করিল সে রাজন, ধনুক ধরি॥ তখন সেনাসব, বিরোধিস্থভৈরব, করিয়া ঘোর রব, সঙ্গেতে চলে। আগেতে অগণন, প্রমত্ত করিগণ, করিতেছে গমন, স্বদলে দলে॥ চড়িয়া অশ্ববরে, মনের মোদভরে, চলিল থরেং সেনানীগণ। রথেতে আরোহিয়া, কেহ বা সুখিহিয়া, চলিছে সে ধাইয়া, কতেক জন॥ সৈন্যের কোলাহল, ব্যাপিল ধরাতল, তাহাতে অবিকল, বাজিছে ভেরি। পটহ পরিকর, দামামা সুদগড়, বাজিছে ঘোরতর, সমর ভেঁরী॥ সাহিনী সুসারঙ্গ, মৃদঙ্গ অনুষঙ্গ, পাইয়া সে মোচঙ্গ, প্রভৃতি বাজে। যাহার নাদভরে, আবরি দিগন্তরে, প্রলয় জলধরে, ফেলয়ে লাজে॥ যেদিগে নরপতি, লইয়া সেনাততি, করেন সমাগতি, বিজয় আশে। সেদিগে নৃপগণ, ভয়েতে নিমগন, দ্বিজ শ্রীনারায়ণ, হরিষে ভাষে॥

অথ কলির সহিত রাজার সাক্ষাৎ।

পয়ার।

এই মতে চতুরঙ্গ বল সঙ্গে লয়ে। দিগ্বিজয়ে যান রাজা উৎকণ্ঠিত হয়ে॥ সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য

সঙ্গেতে তাঁহার। দেবতা দানব যক্ষ রক্ষে চমৎকার॥ সৈন্য কোলাহলে ব্যাপ্ত দিগন্ত গগন। প্রলয়েকল্লোলমান সমুদ্র যেমন॥ যেদিগে সসৈন্যে রাজা করেন প্রস্থান। সেদিগে সভয়ে সবে হয় কম্পবান্॥ রাজাগণ ভীতমনে তেজিয়া ভবন। শরণ লভয়ে লয়ে নানা উপায়ন॥ ভূপতি সুমতি অতি সেসব রাজনে। স্বরূপে শাসন আজ্ঞা করেন আপনে॥ প্রজাগণ যেন ধর্ম্মপথ উপেক্ষণ। করিয়া উৎপথে কেহ না করে গমন॥ আমার বচন সবে যতনে রাখিবে। কখন কুপথ নাহি নয়নে দেখিবে॥ এই হেতু হইয়াছে মম আগমন। অন্যথা করিলে তারে করিব নিধন॥ নৃপতির এই আজ্ঞা অবধান করি। লইল ভূপালগণ নিজ শিরে ধরি॥ ভদ্র-অশ্ব কেতুমাল আদি বর্ষগণে। ক্রমশঃ প্রবেশ করে নিজ সৈন্য সনে॥ সেসব দেশেতে যত ছিল রাজাগণ। পূর্ব্বমতে সকলেরে করিল শাসন॥ তথা তথা নিজ পূর্ব্ব বংশের চরিত। শুনিয়া নৃপতি বহু হৈল আনন্দিত॥ কৃষ্ণ-অনুকম্পা নিজ পিতামহগণে। আপনারে গর্ভে কৃষ্ণ রাখিলা যেমনে॥ সেসব সম্বাদ শুনি নৃপতিপ্রধান। বসন ভূষণে সবে করিলা সম্মান॥ ক্রমেতে ভারতবর্ষ আগমন করি। স্থাপিল শাসন বহু তুষ্টপ্রাণ হরি॥ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গপ্রভৃতি দেশগণ। জয় করি কুরুক্ষেত্রে করিল গমন॥

স্বরস্বতী নদী পূর্ব্ববাহিনী যথায়। পাণ্ডুকুলচূড়ামণি উত্তরে তথায়॥ দেখেন আশ্চর্য্য এক সেখানে নৃপতি। গাবীরূপ ধারণ করেছে বসুমতী॥ বৃষরূপী ধর্ম্ম পাদত্রয়েতে আহত। এক পদে ধরাপাশে হয়ে সমাগত॥ দেখেন তাহারে অতি বিষন্নবদনা। বৎসহারা গাবীমত পূর্ণাশ্রুনয়না॥ জিজ্ঞাসা করেন ধর্ম্ম বৃষরূপধারী। কিহেতু মা তব নেত্রে বহে উষ্ণ বারি॥ কি তব হয়েছে বল অন্তরে বেদনা। হয়েছ গো কেন এত মলিনবদনা॥ কি নিমিত্ত শোক তব হয়েছে উদয়। জিজ্ঞাসি তোমারে তাহা বল সমুদয়॥ আমারে দেখিয়া কি মা পাদত্রয়হীন। তোমার স্বরূপ এত হয়েছে মলিন॥ কিম্বা বৃষলেতে ভোগ করিবে তোমারে। এহেতু রোদন করিতেছ বারে২॥ অথবা অযজ্ঞভাগ-প্রাপ্ত দেব দলে। ভাবিয়া তোমার বক্ষঃ ভাসে নেত্রজলে॥ কলিতে হইবে শূদ্র-ভোগ্য বেদধ্বনি। এলাগি ক্রন্দন নাকি কর গো জননি॥ কিম্বা অধর্ম্মেতে রত হবে জীবলোক। তাহার কারণে তব হইয়াছে শোক॥ কহ মাতা কিবা তব ব্যাধির নিদান। যাহা নিরখিয়া মম বিদরিছে প্রাণ॥ ধরণী কহেন ধর্ম্ম জানহ সকলি। তব পদত্রয় ভগ্ন করিল যে কলি॥ যার আগমনে হরি নৃলোক তেজিয়া। স্বলোকে গেলেন মোরে অনাথা করিয়া॥ অলৌকিক গুণগণ যাঁর সমুদয়।

তাঁহার বিরহ বল কিসে সহ্য হয়॥ ভারতে হইলে অস্ত কৃষ্ণপ্রভাকর। আগত হইল কলি নিশা ঘোরতর॥ গাবী বৃষ দোঁহে করে আলাপ এরূপ। হেনকালে তথা উপস্থিত কলিভূপ॥ নৃপ বেশধারী শূদ্র মহাদণ্ড করে। ধর্ম্মরে প্রহার করে আসি বেগ ভরে॥ পদাঘাতে ধরণীরে করিল কাতরা। ভয়ে অপমানে সশঙ্কিত ধর্ম্ম ধরা॥ এ শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ দ্বিজ কয়। হইবে কলির শাস্তি তেজ মনে ভয়॥

অথ রাজাকর্তৃক কলির নিগ্রহ।

দূরে থাকি দৃষ্টি করিলেন নররায়। নৃপ বেশধারী এক জন শূদ্রপ্রায়॥ দণ্ডেতে দণ্ডিছে বৃষরূপী ধর্ম্মপ্রতি। পদাঘাতে পৃথিবীর করিছে দুর্গতি॥ ক্রোধেতে কম্পিত তাহে নৃপ কলেবর। আরোপণ করিয়া কার্ম্মুকে তীক্ষ্ণ শর॥ রথে থাকি জিজ্ঞাসা করেন কলিরাজে। কেরে দুষ্টমতি তুই মম রাজ্য মাঝে॥ ধরিয়া নৃপের বেশ করিস্ কুনীতি। ভাবে নীচ বোধ হয় হেরি তোর রীতি॥ ওরে মূঢ়মতি অতি পামর স্বভাব। গোমিথুনপ্রতি দণ্ড করা একি ভাব॥ কৃষ্ণসহ গাণ্ডিবী ত্যেজেছে ধরাতল। তাই বুঝি হইয়াছে এত তোর বল॥ ওহে বৃষ কেন তবপ্রতি

এ অধর্ম্ম। ক্রুদ্ধ হয়ে করিতেছে দণ্ড সুবিষম॥ পাদত্রয় ভগ্ন করিয়াছে দণ্ডাঘাতে। কে বটে এ দুষ্ট বল আমার সাক্ষাতে॥ আকার প্রকারআদি যে দেখি তোমার। তাহাতে দেবতা বোধ হইছে আমার॥ গাবি তুমি পরিত্যাগ কর মনে ভয়। রোদন না কর আর তেজহ সংশয়॥ আমি খল সকলের প্রতি শাস্তি দিতে। ধরেছি কার্ম্মুক এই দেখহ অঙ্গিতে॥ কহ বৃষ এই কি ভাঙ্গিল তব পদ। অন্যে বা করিল হেন তোমার বিপদ॥ পাণ্ডুকুল-কীর্ত্তিহারী এই ব্যবহার। কহ কে করিল করি দমন তাহার॥ ধর্ম্ম কন মহারাজ পাণ্ডুর নন্দন। যোগ্য বটে নিজ কুলোচিত এবচন॥ এত গুণ তোমাদের যদি নাহি রবে। তবে কৃষ্ণ তোমা-দের বশ কেন হবে॥ কি জন্যেতে ক্লেশভাগী হয় প্রজাগণ। মহারাজ নাহি জানি আমি সে কেমন॥ কেবা দুঃখ দেয় জীবে কিসের কারণে। বাক্যভেদ মোহে বোধ নাহি হয় মনে॥ কেহ বলে নিজে নিজ দুঃখহেতু হয়। দুঃখের কারণ দৈব অপরেতে কয়॥ কেহ২ কর্ম্মে কহে দুঃখের কারণ। দেহের স্বভাব ইহা বলে অন্য জন॥ কেহ বলে অপ্রতর্ক্য ঈশ্বর-হইতে। সুখ দুঃখ পায় জীব এই পৃথিবীতে॥ নৃপবর তুমি নিজে সুবুদ্ধিআলয়। বিবেচিয়া দেখ মনে যাহা সত্য হয়॥ বৃষবাক্য শুনিয়া কহেন নৃপ-

মণি। জানিলাম নিজে ধর্ম্ম বটহ আপনি ॥ অধা-র্ম্মিককৃত কর্ম্ম যে করে কীর্ত্তন। সেহ তার মত হয় অধর্ম্মভাজন ॥ এই লাগি তুমি নাহি কহিছ বিশেষ। পাছে স্পর্শ হবে দেহে অধর্ম্মের লেশ ॥ তপস্যা শুচিতা দয়া সত্য এই চারি। ধর্ম্মের চরণ হয় দে-খেছি বিচারি ॥ তাহাতে অধর্ম্ম অংশে গেছে পদ ত্রয়। অবশিষ্ট পদ এই যাহা দৃষ্ট হয় ॥ তাহাও সংপ্রতি নাশ করিবারে কলি। উপস্থিত হইয়াছে দেখিনু সকলি ॥ এই আমি তার দণ্ড করিব এখন। ভয় তেজ ধর্ম্ম না কর রোদন ॥ এত কহি কোপেতে কম্পিত নরপতি। রথহৈতে নামি-লেন অতি শীঘ্রগতি ॥ স্নুপর্ণ যেমন সর্প ধরিবারে ধায়। কানন দহিতে দাবানল যেন যায় ॥ লম্ফ দিয়া কলিকেশে করি আকর্ষণ। শানিত স্নুধার খড়্গ করিল ধারণ ॥ নৃপতির ক্রোধ দেখি ভয়েতে বিহ্বল। করযুগে ধরে কলি নৃপপদতল ॥ বলে মহারাজ রক্ষা কর এই জনে। শরণ নিলাম রাজা তোমার চরণে ॥ হাঁসিয়া কহেন অভিমন্যুর নন্দন। তোমারে শরণ দেওয়া অযোগ্য করণ ॥ তথাপি পাণ্ডবকুলে আছে এই রীত। পাদানত জন বধ্য নহে কদাচিত ॥ অতএব না বধিব তোমার জীবন। মম অধিকার তেজি কর পলায়ন ॥ কলি কহে কর-পুট করি মহাশয়। তব অধিকার সব ভূমণ্ডল হয় ॥

তবে বল কোথা আমি করিব নিবাস। কৃপা করি সেই স্থান করহ প্রকাশ ॥ নৃপ কহে ওহে কলি কর অবধান। কহি আমি এবে তব নিবাসের স্থান ॥ দ্যূত ক্রীড়া সুরা পান রমণী মণ্ডল। অপর অবৈধ প্রাণিহিংসার সে স্থল ॥ এই স্থান চতুষ্টয় করি অতিক্রম। যদি অধিকার তুমি করিবে অধম ॥ তবে তব তখনি করিব প্রতিকার। শরণ আগত বলি না মানিব আর ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া কলি নৃপে প্রণমিয়া। চলিল আপন স্থান দুঃখিত হইয়া ॥ কলির নিগ্রহ করি রাজা পরীক্ষিত। গেলেন হস্তিনা-পুরে হয়ে হরষিত ॥ কিছু কাল স্বধর্ম্মেতে রাজা অধিকার। শাসন করিয়া নৃপ নীতির আধার ॥ পরে বিপ্রঅভিশাপ ব্যাজে নরপতি। জনমেজয়েরে রাজ্য দিয়া শুদ্ধমতি ॥ সুরধুনীতীরে করি প্রায়োপ-বেশন। শুকমুখে ভাগবত করিয়া শ্রবণ ॥ তেজি-য়া আপন তনু তক্ষকদংশনে। শেষেতে গেলেন রাজা বৈকুণ্ঠভবনে ॥ ভূদেব শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ কয়। কৃষ্ণভক্তগণের এরূপ পরিচয় ॥

অথ কলির অনুতাপ ও অধর্ম্মের সহিত প্রথম মন্ত্রণা।

পয়ার।

এখানেতে কলিরাজ পেয়ে পরাভব। দুঃখিত হইল চিত্তমাঝে অসম্ভব॥ অনুতাপ করি কহে কি হৈল আমার। কিরূপে পাইবে রক্ষা মম অধিকার॥ বিধি মোরে প্রতিকূল হইল কি করি। কেমনে ভারতে আর অধিকার ধরি॥ নৃপতি যে দিল মোরে স্থান চতুষ্টয়। তাহাতে কিরূপে অধিকার সিদ্ধ হয়॥ অন্তরে যে বীজসব আছিল রোপণ। বিশুষ্ক করিল তাহা দুর্দ্দৈব তপন॥ এইরূপ ভাবি২ কলি নিজমনে। অধর্ম্ম মন্ত্রিরে কান্দি কহেন গোপনে॥ হায় কি হইল মম ওহে মন্ত্রিবর। অধিকার গেল এই অবনীভিতর॥ কিরূপে কেমনে কোথা করিব নিবাস। বিধাতা করিল মোরে কলেতে নিরাশ॥ আজি নৃপ পরীক্ষিৎ পাণ্ডুকুলধর। আমায় না দিল স্থান অবনীভিতর॥ যে দেখি তাঁহার ক্রোধ কালানল প্রায়। প্রাণেতে পেয়েছি ত্রাণ ধরিমাত্র পায়॥ দয়া করি এই স্থান দিল দণ্ডধারী। দ্যূত মদ্য পর দারা হিংসা এই চারি॥ তাহাও সঙ্কীর্ণ হয় এমহীমণ্ডলে। কই এই সব সেবা করে সভ্য দলে॥ বেদ-

রূপ ভয়ানক শত্রু যে আমার। করিতে না দিবে সে কা-
রেও সে আচার॥ কর্ণেং কহিয়া বেড়ায় সে ভবনে।
হিংসা মদ্য পরদার তেজ সবজনে॥ তবে কিপ্র-
কারে বল কোথায় রহিব। কেমনে ভুবনে অধিকার
প্রকাশিব॥ মন্ত্রী কহে মহারাজ চিন্ত কি কারণ।
হইবেং তব বাসনা পূরণ॥ কাম ক্রোধ আদি সৈন্য
সহায় থাকিতে। শত্রুগণে কি তোমার পারিবে
করিতে॥ যখন বসন্ত সঙ্গে লয়ে পঞ্চশর। সাজিবে
সংগ্রামে তবে রবে কে অপর॥ তার ফুলশর বরি-
ষণের বৈভবে। জপ যজ্ঞ সমাধি সাধন কোথা
রবে॥ অবশ্য হইবে সবে পরনারীরত। মহা-
রাজ কেন হও চিন্তায় নিরত॥ ক্রোধ যদি দ্বেষ
দম্ভ সৈন্যসঙ্গে সাজে। হিংসা তার পাদানত হবে
কাযেং॥ লোভ যদি অনুকূল রাগ আদিসনে।
সাজিয়া সমরে যাত্রা করয়ে ভুবনে॥ তবে কি
বারুণীপান না করিবে লোক। তেজং মহারাজ
হৃদয়ের শোক॥ জানি আমি মোহ যেন পরাক্রম
ধরে। তাহে দ্যূতপ্রিয় নাহি হবে কোন নরে॥
কলি কহে মন্ত্রি যে কহিলে সমুদয়। সে সব আমার
ভাল বোধ নাহি হয়॥ দোষদৃষ্টি মন্ত্রিসহ বিবেক
থাকিতে। কামের বিক্রম কভু নারে প্রকাশিতে॥
ক্ষান্তিরূপ আছে যেই শত্রু ভয়ঙ্কর। যাইতে কি
পারে ক্রোধ তাহার গোচর॥ সন্তোষ স্বভার্য্যা

তুষ্টিসহিত থাকিতে। লোভের বিক্রম কিছু না পারে করিতে॥ জ্ঞান আমাদের হয় শত্রু ঘোরতর। মোহ কি করিতে পারে তাহার উপর॥ তবে না হইল মোর অধিকার করা। ইহা বলি নেত্রজলে ভাসাইছে ধরা॥ মন্ত্রী কহে কলিরাজ তেজহ বিষাদ। দৈব বিনা দূর নাহি হয় অবসাদ॥ দেবের পরম দেব হয়েন মহেশ। তাঁর উপাসনা কর বিনাশিবে ক্লেশ॥ আশুতোষ হন শিব তাঁর সেবা করি। অনেকে পেয়েছে সিদ্ধি ভুবন ভিতরি॥ অতএব কর তুমি শিবের সেবন। অবশ্য তোমার আশা হইবে পূরণ॥ ইহা বিনা উপায় না দেখি কিছু আর। যাহাতে বিপুল হয় তব অধিকার॥ কলি কহে ভাল পরামর্শ এই হয়। আছয়ে আমার মনে ইহাই নিশ্চয়॥ তাহার বিলম্ব আর আমি না করিব। অদ্যাই তপস্যাহেতু কাননে যাইব॥ তোমা সবে বিধিমতে করিবে যতন। যাহে ধর্ম্মপথে কেহ না করে গমন॥ এতেক কহিয়া কলি করিল প্রস্থান। কহিছে শ্রীনারায়ণ ভাল এবিধান॥

অথ মহাদেবের তপস্যার্থ কলির হিমালয় যাত্রা।

ত্রিপদী

এইরূপ কলিরাজ, স্থির করি হৃদিমাঝ, মহাদেব উপাসকবেশে। তেজি গৃহ পরিবার, বৈরাগ্য করিয়া সার, চলিতেছে উত্তর প্রদেশে॥ পুরগ্রাম রত্নাকর, নদনদী সরোবর, নানা দেশ করি অতিক্রমে। ব্যাঘ্র গণ্ড গিরিরাজে, নিবিড় অরণ্যমাঝে, প্রবেশ করিল তেজি ভ্রম॥ শাল তালাদি তরু, গগনে আবৃত গুরু, অন্ধকারময় সব দেশ। ভয়ানক জন্তুগণ, সিংহ ব্যাঘ্র অগণন, ঘোর রব করে সবিশেষ॥ পশুপক্ষি পতঙ্গম, ভীমরূপ ভুজঙ্গম, ভ্রমণ করিছে বনমাঝে। সে সবার ভয়াবেশে, দ্বিপদ নাহি প্রবেশে, নির্জ্জন সে বন কাননে॥ হেন সব গিরি বন, ক্রমে করি উপেক্ষণ, কলিরাজ করিল গমন। হিমালয় সন্নিকটে, অমরতটিনীতটে, উপনীত হইল তখন॥ কিবা সেই হিমাচল, বর্ণনে বর্ণ বিকল, অবিচল সৌন্দর্য্য যাহার। কর্পূরের রাশি প্রায়, যার কান্তি দেখা যায়, হায় শোভা কি বর্ণিব তার॥ নানা তরু লতাজাল, ব্যাপ্ত অতি সুবিশাল, আছে তাহে কত শৃঙ্গগণ। মৃগ খগ পতঙ্গম, না তেজে যার

সঙ্গম, হেন শোভাময় সুরঞ্জন ॥ প্রফুল্লিত পুষ্পবন.
পরশিয়া সমীরণ, ভ্রমণ করিছে দিগন্তরে। যাহার
সৌগন্ধিলবে. মুগ্ধ হয়ে অলিসবে, গুঞ্জর স্বরে গান
করে ॥ প্রমত্ত কোকিলগণ, করে কল কল স্বন,
শিখী শাখিশাখাতে নাচয়! নানা মণিখনি তায়,
তেজেতে প্রকাশ পায়. হেরে মনোমুগ্ধ কার নয় ॥
ভেকে করি কোলাহল, বহে সুরধুনীজল, কলরব
করে জলচরে। সুরসিদ্ধবধূগণ, তাহে স্নানাবগা-
হন. সকলে করিছে মোদভরে ॥ অদ্রিরাজ সেপর্বত.
নিকটেতে বিধিমত স্নান করি সুরনদীজলে। পবি
তাপসের বেশ. [illegible] চর কেশ, বসি হিমগিরি
শিলোত্তরে ॥ আপন ইন্দ্রিয়গণ, ক্রমে করি আহরণ.
বিষয় বৃত্তিচয় হইতে। নাসাবায়ু রোধ করি, হৃদয়ে
সমাধি ধরি, নিরবধি রহে শুদ্ধ চিত্তে ॥ আহার
বিহার ভোগ. নিদ্রালস্য যোগাযোগ, তেজে যোগ
ধরিয়া সকল। অনিমেষ দুনয়ন. নাহি অন্য আ-
লোচন. তরু শৈল সমান অচল ॥ এইরূপে কত-
কাল, তেজিয়া বিষয় জাল. তবে ভাবে ভাবের সহিত।
কভু [illegible] তাকে ধ্যান, করে স্তুতি সুবিধান. শ্রীনা-
রায়ণ সুবিদিত ॥

অথ কলিকৃত মহাদেবের স্তব

তোটক

জয় শঙ্কর শম্ভু শশাঙ্কধর। ত্রিপুরান্তক ত্র্যক্ষ ত্রিশূলকর॥ পরমেশ্বর পাপ প্রণাশন হে। মদনান্তক মন্ত্র প্রকাশন হে॥ ভবশীলনভ্রান্তি বিনাশ তরো: সুর দানব মানব সিদ্ধগুরো॥ মুনিমানস সারস হংসবর। করুণা কর হে হর দুঃখ হর॥ নিজ ভক্ত সুরক্ষণ দক্ষ বিভো। সুরপক্ষ বিপক্ষ পরোক্ষ প্রভো॥ তব বৈভব কৈতবকারি জনে। ভব ভ্রান্ত অশান্ত জনে কি জানে॥ যাকে মোহে অপোহে বেদবাণী। কে জানে হে তবে বল অন্য প্রাণী॥ সুবিশঙ্কট শঙ্কট সিন্ধুনীরে। পড়িয়ে কাতরে ডাকি হে তোমারে॥ কোথা হে রজতাচলশৃঙ্গনগে। পরিপালয় নাথ এদীনজনে॥ বিষয়চ্যুত নাশ্রিত আমি এবে। এর হে হর নেত্রকটাক্ষ নবে॥ তব অদ্ভুত নেত্রকৃপা বিহনে। পরমাপদ যাত হবে কেমনে॥ শ্রীনারায়ণ চট্ট বিমূঢ় বলে। কর ভক্তি বিভক্তি স্বপাদতলে॥

অথ মহাদেবের নিকট কলির বরপ্রাপ্তি।

পয়ার।

এরূপ কলির তপস্তুতির প্রভাবে। আশুতোষ আশু তুষ্ট হইয়া সে ভাবে॥ নন্দিবৃষ উপরিতে করি আরোহণ। দেব অধিদেব তারে দিলা দরশন॥ রজত শিখরিপ্রায় প্রকাণ্ড শরীর। বিভূতি ভূষণ অঙ্গে শিরে গঙ্গানীর॥ অর্দ্ধশশী শোভে ভালে শ্রবণে কুণ্ডল। পঞ্চ বক্ত্র ত্রিনয়ন পরম উজ্জ্বল॥ ত্রিশূল ডমরু করে দিগ্ বসন। ব্যাঘ্র গজচর্ম্মে দেহ অতি সুশোভন॥ ঢুলুং ঢুলনয়ন সমাধিআবেশে। বিকীর্ণ বিপুল জটাজুট বক্ষ দেশে॥ জলদ গম্ভীর স্বরে কন কলিপ্রতি। নয়ন মীলন করে তেজ দুঃখ ততি॥ জানি আমি তব তপস্যার বিবরণ। ভয় নাই মনোবাঞ্ছা হইবে পূরণ॥ পরীক্ষিৎ দিল তোমাপ্রতি যেই স্থান। তাহা হইতেই তব হইবে কল্যাণ॥ বিষ্ণুঅনুমতি মোরে আছে পূর্ব্বাবধি। বেদবাহ্য আগম রচিতে নিরবধি॥ তব অধিকারকালে তাহা প্রকাশিবে। তাহে বেদ পথ অনায়াসে বিনাশিবে॥ আপনিও বিষ্ণু করিবারে দেবহিত। বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হবেন ত্বরিত॥ ইতিপূর্ব্বে দেবগণ

ক্ষীরোদেতে গিয়া। জানাইল নারায়ণে বিনয় করিয়া॥ ওহে ত্রিভুবন প্রতিপালক মুরারি। স্বভক্ত বৎসল ভবভ্রান্তি বিনিবারি॥ নানা ভয়হইতে হরি আমাসবাকারে। রক্ষা করিয়াছ নানা মতে বারে২॥ সম্প্রতি অসুরভাব-প্রাপ্ত প্রজাগণ। বেদ বিধিমতে করে তপ আচরণ॥ যদি তারা সেই সব তপস্যার ফলে। জনম লভয়ে আসি দানবের দলে॥ তবে সে সবার নাশ করা সুকঠিন। ধর্ম্মযুক্ত লোক বধ্য নহে চিরদিন॥ এখন তাদের যদি হয় ধর্ম্মনাশ। আপনি সে ফলে তারা পাইবে বিনাশ॥ অতএব আমাসবে কৃপা প্রকাশিয়া। যে হয় উচিত কর মনে বিবেচিয়া॥ শুনি নারায়ণ কহিলেন দেবগণে। ভয় নাই তোমাসবে যাও নিকেতনে॥ ভারত মণ্ডলে আমি মগধপ্রদেশে। একাংশেতে প্রকাশ পাইব বুদ্ধবেশে॥ নাস্তিকের মত তাহে করিয়া প্রচার। বিনাশ করিব বেদনিষ্ঠ সবাকার॥ এত শুনি দেবগণ তাঁরে প্রণমিয়া। আপন২ গৃহে রহিলেন গিয়া॥ সেই বুদ্ধ অবতারকাল উপস্থিত। তাহাতেও হইবে তোমার বহু হিত॥ পরে আমি কল্পিত আগম প্রকাশন। করিয়া করিব তব শুভ আচরণ॥ তব অধিকারকালে বিষ্ণুভগবান্। প্রতিমারূপেতে বর্ষ অযুত প্রমাণ॥ থাকিয়া ভূমিতে পরে অন্যদেবসনে। পৃথিবী

তেজিয়া স্বর্গে যাবেন আপনে॥ তুমি তাহে সাহায্য করিবা আচরণ। যাহে এককালে সিদ্ধ হয় সে কারণ॥ বিষ্ণুস্থিতি সময়ের অর্দ্ধেক ব্যাপিয়া। থাকি বিষ্ণুপদী যাবে ভারত তেজিয়া॥ তদর্দ্ধ সময়মাত্র গ্রাম্য দেবগণ। পৃথিবীতে রহি পরে করিবে গমন॥ বিষ্ণু যবে তেজিবেন অবনীমণ্ডল। তখন পাষণ্ড ধর্ম্ম হইবে প্রবল॥ তাহে তুমি অনায়াসে কৃত কার্য্য হবে। চিন্তা তেজ কলি তব দুঃখ নাহি রবে॥ অন্য এক উপদেশ শুনহ শ্রবণে। আর্য্যাবর্ত্তে তুমি না রহিবে এইক্ষণে॥ এইদেশ হয় বহু ধার্ম্মিক সেবিত। এখানে রহিলে শীঘ্র না হইবে হিত॥ এলাপি ভারতপূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রদেশে। গমন করহ তুমি মম উপদেশে॥ তথা অভিমত স্থানে আপনার নাম। প্রকাশিয়া বিনির্ম্মাণ কর এক ধাম॥ সেই স্থানে তুমিহ করিয়া অবস্থিতি। যেরূপন প্রকাশিবে রীতি নীতি॥ সেই অনুসারে অন্য প্রদেশীয় জন। অবশ্যই করিবে ক্রমেতে আচরণ॥ এইরূপ কলি-প্রতি করি আশ্বাসন। মহাদেব তখনি হইলা অদ-র্শন॥ তাহে আনন্দিত অতি কলিযুগরাজ। পুনরপি আইলেন ভারত সমাজ॥ এহেতু শ্রীনারায়ণ চট্ট-রাজ কহে। দৈব বল তুল্য অন্য বল কিছু নহে॥

অথ শ্রীবিষ্ণুর বুদ্ধাবতারের বিবরণ।

পয়ার।

এবে বন্ধুগণ কহি করহ শ্রবণ। যেপ্রকারে বুদ্ধরূপী হৈলা নারায়ণ॥ ধর্ম্মারণ্য নামে পুর খ্যাত গয়াদেশে। তাহে দ্বিসহস্র কলিবর্ষ অবশেষে॥ অঞ্জননন্দিনী মায়াদেবীর জঠরে। শুদ্ধোদন পুত্ররূপে ভারত ভিতরে॥ পিতৃমাতৃ সম্মত গৌতম নাম ধরি। অবনীতে অবতীর্ণ হইলা শ্রীহরি॥ বিবস্ত্রে মণ্ডিত কেশ শিখিপুচ্ছ করে। নর্ম্মদা নদীর তটে প্রবেশ গুর্জ্জরে॥ উপনীত হৈলা যথা আস্থ্রিক জন। মহাযত্নে করিতেছে তপ আচরণ॥ তাসবারে সম্ভাষি কহেন ভগবান। কি কর তোমরা সবে কহ সে বিধান॥ কোন্ অভিপ্রায়ে কর এ দুষ্কর কর্ম্ম। ইহ কিম্বা পরলোক বাঞ্ছা তব মর্ম্ম॥ কি ফল পাইবে সবে এই তপস্যায়। মোরে বিবরিয়া তাহা কহ সমুদায়॥ শুনি সে সকলে কহে গৌতমের প্রতি। পরলোককামী মোরা হই মহামতি॥ কি তব জিজ্ঞাস্য বল আছয়ে এ বিষয়ে। হাঁসিয়া কহেন হরি তা সবে প্রণয়ে॥ যদি পরলোক বাঞ্ছা আছে সবাকার॥ তবে কেন নিত্য ক্লেশ পাও অনিবার॥ বেদ মোহে ভুলি কেন

হারাও দুকূল। ভ্রান্তি তেজি সত্যধর্ম্মে হও অনু-কূল॥ আমি তোমাসবে যাহা করি উপদেশ। গ্রহণ করিলে তাহা বিনাশিবে ক্লেশ॥ এই মহা-ধর্ম্ম হয় সকলের সার। ইহাতে অর্হতা আছে তোমা সবাকার॥ ইহা কহি অর্হত বলিয়া তাঁর খ্যাতি। হইল জগতে যাহে মুগ্ধ দৈত্য জাতি॥ বিষ্ণুমায়া প্রভাবেতে সেই দৈত্যগণ। শ্রদ্ধা করি তাঁর বাক্য করিল গ্রহণ॥ তবে কহিছেন সে সবারে ভগবান। শুনহ পরম ধর্ম্ম হয়ে সাবধান॥ জীবা-জীব আস্রব সম্বর ও নির্জ্জর। বন্ধ মোক্ষ এই সপ্ত পদার্থ প্রবর॥ এই সংসারেতে হয় যে কোন ঘটন। তাহাতে জীবাদি সপ্ত পদার্থ কারণ॥ জীব বলি তারে যে জ্ঞানাদি গুণবান। সাবয়ব অহম্মর্থ কায় পরিমাণ॥ অজীব তাহার ভোগ্য সামগ্রী সকল। আস্রব ইন্দ্রিয়গণ জানিবে কেবল॥ যাহাতে আবৃত করে বিবেকাদি ধর্ম্ম। অবিবেকপ্রভৃতি সম্বর শব্দ মর্ম্ম॥ কামক্রোধপ্রভৃতিরে কহিয়ে নির্জ্জর। বন্ধ মোক্ষ বিবরণ শুন অতঃপর॥ পাপপুণ্য হেতু জন্ম মরণ প্রবাহ। বন্ধশব্দে এই অর্থ হয় সুনির্ব্বাহ॥ যারে পাপ কহি তাহা করহ শ্রবণ। যাতে হয় জ্ঞানবীর্য্য সুখ বিনাশন॥ এরূপ যে কোন কর্ম্ম তারে পাপ কয়। জ্ঞানাদি প্রকাশে যাতে সেই পুণ্য হয়॥ পাপপুণ্যে ঘটে জন্ম মরণ প্রবৃত্তি। তার

নিবারণমাত্র মোক্ষ-শব্দ-বৃত্তি ॥ চতুর্ব্বিধ পরমাণু স্থষ্টির কারণ। কালে তার যোগাযোগে জন্মে কা-র্য্যগণ॥ দিককাল আকাশ এসব নিত্য হয়। যে সবার আনুকূল্যে জন্মে বিশ্বচয় ॥ একবারে এক দ্রব্যে নানা ব্যপদেশ। সিদ্ধিহেতু হয় সপ্তভঙ্গী উপদেশ॥ এইরূপে বহু বিধমতের প্রচার। করিয়া করিলা ধর্ম্ম ভ্রষ্ট সে সবার॥ তবে তথাহৈতে হরি করিয়া প্রস্থান। কষায় অরুণ বস্ত্র কৈলা পরিধান॥ নয়নে অঞ্জন লয়ে করেন ভ্রমণ। উপনীত হৈলা যথা অন্য দৈত্যগণ॥ তথায় তাহারা বেদবিধি অভিমত। শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যজ্ঞআদি করে কত॥ সে সবারে সম্ভাষা করিয়া কন হরি। কেন সবে ক্লেশ প্যাও অধর্ম্ম আচরি॥ মিছামিছি কেন পশুগণে হিংসা কর। নিজ হিত চাহ যদি মম বাক্য ধর॥ তোমা-সবে দেখিতেছ যেই বিশ্বচয়। যথার্থতঃ শূন্যমাত্র ইহা সমুদয়॥ ভ্রান্তিজ্ঞান হেতু সব হয়েছে কল্পিত। স্বপ্ন যেন নিরাধারে হয় প্রকাশিত॥ অবিদ্যা কেবল হয় তাহার কারণ। এইরূপ বোধ কর সবে প্রতিক্ষণ॥ ইহা বলি বুদ্ধনামে তথা ভগ-বান। প্রকাশিলা হয়ে সর্ব্ব মোহের নিদান॥ হেন মতে সে সবারে ধর্ম্মচ্যুত করি। স্থানান্তরে পুনঃ উপনীত হন হরি॥ তথা পূর্ব্বমত ক্রিয়ানিষ্ঠ দৈ-ত্যগণে। সম্ভাষা করিয়া কন মধুর বচনে॥ ওকে

দৈত্যগণ সব কিবা ধর্ম্ম কর। অনর্থক কেন ভ্রান্তি-কাননে বিহর॥ পশুহিংসা করিলে যে পুণ্য লাভ হয়। হেন অপলাপ বাক্য পাগলেতে কয়॥ যজ্ঞেতে বিনষ্ট পশু স্বর্গ যদি পায়। তবে কেন লোকে নাহি বধে স্বপিতায়॥ পিতৃস্বর্গ লাগি লোক নানা যত্ন করে। যজ্ঞে নাহি বধি তাঁরে মিছা ঘুরে মরে॥ তোমাসবে বল ইন্দ্র বহু যজ্ঞ ফলে। রাজত্ব পাইল স্বর্গে অমরমণ্ডলে॥ যদি সত্য হয় ইহা তবে কি প্রকারে। শুষ্ক কাষ্ঠ ঘৃতে তার তৃপ্তি হৈতেপারে॥ পুণ্য-দেহ পেয়ে যার ঈদৃশ ভোজন। পশুসঙ্গে আছে তার কিবা বিলক্ষণ॥ কর্ত্তৃ-ক্রিয়া-দ্রব্য-নাশে যদি স্বর্গ হয়। তবে দগ্ধবৃক্ষে কেন নহে ফলোদয়॥ শ্রাদ্ধ যদি হয় মৃত-পিতৃ-তৃপ্তি-কর। তবে কেন প্রবাসেতে দুঃখ পায় নর॥ গৃহে থাকি পুত্র শ্রাদ্ধ করিলে তাহার। অবশ্য হইতে পারে ক্ষুধার নিস্তার॥ শ্রাদ্ধে যদি মৃত মানবের তৃপ্তি হয়। তৈল দানে মৃতদীপ দীপ্ত কেন নয়॥ অগ্নিহোত্র বেদত্রয় ত্রিদণ্ড ধারণ। বুদ্ধি শক্তি বিহীনের জীবিকাকারণ॥ অতএব এইরূপ তেজি ভ্রম জাল। মম বাক্য শুন যদি সুখে যাবে কাল। পরোক্ষ ঈশ্বর আছে জগত কারণ। কেন মিছামিছি ইহা কর সম্ভাবন॥ দেহ নাশ হইলে কি থাকে পরলোক। তবে তার লাগি মিছা কেন পাও শোক॥ বটবীজকণা যেন বৃক্ষের

কারণ"। দেহপ্রতি রেতঃকণা জানিবে তেমন ॥
বহুদ্রব্যযোগে যেন মাদকতা হয়। চারিভূত যোগে
তেন চৈতন্য উদয় ॥ বীজাঙ্কুর প্রায় এই জগত
সকল। অনাদিরূপেতে আছে এমনি কেবল ॥
কালে পৃথিবীতে যেন শস্যগণ হয়। কালে নাশ
হয় পুন তেন প্রাণিচয় ॥ ইহার কি কর্ত্তা কেহ
আছয়ে অপর। যে মানয়ে ইহা তার সম কে
বর্ব্বর ॥ সে কর্ত্তার কর্ত্তা কেবা সুধাইলে ফলে।
অনবস্থাভয়ে তার আদি নাহি বলে ॥ এরূপকল্পনা
জালে আবৃত হইয়ে। অন্ধপরম্পরা ন্যায়ে মরয়ে
জানিয়ে ॥ তোমাসবে হেন রূপ তেজিয়া কুমত।
করহ বিষয় সুখ সবে অবিরত ॥ যাহাতে ঐহিক ক্লেশ
হয় সুঘটন। তারে পাপ কহি তাহা করিবা বর্জ্জন ॥
যাতে সুখ হয় সদা পুণ্য বলি তারে। তাই কর
কেন মজ দুঃখ অকুপারে ॥ সব সুখহৈতে শ্রেষ্ঠ
নারীসঙ্গ হয়। নিজদারা পরদারা বলি তেজ ভয় ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই বাক্য সার। প্রাণিমাত্র
হিংসা করা অসাধু আচার ॥ নিজ সুখ দুঃখ যেন
অন্যের তেমন। এজন্যেতে করা নহে কাহারো
হিংসন ॥ অন্য যাতে সুখী হবে তাই আচরিবে।
পরলোক আছে বলি মনে না করিবে ॥ এইমত
উপদেশে সে সকল জনে। ধর্ম্মভ্রষ্ট করি যান
অন্যত্র আপনে ॥ ক্রমেতে সেসব মত হইয়া প্রবল।

ব্যাপ্ত প্রায় হইল এ অবনীমণ্ডল॥ অদ্যাপি নেপাল ভোট বর্ম্মা চীনদেশে। লঙ্কাআদি দেশ ব্যাপিয়াছে সুবিশেষে॥ এ শ্রীনারায়ণ কহে ভাবি ভগবান। এখন কলির নষ্ট হইবে কল্যাণ॥

অথ মহাদেবের কল্পিত আগম প্রকাশ।

ত্রিপদী।

যখন এ ধরাতলে, ব্যাপিল বৌদ্ধের দলে, সকলে তেজিল বেদ পথ। সেইকালে শ্রীমহেশ, কুলধর্ম্ম উপদেশ, প্রদানে করিলা অভিমত॥ দ্বিতীয় শঙ্করবেশে, প্রবেশিয়া পুণ্ড্র দেশে, বহু তন্ত্র লইয়া সঙ্গেতে। সহ বহু শিষ্যগণ, স্থানেং পর্য্যটন, করিয়া বেড়ান স্বরঙ্গেতে॥ কহেন সবার প্রতি, তেজ সবে এ দুর্ম্মতি, পরলোক গতি চিন্তা কর। কেন মিছা বৌদ্ধমতে, ভ্রমিছ সদা কুপথে, শুদ্ধভাবে শিব আজ্ঞা ধর॥ বিবেচিয়া দেখ ভাই, কে বলে ঈশ্বর নাই, মহামায়া জগত জননী। সে বিচারে নাহি কায, মম বাক্য হৃদি মাঝ, রাখ যদি দেখাব এখনি॥ যদি মহামন্ত্র তার, জপো হয়ে বীরাচার, তবে কিছু অপেক্ষা না রবে। পাবে চতুর্ব্বর্গফল, যাবে সন্দেহ সকল, অনায়াসে সুখলাভ হবে॥ মারণোচ্চাটন

আদি, আছে কর্ম্ম অবিবাদি, তাহা যদি দেখ পরী-ক্ষিয়া। ভ্রান্তি কিছু না রহিবে, শ্যামাপদে বিকাইবে, আপন কুমত উপেক্ষিয়া॥ ত্রিপুরা ত্রিগুণাকারা, ত্রিলোক তারিণী তারা, ত্রিদেবজননী ত্রিনয়নী। ত্রি-পুরদহন যাঁরে, চরণ করেছে সার, পরম পদার্থ মনে গণি॥ যিনি এই চরাচরে, ব্যাপ্ত সদা সুরনরে, পশুপক্ষিপ্রভৃতি সকলে। যে শ্যামার শক্তিলবে, শক্তিমান্ হৈল সবে, সে ঈশ্বরী নাহি কেবা বলে॥ লোকের এবুদ্ধিভেদ, লাগি নিন্দা কৈল বেদ, বিষ্ণু-বুদ্ধমূর্ত্তি অঙ্গীকরি। এজন্যে তাহার নাম, করা নহে কোন যাম, তুলসী স্পর্শিতে ভয় ধরি॥ অত-এব সবে কই, বস্তু নাহি তারাবই, তারিতে সংসারে ঘোরতর। তারি মন্ত্র কর জপ, তেজ পশুচেষ্টা-তপ, পঞ্চ তত্ত্বে করিয়া আদর॥ তত্ত্ব প্রিয়া হন তারা, পরতত্ত্ব সমাকারা, তত্ত্ব সেবা করহ যতনে। মদ্য মাংস মৎস্য আর, মুদ্রা ও মৈথুন তার, অঙ্গ-কহে তারাপ্রিয় জনে॥ এইরূপ উপদেশ, সে সবে করিয়া শেষ, অপর প্রদেশে প্রবেশিয়া। কহিছেন দ্বিজগণে, মিছা ক্লেশ পাও কেনে, পশুধর্ম্ম সাজন করিয়া॥ বেদ হয় মহা[illegible], তাহাতে হইয়া অন্ধ, নিরানন্দ করিছ সেবন। কলিতে কালিকাবই, নিস্তা-রের হেতু কই, কেন তবে ভ্রম অকারণ॥ হবিষ্যাশী উপবাসী, হইলে কি রাশি২, মোহমসী মার্জ্জিত

হইবে। আনন্দ চিন্ময়রস, ব্রহ্ম নহে স্বকর্কশ, কুরসে সুরস না পাইবে॥ চিদানন্দ উল্লাসিনী, কালিকাল সীমন্তিনী, নিজযোনিবন্ধে এসকল। আনন্দ সম্ভোগ-রসে, প্রসবিলা অবিরসে, স্থূল সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল॥ ভগরূপা ভগবতী, ত্রিকোণে ত্রিদেবগতি, ত্রিগুণা ত্রিশক্তি স্বরূপিণী। লিঙ্গরূপী মাহেশ্বরে, স্বসঙ্গম সুখ ভরে, সুখী করে ত্রিকালরূপিণী॥ ভগলিঙ্গসমা-যোগ, এই সে পরমযোগ, ভোগ মোক্ষ উভয় কারণ। শুক্রনিঃসরণকাল, নির্ব্বাণ সুখ মিশাল, লিঙ্গাগমে কহে ত্রিলোচন॥ মহাকালসঙ্গে শিবা, বিপরীত রতা কিবা, নিজ সুখামৃত আস্বাদিতে। যদি মোক্ষে থাকে মন, ধরহ শিববচন, গুণলিখিমনে সুখ দিতে॥

অথ কৌলধর্ম্ম বিবরণ।

পয়ার।

কুলকুণ্ডলিনী কালী ভজ কুলপথে। অকূল সং-সার পার হইবে যেমতে॥ চরাচর বস্তু সবকুল শব্দে বলি। কালিকা কারণরূপে ব্যাপ্ত এসকলি॥ বস্তুভেদ মানি জীব পশুতুল্য হয়। পশুমার্গে পর তত্ত্ব প্রাপ্তি কভু নয়॥ কহিলেন পশুশাস্ত্র অন্যরূপে

শিব। মহাপাপবশে তাতে রত হয় জীব॥ অত-এব পশুসঙ্গে তেজ আলাপন। পশুকাছে নিজমত করহ গোপন॥ ব্রহ্মবস্তু অবিচ্ছিন্ন সুখরূপ হয়। কামিনীর অঙ্গে তাহা ব্যাপ্ত সমুদয়॥ সে নারীসঙ্গম তেজি নিরানন্দকালে। সাধিলে শ্যামার সিদ্ধি নাহি কোন কালে॥ তার সাক্ষী দেখ সঙ্গে লয়ে কোটি নারী। শ্যামারে সাধিয়া সিদ্ধি পান ত্রিপুরারি॥ সাবিত্রী সঙ্গেতে সিদ্ধ স্বয়ম্ভু সেরূপ। সত্যাসঙ্গে সিদ্ধ হরি ধরি কৃষ্ণরূপ॥ অতি সুগহন এই কুলধর্ম্ম হয়। যোগীন্দ্রজনার ইহা গম্য কভু নয়॥ পূর্ব্বেতে বশিষ্ঠ তেজি কুল উপদেশ। পশুমার্গে তারা সেবি পায় নানা ক্লেশ॥ বহুকালে জপ করি সিদ্ধ নাহি লভে। ক্রোধে তারামন্ত্রপ্রতি শাপ দিল তবে॥ তাহে দৈববাণী তথা হইল তখন। কেন মুনি মন্ত্রে শাপ দিলে অকারণ॥ পশুবুদ্ধি তব নাহি হয়েছে মোচন। পশুভাবে ভজি ক্লেশ পাও সে কারণ॥ সিদ্ধি বাঞ্ছা থাকে যদি যাও চীন দেশে। চীনের আচার সব সেবহ বিশেষে॥ যোনি অন্ন বিচার তথায় কিছু নাই। সিদ্ধিলাভ হবে যদি কর গিয়া তাই॥ এত বাণী শুনি তবে বশিষ্ঠ সুমতি। সিদ্ধ হৈল চীন দেশে করি সমাগতি॥ এই হেতু কহি আমি শুন সবিশেষ। রমণীসঙ্গমপ্রতি সবে তেজ দ্বেষ॥ যোনিরূপা হন কালী লিঙ্গরূপী হর। মাতৃভাব

পিতৃভাব চিন্তা পরস্পর॥ যেকালে যেখানে নারী দর্শন পাইবে। তখনি অমনি ভক্তিভাবে আলিঙ্গিবে॥ অভাবেতে মনেং চিন্তিবেক রতি। নতুবা অধমলোকে হইবেক গতি॥ রমণে কুশলা রামা কর সহকার। নিজপর বলি মনে না কর বিচার॥ মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন বিহনে। কলিতে কালিকা সিদ্ধি হইবে কেমনে॥ শুদ্ধাশুদ্ধ ভদ্রাভদ্র একেবল ভ্রম। এক বিনা দুই নাই উচ্চ নীচ সম॥ কালাকাল বিবেচনা তেজ এপথেতে। কোটিগ্রহ তুল্য কাল নারীসঙ্গমেতে॥ তাহে পুনঃ হয় যদি রাহু-গ্রহযোগ। তখনি করিবে শিব শক্তিতে সংযোগ॥ মাতৃমুখে পিতৃমুখ করি সন্নিবেশ। জপিবেক মহা-বিদ্যা পিয়া সুধালেশ॥ যাবত না হবে মুক্ত গ্রহ উপ-রাগ। তাবত এরূপ করিবেক মহাযাগ॥ মুক্তি-কালে পূর্ণাহুতি করিয়া প্রদান। মহাবিদ্যা জপন করিবে সমাধান॥ ভগলিঙ্গামৃত সহ যোনি ধৌত-নীরে। তর্পণ করিবে পরে পরমাদেবীরে॥ তাহে বিদ্যা সিদ্ধি হবে অবিদ্যা নাশিবে। মাতৃজার তুল্য ইহা নাহি প্রকাশিবে॥ বাহিরে বিশুদ্ধাচার বৈষ্ণ-বের প্রায়। রহিবে লোকেতে যেন টের নাহি পায়॥ পশুসঙ্গে আহার বিহার সম্ভাষণ। তেজিবে সর্ব্বদা যাহে নহে প্রকাশন॥ পশুদৃষ্ট স্পৃষ্ট কিছু বস্তু না লইবে। হিতাহিত কিছু সেসবারে না কহিবে॥ বীরসঙ্গে

কারণ সেবিবে সর্ব্বক্ষণ। অকারণে বৃথা কাল অযোগ্য যাপন॥ পিয়েং পুনঃ পিয়ে ভূতলে পড়িবে। উঠি পুনঃ পিয়ে মদ্য জন্ম না হইবে॥ এইরূপে বহুতর উপদেশ করি। কুলধর্ম্ম প্রকাশিলা ভুবন ভিতরি॥ মদ্যমাংসলোভে কেহ মৈথুনলালসে। সকলে ভাসিল কুলাচার মহারসে॥ বেদপথে বড় কেহ না করে আদর। আগম মোহেতে মুগ্ধ হৈল বহু নর॥ ক্রমেং কলিস্থান হইল বিপুল। বিনাশিল কলির মনের দুঃখ শূল॥ এ শ্রীনারায়ণ কহে দৈব বল যার। সংসারে অলভ্য কিবা থাকয়ে তাহার॥

অথ কৌলধর্ম্মরক্ষার্থ কলির দ্বিতীয় মন্ত্রণা ও প্রথম দিগ্বিজয়ার্থ কন্দর্পের প্রতি অনুজ্ঞা।

পয়ার।

এইরূপে বৌদ্ধ বাম মার্গে ধরাতল। যখন হইল ব্যাপ্ত প্রায় এসকল॥ লোকসব বেদপথে হইল বিরত। তেজিল স্বকুল অগ্নি অগ্নিহোত্রি যত॥ বৃথা হিংসা বৃথা পান করে নিরন্তর। ক্রূর কর্ম্মে ক্রিয়াবান্ হৈল বহু নর॥ নিজ পর নারী কিছু না করে বিচার। যাতে তাতে হয় রত হয়ে বামাচার॥

কলির হইল যাতে অনুকূল বিধি। সেপথ রক্ষণে কলি চিন্তে সদা বিধি॥ অধর্ম্ম সহিতে কলি কর‌য়ে মন্ত্রণ। কিরূপে প্রবল হবে এই ধর্ম্মগণ॥ কুল ধর্ম্ম প্রচারেতে পাইয়াছি কূল। যতনে রাখিব যাতে না হয় নির্ম্মূল॥ শিবআজ্ঞা আছে মোরে যাব বঙ্গ দেশে। কৌলিন্য মর্যাদা আগে স্থাপিব বিশেষে॥ যাহে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সেই প্রজাগণ। করিতে না পারে কুলপথ উলঙ্ঘন॥ তাহে বহুকালে স্ত্রীর না হবে বিবাহ। জার ভজি তারা কাল করিবে নির্ব্বাহ॥ পুরুষে করিবে বহুতর পরিণয়। কুলিনের কুল রক্ষা না করিলে নয়॥ এক জনহৈতে বহু কামিনীর কাম। কদাচ না পারিবেক হইতে বিরাম॥ তাহে সে রমণীগণ তেজি লাজ ভয়। পর পুরুষেতে রত হইবে নিশ্চয়॥ যদি পুন তাহে বহুভার্য্যা পতি মরে॥ তবেত হইবে সব বেশ্যা ঘরে২। অকুলীন পুরুষের বিবাহ না হবে। সেসবার দ্বারে সতীধর্ম্ম নাহি রবে॥ অর্থলোভে কেহ কন্যা করিতে বিক্রয়। প্রৌঢ়া করি রাখিবেক তেজি লোকভয়॥ তাহাতে সহিতে নারি যৌবনের জ্বালা। স্বেচ্ছায় ভজিবে যারে তারে কুলবালা॥ এইসব মনোবৃত্তি করিতে সাধন। বঙ্গরাজ্যে এবে আমি করিব গমন॥ আদিস্বর রাজা আছে বিক্রমনগরে। নিজাংশে জন্মিব তার মহিষীউদরে॥ বল্লাল নামেতে খ্যাতি হই-

বেক তথা। সেই দ্বারে নিজমত সাধিব সর্ব্বথা॥ আর এক পরামর্ষ হয়েছে মনেতে। দিগ্বিজয়ে মদনে পাঠাব ভুবনেতে॥ মোহ অবিবেক দুই সেনাপতি লয়ে। বসন্ত সামন্ত সহ সুসজ্জিত হয়ে॥ গমন করুক সেই ধরি ফুলশর। মম অনুগত করিবারে চরাচর॥ তোমারে জিজ্ঞাসি তাহা কি বল এখন। ভাল কিম্বা মন্দ হয় এরূপ মন্ত্রণ॥ অধর্ম্ম কহেন রাজা তুমি মহাধীর। তব অভিমত যাহা তাহাই সুস্থির॥ মদনে ডাকিয়া তবে কর আজ্ঞাপন। দিগ্বিজয়হেতু সেই করুক গমন॥ এত শুনি মনমথে ডাকাইয়া কলি। নিজ অভিপ্রায় তারে কহিল সকলি॥ যে আজ্ঞা বলিয়া তবে চলে রতিপতি। গুণনিধি কহে উপযুক্ত এই অতি॥

অথ কন্দর্পের দিগ্বিজয়াবসরে বসন্তবর্ণন।

মাহারুহি চতুষ্পদী।

ভূপতিসম্মতি মদন পাইয়ে, তখনি অমনি চলিল ধাইয়ে, বসন্ত সামন্ত সঙ্গে সাজাইয়ে, করে ফুলশর ধরিয়ে। প্রকাশিয়ে বহুবিধ ফুলকুল, রসাল পল্লবে ধরায়ে মুকুল, মলয়পবন হানিতেছে শূল, মারঽ রব করিয়ে॥ রণবার্ত্তা আগে করিতে প্রচার, পিক

কুল ঘন করিছে ফুকার, তাহাতে পাপিহা কহিছে আবার, পিয়ু কাঁহা কার রয়েছে। মল্লিকা মুকুলে বসি মধুকর, গুঞ্জে২ গুঞ্জে গুণ২ স্বর, সে যেন ভীষণ মদনসমর, শঙ্খ বাদ্যকর হয়েছে॥ কেশর কুসুমে ধরে রাজদণ্ড, দণ্ডে২ চাহে সে করিতে দণ্ড, অতরুণ তরুচয়ে লণ্ড ভণ্ড, করে সে প্রচণ্ড সমীরে। বলে হেরে দুষ্ট তরু লতাগণ, কি গৌরবে সবে আছ নিমগন, এখনো সুসজ্জ নহ সে কেমন, এমন কি বুদ্ধি কমিরে॥ পাটল অটল রণ রসাবেশে, ধরে সে নূতন তূণ পৃষ্ঠদেশে, কাঞ্চন লাঞ্ছন করিতে বিশেষে, তীক্ষ্ণ তলোয়ার ধরেছে। কেতকীর করে কঠিন করাত, অশোকেতে শোকে ফেলে অচিরাৎ, জাতি জাতিকুল করিতে আঘাত, শুভদৃষ্টিপাত করেছে। স্মরহুতা-শনে দগ্ধ ভুবকণ, তরুতলে সদা করে বরিষণ, তাহে সুভীষণ করে কলস্বন, খগগণ অতি কপটে। সেই বজ্র সম কঠিন নিনাদে, বিরহিণীবৃন্দ পড়িছে প্রমাদে, একান্ত স্বকান্ত বিরহ বিষাদে, ভাবে ভাগ্যে আজি কি ঘটে॥ চৌদিগে কুসুমসৌরভ ছুটিল, বিরহির সুখ সম্পদ লুটিল, দুঃখ হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল, ব্যা-কুল করিল সে সবে। যৌবনরথেতে করি আরোহণ, ধরি ফুলময় দৃঢ় শরাসন, মদন করিছে সুদৃঢ় শাসন, হায় আজি যুদ্ধে কি হবে॥ ধর্ম্ম ধৈর্য্য বীর্য্য লজ্জা জাতি কুল, বিবেকাদি সবে ভাবিয়া আকুল, গেলং

কুল একি শত্রুকুল, ঘোর প্রতিকূল হইছে। সাজোঽ সেনাসমূহ সত্বর, আজি যুদ্ধ বুঝি হবে ভয়ঙ্কর, এল্য কাম করে ধরি ধনুঃশর, এ শ্রীনারায়ণ কহি-ছে।।

অথ কন্দর্পের বিজয়।

পয়ার।

এইরূপে সসৈন্যে সাজিয়া পঞ্চবান। গর্ব্বভরে চরাচরে করে কম্পবান।। ভারতেতে রঙ্গরঙ্গ ভূমে অগ্রে আসি। বিপক্ষের লক্ষ্যে বান ছাড়ে রাশি২ ॥ প্রতিযোদ্ধা বিবেক দেখিয়া সেই রীত। দোষদৃষ্টি মন্ত্রিবরে পাঠান ত্বরিত।। যাও২ মন্ত্রি তুমি শীঘ্র রণস্থলে। বিনাশহ প্রতিপক্ষ পক্ষ সৈন্য দলে ॥ সঙ্গে লও লজ্জা ধৃতি ক্ষমা তিন জনে। শম দম আদি সৈন্যে সাজাও যতনে।। বিলম্ব আলস্য তাহে করা যোগ্য নহে। মজিল বিপক্ষকুল অকুস কলহে ॥ বিবেকআজ্ঞায় লজ্জা ধৃতি ক্ষমাসনে। যুদ্ধেতে সাজিল মন্ত্রী লয়ে সৈন্যগণে।। রঙ্গভূমে দেখি কাম সৈন্যের তরঙ্গ। যুদ্ধে ক্রুদ্ধভাব তেজি ভাবিল আতঙ্ক॥ মন্মথ মহাবেগে মোহনাস্ত্র ধরি। প্রহারে প্রথমে দোষদৃষ্টিসৈন্যোপরি।। তাহে

পুনঃ কুসংস্কার চাঞ্চল্য মত্তৃতা। লজ্জা ধৃতি ক্ষমা প্রতিপ্রহারে সর্ব্বথা॥ একেতো মোহন বানে মুগ্ধ সর্ব্বজন। অধিকন্তু পরস্পর করে আক্রমণ॥ কুসংস্কার আগেতে লজ্জার কেশে ধরি। নামায় নয়ন রথহৈতে শীঘ্র করি॥ তাহে সে কামিনীকুচকুম্ভ করি ভর। কুসংস্কারসঙ্গে করে প্রচণ্ড সমর॥ তবে সে শৃঙ্গার রুচি নামেতে রাক্ষসী। প্রহারে লজ্জারে আসি কামিনীবক্ষসি॥ তাহাতে কম্পিতা হয়ে লজ্জা অতিশয়। ভয়েতে প্রবেশে গিয়া মদনআলয়॥ লজ্জার ভগিনী এক আছিল বামতা। সহায় হইল রণস্থলে আসি তথা॥ তাহে রতি শৃঙ্গাররুচির পক্ষ হয়ে। বিনাশে লজ্জারে পেয়ে পতির নিলয়ে॥ সেকালে চাঞ্চল্য গিয়া ধৃতিসন্নিধানে। ঘোর যুদ্ধ করে দোঁহে বিবিধ বিধানে॥ চাঞ্চল্যের পরাক্রম সহিতে না পারি। ভঙ্গ দিল ধৃতিদেবী রণভূমি ছাড়ি॥ সেই রূপে মত্ততা করিয়া আগমন। ক্ষমায় ভেজিয়া ক্ষমা করে মহারণ॥ হস্তাহস্তী কেশাকেশী দন্তাদন্তি ভাবে। পরস্পরে যুদ্ধ করে আপন প্রভাবে॥ ক্ষমার ক্ষমতা যাহা আছিল সঙ্গরে। নাশে তাহা মত্ততার উন্মত্ত সমরে॥ অতএব মনে বহু পাইয়া আতঙ্ক। রণস্থল তেজি ক্ষমা ভয়ে দিল ভঙ্গ॥ তবে কাম সৈন্যগণ করি রণ জয়। আনন্দে করিছে রব সবে জয়২॥ নানা বাদ্য বাজে তাহে করি কোলাহল।

ডম্ফ জগঝম্ফ বেণু বীণা সুমঙ্গল ॥ শর আকর্ষণে শ্রান্ত আছিল মদন। পুষ্পনীরে সৈন্য তারে করিল সিঞ্চন ॥ দোষদৃষ্টি মুগ্ধভাব তবে পরিহরি। একা পলাইল পরে অনুতাপ করি ॥ পরে সে সমরজয়ী দুর্দান্ত মদন। বিবেকে করিছে প্রতিস্থানে অন্বেষণ ॥ তাহাতে শঙ্কট ভাবি বিবেক সুমতি। বঙ্গরাজ্য তেজিয়া পলায় দ্রুতগতি ॥ দ্বিজ কহে মনসিজ হয়ে অনুকূল। কলিরে অকূল চিন্তার্ণবে দিল কূল ॥

অথ বসন্ত আগমনে কামিনীদিগের কামোদ্ভব।

দীর্ঘ চতুষ্পদী।

নবঋতু আগমন, হেরিয়া অবলাগণ, কামে হয়ে অচেতন, বলে একি দায় গো। সখি গো কি হোলো বল, বসন্ত কি আবা এলো, মদন মরে না মোলো, সে কি পুনরায় গো ॥ ঐ দেখ বনে২, ফুটিল কুসুমগণে, সদা মলয়পবনে, হানিতেছে শূল গো। দেখ২ কূলে২, ছুটিল ভ্রমরকুলে, করিল কামিনীকুলে, অধিক ব্যাকুল গো ॥ ডাকে২ পিকগণ, করে প্রিয় আলাপন, প্রিয় বিনা কার মন, তাহাতে জুড়ায় গো। কান্ত যার দেশান্তরে, বসন্তে সে দুঃখান্তরে, সদা বিরহকান্তারে, কান্দিয়া বেড়ায় গো ॥ হয়ে ফুল ধনুকর,

মদন চাহিছে কর, আমাদের প্রাণেশ্বর, হয়েছে বে-কার গো। আছিল যে পূর্ব্বধন, সেধন হোলো নিধন, বাকি আছে প্রাণধন, তা চায় আবার গো॥ যৌবন নিবিড় বনে, বিচ্ছেদ দাবদহনে, দগ্ধ হই ক্ষণে২, তথাপি না ছাড়ে গো। সদা বলে দে না কর, আমাদের দেনা কর, হলো কি নৃপতিকর, কেবা কোথা পাড়ে গো॥ মনে হয় কর লাগি, হই নিজা-করত্যাগী, কলঙ্কনিকরভাগী, হব বলো ডরি গো। হেন কে আছে সুহৃত, কাহারে সুধাই হিত, হিতে হয় বিপরীত, সেই ভয়ে মরি গো॥ এক রামা বলে সই, কেন এত জ্বালা সই, প্রাণ বিনা প্রিয় কই, আছে ত্রিলোকিতে গো। যদি দেহ ছাড়ে প্রাণ, কি করিবে কুল মান, কুলেতে অনল দান, করি ভাবি চিতে গো॥ সদা করি লোকাপেক্ষে, নিবারি এ বারি চক্ষে, কত বা বহিব বক্ষে, যক্ষের সম্পদ গো। যদি মনোমত পাই, তবে এজ্বালা নিবাই, সুখ পারাবারে যাই, তেজি এবিপদ গো॥ মৃদু২ রূপে ভাসি, কহে আরে রূপরাশি, দুঃখের উপরে হাসি, শুন বলি তোরে গো। একে এপোড়া মদন, পোড়াইছে সর্ব্বক্ষণ, তাকে যে দেখি স্বপন, আজি নিশিভোরে গো॥ তোমারে কহিতে তাই, মুখে হাসি এসে ছাই, যেন ভাসুর ঝি জামাই, আসি মোর কাছে গো। মোর দুটি পয়োধর, উপ-রেতে ধরি কর, দিয়া অধরে অধর, চেপেধরে পাছে

গো ॥ আলি যত করি মানা, তবু কি গো মানে মানা, হৃদে তুলে লয়ে নানা, করয়ে কৌশল গো। লাজে উপজিল সুখ, প্রেমেতে পুরিল বুক, তখন তেজি বৈমুখ, দিনু তারে কোল গো ॥ সে কায হইল সাঙ্গ, আবেশে অবশ অঙ্গ, শেষে হয়ে নিদ্রাভঙ্গ, আতঙ্কেতে মরি গো। তোর দিব্য কোরে কই, সেবধি গো প্রাণ সই, আমাতেতো আমি নই, বল কিবা করি গো ॥ ভবে অন্য নারী কয়, শুন মোর পরিচয়, বলিলে বলিতে হয়, তবু লাজ পায় গো। কালি পরদেশে হোতে, বনি-পো এলো বাটীতে, হয়েছে ভালো দেখিতে, থাকিয়া তথায় গো ॥ মুখে মৃদুং হাসি, বলে এলো মাসিং, হেরে মুখ সুধারাশি, ভুলে গেল মন গো। নিশিতে করে সোহাগ, হেরি সে অধর রাগ, মনেং অনুরাগ, ধরিয়া তখন গো ॥ অধরে চুম্বন আশে, তাম্বূল লইয়া পাশে, মধুরং ভাষে, সম্ভাষি তাহারে গো। আহা আমি মরে যাই, লয়ে তোমার বালাই, কতদিন দেখি নাই, বনিপো তোমারে গো ॥ করি এত আ-লাপন, সেচান্দ মুখ চুম্বন, করিতে হরিল মন, মদন অমনি গো। থরং কাঁপে অঙ্গ, উথলে প্রেম তরঙ্গ, ভাগ্যে না ঘটিল সঙ্গ, সেকালে তখনি গো ॥ বলে আর রসবতী, এ নহে আশ্চর্য্য অতি, কামের কুটিল-গতি, বুঝা অতি ভার গো। যদি নিজবিবরণ, করি সবে প্রকাশন, জানিবে সব কারণ, এখনি তাহার

গো ॥ এনব বসন্তকাল, কামিনীকুলের কাল, মনে মানি সুজঞ্জাল, একে তা সদাই গো। তাহে যত অলিকুল, নাশিবারে জাতিকুল, হয়েছে যে প্রতিকূল, তাহাতে ডরাই গো॥ হয়ে দুঃখ পরাধীন, সে দিনে গো সারাদিন, যেন বারি ছাড়া মীন, লুণ্ঠিত ধূলায় গো। মদনমদ অলসে, প্রদোষে নিদ্রার রসে, শয়নে আছি বিরসে, দাদার শয্যায় গো॥ দাদা গেছে স্থানান্তর, বধূ করে ক্রিয়ান্তর, আমি তাপিত অন্তর, হইয়ে সজনি গো। আছি গৃহ অন্ধকারে, কেবা বল দেখে কারে, দাদা অবিজ্ঞাত সারে, শুতিল তখনি গো॥ পেয়ে তার অঙ্গ সঙ্গ, আবেশে জাগে অনঙ্গ, হেগো সখি সেকি রঙ্গ, তথায় ঘটিল গো। বধূভ্রমে দাদা মোরে, চুম্বন করে অধরে, ধৈর্য্য কি তেজিয়া ধরে, অমনি ছুটিল গো॥ সে করে রস সম্ভাষ, মোর মুখে নাহি ভাষ, করেতে পেতে আকাশ, বাকি নাহি ছিল গো। মত্ত হয়ে সে তাহাতে, দিল ফল হাতেং, হোক মেনে যাতে তাতে, প্রাণ তো বাঁচিল গো॥ পূর্ণ হৈল অভিলাষ, ফুরাইল রতিরাস, লাজে উপজিল ত্রাস, দাদা পাছে জানে গো। তবে না জানি কি হয়, প্রাণ মান কিসে রয়, বিধাতা হয়ে সদয়, রাখে মানেং গো॥ সেবধি গিয়াছে শর্ম্ম, হয়েছে দারুণ কর্ম্ম, এমতে কি ধর্ম্মাধর্ম্ম, কিছু রাখা যায় গো। শেষে যা করেন হরি, কিছু দিতো সুখ করি, মিছা কেন ভেবে

মরি, মদনের দায় গো ॥ একরূপে সে রামাগণ, কামে হয়ে অচেতন, করে নানা অকরণ, করিতে মানস গো। গুণনিধি হেঁসে কয়, কলির কলুষাশয়, ভাবিলে কি কভু হয়, এমন সাহস গো ॥

অথ যুবাগণের বিবেকনাশ।

পয়ার।

কলির আদেশে কাম করিয়া যতন। বসন্ত সামন্ত সঙ্গে করয়ে শাসন ॥ তরুতে মুঞ্জরী হয় গুঞ্জরে ভ্রমর। কোকিলার কলরবে করয়ে ফাঁপর ॥ বহিছে সুগন্ধ মন্দ তাহে সমীরণ। মদনশাসনে কিসে ধৈর্য্য হবে মন ॥ যুবাগণ প্রস্ফুটিত হেরি তরুলতা। প্রকাশিল সবে মনসিজ তরুলতা ॥ শিথিল হইল জ্ঞান বিবেক সবার। কামেতে কামিনীময় দেখে এসংসার ॥ সবে বলে গেল২ যাগ যোগ আদি। কেমনে এমনে মনে করিব সমাধি ॥ গেল২ বেদ বিদ্যা বিনয়িতা সব। বণিতা বিনোদ বিনা সকলি কৈতব ॥ হায়২ হলোনাক ভজন সাধন। ধৈর্য্য ধর্ম্ম আদি সব ধ্বংসিল মদন ॥ রমণী কি মণি হেন লাগিল মানসে। লভয়ে নির্ব্বাণ সুখ যাহার পরশে ॥

কেহ বলে ভ্রমজালে গেল চিরদিন। যুবতীযৌবন জলে না হইয়া মীন॥ নারী কি অমূল্য ধন নারি চিনিবারে। বেদবাদ বিপিনেতে ঘুরি বারে২॥ আনন্দ চিন্ময় রস ব্রহ্ম বেদে কয়। কামিনীর কলে-বরে সে করে উদয়॥ শিবশাস্ত্রে শুনেছি সে সাধন বিশেষ। তবে কেন কুরস সেবনে পাই ক্লেশ॥ অন্যে কয় পাপালয় হয় যদি নারী। তথাপি তা-হারে কভু তেজিতে না পারি॥ সুখ দুঃখ ভিন্ন আর কোন বস্তু আছে। আগে সুখ করি নহে দুঃখ হবে পাছে॥ পরলোকে হৈলে দুঃখ কে দেখিবে পরে। এখনতো করি মজা ঘরে কিম্বা পরে॥ আর জন কহে এত কেন ভাব ভাই। রমণীসঙ্গমে পাপ তাপ কিছু নাই॥ তা হইলে ইন্দ্র কেন হরে অহ-ল্যারে। তারা বা ভজিল শশধরে কি প্রকারে॥ ব্রহ্মা হয়ে কেন বা দুহিতা কাছে যায়। সদাশিব কেন সদা কুচিনী পাড়ায়॥ বৃন্দাবনে বিষ্ণু দেখ ব্রজ নারী লয়ে। তা হৈলে রমিবে কেন লোকনাথ হয়ে॥ অতএব মিছা কেন আতঙ্কেতে মরি। সুখেতে গো-ঙাই কাল নারী হৃদে ধরি॥ কামিনী কাম কাননে করিয়া শয়ন। মদন রস অলসে মুদিয়া নয়ন॥ আর না হেরিব বেদরূপা বিষ লতা। শ্রবণেতে না শুনিব শাস্ত্রের খলতা॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গুলা হয় মহাভণ্ড। নাহি দেখি তাসবার সমান পাষণ্ড॥

শুনি পাপ করি পাপী পরে দণ্ড পায়। জীবিত শরীরে দণ্ড ভণ্ডের কোথায়॥ শীত বর্ষা নাই প্রাতে স্নান করি মরে। একাহারে আলো ভাতে কচু সিদ্ধ করে॥ তৈল বিনা অঙ্গে খড়ি উড়ে সবাকার। শরীরের গন্ধে কাছে থাকে সাধ্য কার॥ পান বিনা মুখে মাছি উড়ে চির দিন। উপোসেং হয় তনু অতি ক্ষীণ॥ পঞ্চ পর্ব্বে পরশ না করে নিজজায়া। হায় কেন সেসবে বঞ্চিল মহামায়া॥ আপনাদিগের নিত্য দুর্দ্দশা যেমন। অন্যে জিজ্ঞাসিলে আপনার মত কন॥ পরে সুখ হবে বলি এবে পায় দুখ। পরলোকবাদি অধমের পোড়া মুখ॥ সুখহেতু ইন্দ্রিয় দিলেন ভগবান্; তারে কষ্ট দেয় যত বর্ব্বর প্রধান॥ পণ্ডিতের ভণ্ডতায় আর না ভুলিব। নিজ অভিপ্রায় অন্যে কেন বা বলিব॥ গো টে হেল করি যত আপদ বালাই। হোটেলে করিব বাস ভাবিয়াছি তাই॥ আরমার্গী বিহনে কি মিটে আরমান। আর মানি কেন লোকে হারাই কল্যাণ॥ যে জন না দেখিয়াছে বেলাতী ষোড়শী। সেই বলে সুললনা স্বর্গের উর্ব্বশী॥ এইরূপে যুবাগণ তেজিল বিবেক। গুণনিধি কহে ইহা নহে অতিরেক॥

অথ আদিসূর রাজার বেশে কলির তন্মহিষীতে উপগতি।

লঘু ত্রিপদী।

এখানেতে কলি, হয়ে কুতূহলী, চলিল সে বঙ্গ দেশে। বিক্রমনগরে, নৃপতির ঘরে, সুখভরে সুপ্রবেশে॥ আদিসূর নামে, নানা গুণধামে, মহারাজ গৌড়মণি। রূপ জিনি শশী, বয়সে ষোড়শী, রাজার নিজঘরণী॥ কিবা মুখশোভা, মুনিমনোলোভা, পক্ক বিম্বফলাধর। নয়নসন্ধান, কামের কামান, ভ্রূধনু সুন্দরতর॥ সুকুঞ্চিত কেশ, সে মোহন বেশ, হেরি ভুলে রতিপতি। নিতম্ব বিশাল, তাহে কাঞ্চীজাল, সুশোভিত হয় অতি॥ মধ্য অতি ক্ষীণ, কুচযুগ পীন, ভুজ কম্পতাপ্রায়। লাবণ্যের সার, কেন নাহি আর, তুলনা তুলিতে তায়॥ মুখে মৃদু হাসি, কত সুধারাশি, বরিষে বচনছলে। নানা আভরণে, অঙ্গের কিরণে, বিনাশে তিমির দলে॥ তাহার নিকটে, মনের কপটে, আদিসূর রাজবেশে। করিয়া সুসাজ, কলিযুগরাজ, উপনীত কামাবেশে॥ রাজআগমন, করিয়া মনন, আদরে নৃপরমণী। করিয়া সম্মান, আসন প্রদান, করিল মৃগনয়নী॥ মৃদু২ হাসি, বর্ষি সুধারাশি, রাজার মহিষী কয়।

এফি ভাগ্যোদয়, মম আজি হয়, সুপ্রসন্ন দৈবচয়। যে কারণবলে, অতিপুণ্যফলে, পাই তব দরশন। জেনেছি সম্পতি, অধিনীর প্রতি, আছে কৃপাদৃষ্টি কণ॥ নৃপবেশে কলি, মহিষীঅঞ্জলি, ধরিয়া কহেন বাণী। আছে তব প্রতি, মম যেন মতি, তুমি তাহা জানো রাণি॥ বিশেষ এখন, আসি দ্বিজগণ, কহিলেন শাস্ত্রগণি। দেখ এসময়, সুমুহূর্ত্তোদয়, হইযাছে গৌড়মণি॥ যদি এইক্ষণে, মহিষীতবলে, গিয়া ঋতুরক্ষা কর। তবে অশংসয়, হইবে তনয়, তব কুলশশধর॥ অতএব রাণি, শুন মম বাণী, বিলম্ব উচিত নয়। চল২ ঘরে, মদন সঙ্গরে, গৌড়ইব এসময়॥ এতেক বচন, কহিয়া তখন, ধরিয়া রাণীর করে। গৃহমাঝে গিয়া, বসিল হাসিয়া, মদন পালঙ্কোপরে॥ করিয়া যতন, দৃঢ় আলিঙ্গন, অধিবারে ঘন করে। তাহে মনমথ, হইল উন্মত, প্রেমেতে তনু শিহরে॥ কটির বসন, করিল মোচন, অধর চুম্বিয়া ঘন। মদন উল্লাসে, রতি মহারাসে, দুজনে হইল মগন॥ কলিতনু সঙ্গ, পাইয়া অনঙ্গ, পাথার বহিয়া যায়। রাজার ঘরণী, নবীন তরণী, তরঙ্গে ভাষয়ে তায়॥ ঘন শীতকার, পুলক বিস্তার, অবশ করিল দেহ। রতির অলসে, অধর সুরসে, ঘন করে অবলেহ॥ অঙ্গে স্বেদ জল, ব্যাপিল সকল, মদন অনল তায়। হয়ে অতিশয়, দ্বিগুণ জ্বলয়, কি অদ্ভুত

দেখি হায়॥ এরূপে দুজন, রস আলাপন, করিতে-ছে রতিঘরে। কহে গুণনিধি, অবাধিত বিধি, খণ্ডিতে কি পারে নরে॥

অথ কলিঅংশে বল্লাল সেনের জন্ম এবং কুলমর্য্যাদা সংস্থাপন।

পয়ার।

এইরূপে রতিরঙ্গ করয়ে দুজনে। হেনকালে নরপতি প্রবেশে ভবনে॥ বাহিরে থাকিয়া শুনি রতিকোলাহল। ক্রোধেতে হইল রাজা অধিক বিহ্বল॥ জানিল রাণীর হইয়াছে দুষ্টচিত। কহি-ছে হুঙ্কার করি করাল চেষ্টিত॥ অরে দ্বিচারিণী কুলকলঙ্ককারিণী। হেন দুষ্টাচার তোর কেন লো পাপিনী॥ চিকুরে ধরেছে বুঝি তোমার শমন। নতুবা এরূপ কেন হইবে করণ॥ দ্বার অবরোধ মুক্ত করি পাপীয়সী। দেখহ কেমন আমি আনি-য়াছি অসি॥ নৃপবাক্য শুনি রাণী ভাবে একেমন। বাহিরে আবার মোরে করে কে তর্জ্জন॥ নৃপতি সঙ্গেতে আমি করি এবিহার। বাহিরে তাদৃশ কেবা গর্জ্জে বার২॥ এত চিন্তি নৃপবরে কহিছেন

রাণী কে তুমি বাহিরে এত কহ ক্রূরবাণী ॥ কার দ্বারে ক দিয়াছে এতেক সাহস। মরিতে কি তোর এবে হয়েছে মানস ॥ গৃহেতে আছেন রাজা গৌড় দেশমণি। তাঁহারে উত্ত্যক্ত করা ভাল নাহি গণি ॥ পলায়ন কর যদি চাহ নিজহিত। নতুবা এখনি শাস্তি পাইবা উচিত ॥ মহিষীর মুখে শুনি এরূপ বচন। ভাবিছেন মহারাজ এ আর কেমন ॥ মত্ত হইয়াছে বুঝি করি মধুপান। সেই কহিতেছে হেন বাক্য অপ্রমাণ ॥ অথবা থাকিবে ইথে অপর কারণ। নতুবা কি ঘটে মোরে এমন কথন ॥ ইহা ভাবি পুনঃ কোপে কন নৃপবর। কবাট মোচন কর পাপিনি সত্বর ॥ কোন্ রাজা আছে ঘরে দেখিব কেমন। মদিরা মত্ততা তোর করিব নাশন ॥ রাণী বলে মরিতে ধরেছে তোর দিন। নতুবা কহিবি কেন বচন কঠিন ॥ এত বলি উঠি দ্বার মোচন করিয়া। দেখিল বাহিরে রাজা আছে দাঁড়াইয়া ॥ রাণী ভাবে একি দায় হইল ঘটন। নৃপতির মত কেন দেখি আর জন ॥ দ্বার মুক্ত পেয়ে রাজা প্রবেশিল ঘরে। হেরিল কলিরে গিয়া পালঙ্ক উপরে ॥ নিজ সমরূপ বেশ আচার তাহার। হেরিয়া নৃপতি মনে লাগে চমৎকার ॥ মনে ভাবে কে বটে এ বুঝিতে না পারি। কপট বেশেতে কে হরিল মম নারী ॥ পূর্ব্বে যেন ইন্দ্র ধরি গৌতমের বেশ। অহল্যা নি-,

কপটে করেছিল সুপ্রবেশ॥ সেইরূপ এই রতি কোন দেব হবে। অসুর কিন্নর কেবা আসিয়া ভবে॥ নতুবা হইবে ভূতযোনি এই জন। না জানি ইহাঁরে করা না হয় শাসন॥ আগেতে জিজ্ঞাসা করি কেবা এই হয়। পশ্চাতে করিব যাহা বুঝিব নিশ্চয়॥ এত চিন্তি জিজ্ঞাসা করেন নৃপবর। কে তুমি আমার বেশে পালঙ্কউপর॥ দেব উপদেব কিম্বা গন্ধর্ব্ব দানব। রাক্ষস পিশাচ যক্ষ অথবা মানব॥ কপটে মহিষীপুরে করি প্রবেশন। কিহেতু করিলে তার ধর্ম্ম বিনাশন॥ শুনিয়া ভাবিছে কলি মানিয়া সংসয়। নিজপরিচয় দেওয়া এবে যোগ্য নয়॥ তাহে যদি ভয় পেয়ে বিনাশে সন্তান। তবে না হইবে মম কার্য্য সমাধান॥ অতএব অন্যরূপে দিব পরিচয়। যাহাতে রাজার মন ক্ষুব্ধ নাহি হয়॥ এত চিন্তি কহে কলি শুনহ রাজন। ব্রহ্মপুত্র নন্দ আমি নাহি অন্য জন॥ তব মহিষীর রূপ লাবণ্য হেরিয়া। আসিয়াছি আমি তব স্বরূপ ধরিয়া॥ ক্রোধ তেজ মহারাজ নহ ক্ষুন্নাশয়। ইহার গর্ব্ভেতে তব হইবে তনয়॥ রূপে গুণে পরিপূর্ণ পরম সুধীর। তাহার উদয়ে সুখ হবে পৃথিবীর॥ ঘুষিবে পুত্রের যশঃ তব ত্রিলোকিতে। দুঃখ নাহি ভাব রাজা কিছুমাত্র চিতে॥ ইহা বলি কলি তথা হৈল অন্তর্ধান। নৃপতি করিল ক্রোধভাব সমাধান॥ ক্রমশঃ হইল পূর্ণ সে

গর্ভ ...কার। হইল তাহাতে কলি অংশ অবতার॥ ...খিল ...ল নাম তাহার ভূপতি। নানা গুণগণে ছিল সে ভূষিত অতি॥ কিছুকাল পরে পুত্রে দিয়া রাজ্য ভার। ...রলোকে অবস্থিত হইল রাজার॥ বল্লাল হইল রাজা বিক্রম নগরে। শীলতাতে সন্তুষ্ট করিল সব নরে॥ পরে বঙ্গদেশ নানা অংশেতে বিভাগ। করিয়া শোধিল জাতিমালা মহাভাগ॥ ব্রাহ্মণপ্রভৃতি যত ছিল বর্ণগণ। তাৎকালিক সে সবার হেরি আচরণ॥ শ্রেণীমত কুলধর্ম্ম নিবদ্ধ করিল। যেসবার বংশে এবে ভুবন ভরিল॥ বিদ্যা বুদ্ধি বিনয়িতা আদি সেসবার। যেমন হউক কিন্তু কুলে মহাসার॥ এশ্রীনারায়ণ নিজে সর্ব্বানন্দী হয়। তথাপি দিতেছে কিছু কুলপরিচয়॥

অথ কুলীনের পরিচয়।

অন্ত্যযমক।

কলি অনুকূল হয়ে করিল কুলীন। সংসারে তেমন কোথা আছয়ে কুলীন॥ জাতির যেমন হোক কুলে বড় আঁটি। শস্যহীন আম্রাতক যেন সার আঁটি॥ কুলঅভিমানে পদ না পরে ধরাতে।

সজ্জন সজ্জ্যায় কিন্তু না পড়ে ধরাতে॥ [illegible]তে বলদ বিদ্যাভ্যাসে সিদ্ধি ফলা। অলগ্নল [illegible]তে [illegible] দেখেছে সিদ্ধিফলা॥ শ্রীবিষ্ণু বলি[illegible]তে কষ্টে তুষ্ট ভোজ তাতে। করেন বার্ত্তাকু দেশ্ধ নিত্য পর-ভাতে॥ খাইতে উৎসুক বড় ভার্য্যাউপার্জ্জন। নির্লজ্জ নির্ধননারী তেজয়ে দুর্জ্জন॥ রাজকরহেতু যদি ধরে জমিদারে। দায় লাগি তখনি ভ্রমেন দ্বারে২॥ বিবাহসম্বন্ধে হয় আনন্দ বিশেষ। দুহিতা জন্মিলে পরে দুঃখ বহু শেষ॥ অধিক সৌভাগ্য এই উল্লাস-জনক। বিনা শ্রমে হোতে হয় পুত্রের জনক॥ অকুলীন দ্বিজজন্মে আছয়ে বিচার। দোষ নহে কিন্তু নারী কৈলে ব্যভিচার॥ অশিষ্ট অপর কেবা তাসবা-সমান। বিশিষ্টসন্তান বলি তথাপি সমান॥ পিতা পুত্রে অনেকের নাহি পরিচয়। কুলীনের ছেলে বলি তবু গর্ব্বচয়॥ বিবাহেরকালে গোত্র সুধায়ে না পাই। বিশিষ্ট বরেতে নাই শিষ্ট এক পাই॥ পূর্ব্বে শুনি বণ্ডামর্ক ছিল দুই জন। কুলীনের কুলে তাহা হেরি জনে জন॥ অকালকুষ্মাণ্ড বলি ছিল এক রব। কুলীনে হেরিয়া তাহা হয়েছে নীরব॥ এইরূপ আর যত আছে ব্যবহার। কি কহিব কিন্তু তবু সে গলার হার॥ এ শ্রীনারায়ণ কহে শুন বন্ধু-গণ। ভাবিলে কুলীনকৃত্য নিরখি গঞ্জন॥

অথ কুলীন কন্যাগণের দুর্গতি।

ত্রিপদী।

বল্লাল করিল কুল, বঙ্গদেশে হুলস্থূল, কুলে বড় বাড়য়ে সম্মান। নিকোষ যেজন থাকে, নিজকুল মান রাখে, কুলভঙ্গে ক্রমে অসম্মান॥ ঘরে কন্যা আই-বড়, ক্রমে যত হয় বড়, জড় সড় লোকলাজ ভয়ে। ভেবে সার অস্থি চর্ম্ম, বলে কিসে রবে ধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্মেতে ধর্ম্ম যায় বয়ে॥ মেল মত হবে ঘর, মনোমত পাবে বর, তবে কন্যা করিবে পাত্রস্থ। খুজিতেং দেশ, দেখিতে শুনিতে শেষ, কন্যাকাল হয়ে যায় অস্ত॥ এইমত কত শত, নাহি পেয়ে মনোমত, কুল-দায়ে কন্যা রাখে ঘরে। পতি বিনা পায় দুঃখ, অন্তরে সন্তরে বুক, জ্বরং মন্মথের শরে॥ বলে হায়ং বিধি, বিদরিয়া যায় হৃদি, জগদীশ্বর করিয়াছ কারে। কুলীনেতে জন্ম দিয়া, পাসরিয়া গেলে বিয়া, যায় প্রাণ যৌবনের ভারে॥ এই যে বসন্তকাল, বিরহি জনার কাল, ডালেং কোকিল কুহরে। পুষ্পময় কুঞ্জেং, অলিকুল পুঞ্জেং, গুঞ্জেং মধুপান করে॥ মন্দং গন্ধ-বহে, মন্দং গন্ধ বহে, সুমান্দ্য মলয়াযুত হয়ে। বিরহিরে বাজে শূল, কি করে এ ছার কুল, জনক থাকুন কুল লয়ে॥ অল্পেয়ে বল্লাল পোড়া, এদুঃখ দিবার গোড়া, নিজে জাতি সঙ্কর আছিল। জগতে

আপনমত, করিবারে শত২, সঙ্করের বীজ আরো- পিল॥ প্রাণসম প্রিয় নাই, তারে আগে র ়া চাই, তার পর ধন মান কুল। হবে যা কপ ..ন আছে, মনোমত কারুকাছে, এইবার খশ ় গুধুলা॥ মনে এই দিয়া পাড়া, কুল কন্যা পাড়া২, পাড়া করে সাড়া নাকি মানে। অধিক কি কব বাড়া, নাহি যায় দিলে তাড়া, ঠাট করে যেবা যত জানে॥ সবে করে সয- তন, কিসে পুরুষের মনঃ, মজে ভজে বিনা উপাসনা। নব২ রসরঙ্গে, করে কত ভঙ্গী অঙ্গে, শশিমুখে হাসে কত জনা॥ অন্তর দহিছে তাপে, কেহ মোহে রসা- লাপে, কোকিল জিনিয়া প্রিয়রবে। কেহ মলধ্বনি করে, পুরুষের প্রাণ হরে, বজ্রসম সেরব কে সবে॥ স্বর্ণলতা সম দেহ, সরু বস্ত্র পরি কেহ, জলক্রীড়া করি ধায় ঘরে। বসনে বর্ণের ছটা, দেখি লোক বাঁচে কটা, দৃষ্টিমাত্রে মনঃ প্রাণ হরে॥ হিরা কাটা স্বর্ণ বালা, যত্নে পরে কোন বালা, রসভরা রসকলি নাকে। নিতম্বেতে চন্দ্রহার, যেন শোভে চন্দ্রহার, সে শোভায় কেবা সভ্য থাকে॥ মনঃ ভুলাবার মূল, খোঁপায় চাঁপার ফুল, উদাস করয়ে যার বাস। তা- ম্বুল চর্ব্বন করা, ওষ্ঠাধরে রাগধরা, সে মুখের হাঁসি সর্ব্বনাশ॥ ধরিতে পুরুষচাঁদ, এইমত কত ফাঁদ, ফাঁদে যত কুলের কামিনী। নাহি জানে দিবা রাতি, মদনমদেতে মাতি, পোহাইছে জাগিয়া

যামিনী॥ বুদ্ধিমান জ্ঞানী যারা, ধর্ম্মভয় করে তারা, পরদারা স্পর্শ নাহি করে। কলিকে না করে ভয়, রণে করে পাপজয়, শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাস্ত্র করে॥ হাড়ি ডোম চণ্ডালাদি, নবে কেন প্রতিবাদী, যারা নাহি জানে নীতিকণা। দেখে মনোমতাচার, পশ্চাৎ না ভাবে আর, ফাঁদে পড়ে সেই সব জনা॥ আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঝাড়ে, সদা ঝোড়ে আড়ে পাড়ে, নড়ে চড়ে আঁচড়ে সর্ব্বাঙ্গ। প্রাণ করে ছট্‌ফট্‌, হৃদ্দ পাজি নট্‌খট্‌, চট্‌পট্‌ হৈলে হয় সাঙ্গ॥ এরূপ নাগরীচয়, কোনমতে কায লয়, শেষে হয় লোক লাজভয়। ক্রমে গৃহে গুরুজন, জ্ঞাত হয়ে বিবরণ, ওমা সেকি কানাকানি কয়॥ হয়েছে গিয়েছে মারা, তার আর কিবা চারা, হারা ধনে ভেবে কিবা করে। রাখিবারে কুলমান, সত্ত্বরেতে করে দান, বহু কন্যা একং বরে॥ যেজন সকৃত ভঙ্গ, ভূমিতে না পড়ে অঙ্গ, শতেক দুশত যার নারী। যেখানে সেখানে যায়, জামাই আদরে খায়, মুদ্রা লইবারে বাড়ে জারি॥ নারীর শয্যায় বস্যে, আগে তারে ধরে কস্যে, দেহ কিবা রাখিয়াছ মান। টাকা পেলে হন খুষি, নতুবা মারেন ঘুষি, তৎক্ষণাৎ উঠি চলি যান॥ নারী বলে একি ভাব, আমার অবস্থা ভাব, কোথা পাব তুমি নাহি দিলে। স্বামী কহে থাক২, সাত পাঁচ তুলে রাখ, সোজা বল মিলে কি না

মিলে॥ যেতে হবে বহু ঠাঁই, চালে মম খড় নাই, টাকার হয়েছে প্রয়োজন। নতুবা এদূরদেশে, কোন জন বল এসে, ঘরে নাহি হৈলে অনাটন॥ দুচারি বৎসরপরে, যদি পতি পায় ঘরে, তাহে হয় এরূপ ঘটন। টাকা দেহ এই বুলি, প্রায় হয় চুলাচুলি, দ্বন্দে হয় রজনী বঞ্চন॥ ইথে কি সতীত্ব থাকে, জাতিকুল কেবা রাখে, বিবাহ সে সংস্কার মাত্র। যার যাতে মনঃ মজে, সে জন তাহারে ভজে, ছোট বড় নাহি পাত্রাপাত্র॥ স্বভাবের গুণ যাহা, অরণ্যে জন্মায় তাহা, কেহ রাখে কেহ করে পাত। জাতি পাছে হয় বাঁকা, কোনমতে দেয় ঢাকা, ফেলে সারে জামাইর পাত॥ এইরূপে ধরাতলে, বর্ণসঙ্করের দলে, ক্রমেং অনেক ব্যাপিল। যজ্ঞসূত্র গলে ধরি, বেদ উচ্চারণ করি, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইল॥ তারা করে যোগযাগ, ধর্ম্মের বাড়য়ে রাগ, কলির উৎসাহ জন্মে মনে। এইরূপ দিনং, ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় ক্ষীণ, ডাক প্রাণকৃষ্ণ নারায়ণে॥

অথ অকুলীন ব্রাহ্মণদিগের বিড়ম্বনা।

পয়ার।

বল্লাল না করিয়াছে যাহাদের কুল। বিবাহ কা-
রণে তারা ভাবিয়া আকুল॥ অর্থ সার্থ যোগাযোগ
যাদিগের রয়। যোগে যাগে তাদিগের হয় পরিণয়॥
নতুবা কিরূপে পিতৃবংশ রক্ষাপাবে। তাহা ভাবি২
কাল যায় একভাবে॥ জন্মাবধি কেহ২ করি উপা-
র্জ্জন। করিতে না পারে বিবাহের আয়োজন॥
তথাপি মনের আশা ক্ষান্ত নাহি হয়। সদা ভাবে
বিধাতা কি হবে না সদয়॥ কানা খোঁড়া কুজা যদি
এক নারী পাই। তবুতো আমারে কেহ বলয়ে জা-
মাই॥ পাড়ায় জামাই যত আইসে লোকের।
তাহারা বাড়ায় সিন্ধু আমার শোকের॥ হায় বিধি
কেন মোরে নিদারুণ হলি। কান্তালাগি কত না
বেড়াব গলি২॥ ঘরকন্না বেচে যদি দিতে পারি পণ।
তবু বিয়া নাহি হয় বিনা অভরণ॥ নিশ্চয় বিবাহ
হবে যদি যায় জানা। সর্ব্বস্ব ঘুচায়ে নৈলে করি
শ্বেতখানা॥ এবাজারে একটি নন্দিনী আছে যার।
গর্ব্বেতে তাহার পদ ভূমে পড়া ভার॥ কত জন
আসে কন্যা বিবাহের খোজে। গরজে অগ্রিম পণ
কত জন গোঁজে॥ সন্দেশ মিষ্টান্ন সেই নাহি

খায় যার। জগতের মধ্যে ছার কপাল তাহার॥ ধন থাকে পণ পায় পাত্র ভাল হয়। তবেই বিবাহ দিবে নতুবা তো নয়॥ কিন্তু কিছু পাত্রের যদ্যপি দোষ থাকে। বাড়ায় পণের টাকা তবে থাকে২॥ তাহাতেও পরিপূর্ণ নহে অভিলাষ। বলে ভাল-রূপে দিতে হবে অধিবাস॥ তাহা হৈলে কহে পুনঃ বিবাহের দিনে। বিবাহ হবে না মাতৃপুরস্কার বিনে॥ কন্যার মাতুলে দিতে হবে ব্যবহার। ইহা ভিন্ন কন্যা দিতে আমি অস্বীকার॥ ছাঁড়লা তলায় বরে বিবাহেরকালে। কহিয়া নূতন কথা ফেলায় জঞ্জা-লে॥ এসেছে কন্যার মাসী বিদেশহইতে। তা-হারে বিশেষ মান হইবে করিতে॥ বহু যত্নে কন্যারে সে করেছে পালন। তারে ক্ষুন্ন রাখি করা অযোগ্য করণ॥ অধিকন্তু সে যদি না কন্যা দেয় দিতে। তবে না পারিব আমি কিছুই করিতে॥ এইরূপে পাত্র যত তত দেয় গোঁজা। তবু কন্যা-কর্ত্তার না হয় মনঃ সোজা॥ বিবাহের এত কোটি করিয়া উদ্ধার। অনায়াসে বিবাহ করিবে সাধ্য কার॥ কারু২ বাড়া-ইতে বিবাহের পণ। কন্যার হইয়া যায় গলিত যৌবন॥ বিয়া পাগ্না পুরুষের এই বড় সুখ। বিবাহ হইলে অল্পে দেখে পুত্রমুখ॥ কেহ২ শেষ অবস্থায় বিয়া করি। দ্বারেতে বসিয়া রয় হাতে লাঠি ধরি॥ ভাগ্যবশে আয়ু তার হৈলে সমাধান।

পৃথিবীতে করা হয় জলছত্র দান॥ কেহ বা বিবাহ লাগি হইয়া পাগল। বুদ্ধি শুদ্ধি ছাড়া হয় যেমন ছাগল॥ বিবাহের কথা সেই যদি কভু শুনে। আহ্লাদেতে নাচে গিয়া অন্ধকার কোণে॥ বিয়া দিব বলি কেহ মোট দিলে ঘাড়ে। অনায়াসে বয়ে যায় মাথা নাহি নাড়ে॥ কেহ যদি আসে তারে পাত্র দেখা বলি। তার আগে যান নাকে কেটে রস কলি॥ চুল পাকা দেখি যদি কেহ বুড়া কয়। তাহে বলে আমার বয়স এত নয়॥ ক্রোধে পাকিয়াছে মম মস্তকের কেশ। বুড়া২ বলি কেন বাড়াইছ দ্বেষ॥ তবে যে দেখিছ মম ভেঙ্গেছে দশন। বয়ো দোষে নহে কিন্তু পীড়ার কারণ॥ মারকুলি খাই-য়াছি দুই তিনবার। সেইহেতু মুখ হইয়াছে মাড়ি সার॥ এইরূপে শ্রোত্রিয় বিপ্রের বিড়ম্বনা। যত আছে তাহা করা যায় কি বর্ণনা॥ দ্বিজ কহে বল্লাল ইহার মূল হয়। কুলাকুল বন্ধ যেই করে সমুদয়॥

অথ কলির স্ত্রীপুরুষপ্রভৃতির ব্যবহার।

পয়ার।

ধন্য২ ধন্য কলি করি নমস্কার। যত কিছু বিঘটন সকলি তোমার॥ তোমার প্রতাপে এইসব প্রজা-

গণ। করিতেছে সবে বহুবিধ অকরণ॥ পতি জায়াপ্রভৃতির যেন ব্যবহার। তব রাজ্যে হয়েছে তা কি বর্ণিব আর॥ বিধিমত বিয়া করি যারে ঘরে আনে। অমূল্যে বিক্রীত লোক হয় তার স্থানে॥ শস্ত্রে শাস্ত্রে যেজন জিনেছে সবদেশ। রমণীভ্রূভঙ্গে ভঙ্গ সেও সবিশেষ॥ শাস্ত্রে বলে রমণীর গুরু হয় পতি। মিথ্যা তাহা কিন্তু নারী পুরুষের গতি॥ তত দিন মান্য পিতামাতা গুরুজন। যত দিন নহে শয্যা গুরুসম্ভাষণ॥ মহাকষ্টে শ্রেষ্ঠ দেহ পুষ্ট করে যারা। ভার্য্যার ভাঁড়ামি স্নেহে পর হয় তারা॥ স্বগর্ব্ব সম্বন্ধে প্রীতি যেসবার সনে। ভিন্ন হয় তাহারা স্বভার্য্যার কারণে॥ বরঞ্চ গুরুর বাক্য করয়ে হেলন। সাধ্য কি জায়ার কথা করিতে লঙ্ঘন॥ অত্যন্ত প্রগল্ভা নারী কলির প্রভাবে। পুরুষে পাগল করে কত কূটভাবে॥ পতিকোলে থাকি যারা বাঞ্ছে পর পতি। ধিক২ কলি-যুগে তারা হয় সতী॥ কুকর্ম্ম করিতে যদি কেহ দেখে তারে। পতির নিকটে তাহা ছলে বলে সারে॥ কন্দ-লের ভয়ে স্তব্ধ শাশুড়ী ননদ। এমনি কি গুণ ধরে ত্র্যঙ্গুল সনদ॥ পতি যদি কভু কিছু করে তিরস্কার। শুনাইয়া দেয় শত২ গুণ তার॥ ভার্য্যা পরিতোষ মাত্র করি আকুঞ্চন। বেদ ছাড়ি ম্লেচ্ছশাস্ত্র পড়ে দ্বিজগণ॥ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি। রমণীর অভিমুখে রহে কৃতাঞ্জলি॥ নারীমত ভিন্ন

কেহ না হয় স্বতন্ত্র। ধন্য২ রমণীর উপদেশ মন্ত্র॥ মহাকষ্টে প্রাণ মান করি পরিক্ষয়। ধন অভরণ আদি দিলে তুষ্ট হয়॥ নহে বলে নীমুখার কপালে পড়িয়া। চিরকাল গেল মোর কান্দিয়া২॥ পাড়ার বহুড়ি সুখে পরে অভরণ। আমার নহিল কভু সে আশা পূরণ॥ সধবার হৈল যদি বিধবার সাজ। পোড়ামুখ পতি বেঁচে থাকা কোন কায॥ হোক মেনে যদ্যপি বৈধব্য দশা পাই। পরপতি ধরি মনো-বাসনা পুরাই॥ কবি কহে ধন্য কলি তোর বলি হারি। পুরুষে করিল ভেড়া যতকুল নারী॥

অথ পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যাবতারের বিবরণ।

ত্রিপদী

এইরূপে ধরাতল, ব্যাপ্ত হৈলে অবিকল, বেদ পথ হেরি লুপ্ত প্রায়। শ্রীনারদ তপোধন, পৃথিবী করি ভ্রমণ, দেখিলেন তাহা সমুদায়॥ একি ঘোর কলি-কাল, পাতিয়াছে মোহজাল, বিনাশিতে বিবেক হরিণ। ভারত মরুকানন, দিয়া পাপ হুতাশন, সেই দগ্ধ করে প্রতিদিন॥ একরূপ সুবিশঙ্কট, জীবের ঘোর শঙ্কট, কিরূপে হইবে নিবারণ। বিনা বিষ্ণুঅবতার,

উপায় না দেখি আর, কেমনে তা হইবে ঘটন॥ দেখেছি পুরাণ চাই, কলিতে কৃষ্ণের নাই, প্রত্যক্ষ রূপেতে অবতার। যদি ভক্তবেশ ধরি, অবতীর্ণ হন হরি, তবে হয় লোকের নিস্তার॥ এত চিন্তা করি মনে, উপনীত বৃন্দাবনে, নারদকুণ্ডের উপকূলে। শিরে পুটাঞ্জলি ধরি, ভক্তিভাবে নমস্করি, কৃষ্ণে স্তুতি করে নীপমূলে॥ তাহে তুষ্ট ভগবান, নারদে অভয় দান, করি কহিলেন তাঁর প্রতি। ভয় তেজ মুনিবর, কলির কলুষভর, আমি বিনাশিব এসংপ্রতি॥ গৌড় দেশে আছে ধাম, শ্রীল নবদ্বীপ নাম, সুরধুনী তীরে চমৎকার। তাহে বিপ্র অগ্রগণ্য, জগন্নাথ মিশ্র ধন্য, হব আমি তাঁহার কুমার॥ শচীনামে তাঁর নারী, ভক্তিবশ হয়ে তাঁরি, জনম লইয়া সে জঠরে। ধরিয়া সন্ন্যাসিবেশ, নিস্তারিব সব দেশ, নিজভক্তি উপদেশ ভরে॥ নারদে এতেক বলি, নিরস্ত করিতে কলি, জন্মিলেন আসি নদীয়ায়। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, করিবারে প্রকটন, ভক্তগণ সঙ্গে সমুদায়॥ কৃষ্ণভজ কৃষ্ণগাও, কুপথে কেহ না যাও, কৃষ্ণনাম জপ অনিবার। বিনা কৃষ্ণ২ রব, কলির কলুষ সব, নিস্তারিতে গতি নাহি আর॥ যোগযাগ ক্রিয়া যত, কলিতে হয়েছে হত, লুপ্ত হইয়াছে বেদপথ। যদি হবে ভবে পার, হরিনাম কর সার, ইহা বিনা সকলি বিতথ॥ এইরূপ উপদেশ, দিয়া ভ্রমি নানা দেশ, কৃষ্ণভক্তি

করেন প্রচার। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, শব্দে অভিভীত-মনঃ, কলিরাজ করে হাহাকার ।। বলে একিং দায়, দেখি একি অনুপায়, ঘটিল আমার অধিকারে। শুনে মাত্র হরিনাম, ভাবিতেছি পরিণাম, পড়ি বুঝি বিপদ পাথারে॥ এত ভাবি কলিরাজ, ব্যথিত হৃদয় মাঝ, মন্ত্রিবরে, ডাকিয়া তখন। নিজমনে পেয়ে ভয়, কাতরেতে স্ববিষয়, রক্ষাহেতু করয়ে মন্ত্রন॥

অথ কলির তৃতীয় মন্ত্রনা।

পয়ার।

কলি কহে মন্ত্রিবর একি সর্ব্বনাশ। কেন প্রতি-কূল মম প্রতি শ্রীনিবাস॥ কত যত্নে এইরাজ্য করেছি শাসন। তাহে একি অমঙ্গল ঘটিল ভীষণ।। একিং হরিনাম মহিমা অপার। শ্রুতমাত্র পাপপুঞ্জে করে ছারখার।। মদ্য মাংস স্পৃহা দেখ সকলে তেজিছে। সকলেই কৃষ্ণপদ সরোজ ভজিছে॥ আর দেখ যে জন্যেতে কুলীনের কুল। নিবন্ধ হইল তাহে নাহি দেখি কূল॥ এক পুরুষেতে যত নারী বিয়া করে। সে মরিলে তার সঙ্গে সবে পুড়ে মরে॥ ইহাতে কি রূপে অধিকার রক্ষা হবে। কহ মন্ত্রি কি উপায়

করি আমি তবে॥ মন্ত্রী কহে মহারাজ না কর চি-ন্তন। আছে সদুপায় এক অতিসুলক্ষণ॥ এভারত-বর্ষে আছে যতেক মানব। অদ্যাপি সে সবে নাহি হয়েছে বৈষ্ণব॥ আছে শাক্ত শৈব গাণ-পত্য বহু লোক। উপায়ে নাশহ মহারাজ নিজ শোক॥ ক্রোধ সেনাপতিপ্রতি কর আজ্ঞাপন। দ্বেষ দম্ভ সহ সেহ সাজুক এখন॥ বঙ্গরাজ্যে আছে যত ধার্ম্মিক সকল। আক্রম করুক তাসবারে করি বল॥ লোভ তাহে রাগ আদি সহচর সনে। গমন করুক তার পশ্চাতে যতনে॥ মায়া আর মোহ নামে তব সেনাপতি। ম্লেচ্ছদেশে যারা বাস করিছে সম্প্রতি॥ বিবেকের ভয়ে তারা ভারত ভবনে। প্রবে-শিতে নাহি পারি রহে দুঃখিমনে॥ ম্লেচ্ছমাঝে মহাম্মদ মোজেস্ আখ্যান। মায়ামোহ দুইজনে আছে বিদ্যমান॥ আজ্ঞা কর তাদিগে আসিতে এই দেশে। দেখিবে তাদের শক্তি প্রকাশিবে শেষে॥ যার ভয়ে তারা হেথা না করে আগতি। সে বিবেক এখন হয়েছে হীন অতি॥ গিয়াছে যৌবন তার হয়েছে প্রাচীন। মদনের ভয়ে ভীত তাহে প্রতি-দিন॥ অতএব মায়ামোহ তেজি তার ভয়। এখন আসিয়া হেথা লভুক বিজয়॥ শুনিয়াছি ভাগবতে অন্য বিবরণ। কোঙ্কবেঙ্ক দেশে পূর্ব্বে ছিল যে রা-জন॥ অর্হৎ তাহার নাম খ্যাত চরাচরে। সে

আসি জন্মিবে এবে ভারত ভিতরে॥ পূর্ব্বে শ্রীঋষভ-দেব ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে। আচরিলা যেই কর্ম্ম অব-নীতে রয়ে॥ তদাভাস শিক্ষা করি সেই এ কলিতে। অবতীর্ণ হবে আসি ভয় কি বলিতে॥ তার উপদেশে ক্রমে এই বঙ্গদেশ। তোমার আনন্দকর হইবে বিশেষ॥ নব্যগণ তার উপদেশ অনুসারে। শৌচ আদি ত্যাগ করিবেক একবারে॥ দেব দ্বিজ বেদ পথ করিবে দূষিত। হইবে ভারত রাজ্য পাষণ্ডে ভূষিত॥ অধিকন্তু বিধবা বিবাহ আয়োজন। তাহা হইতেই নহু হইবে ঘটন॥ কালেতে ঈশ্বর ইচ্ছা-বশতঃ সে কায। অনায়াসে প্রবেশিবে ভারত সমাজ॥ সেই দ্বারে ভূমিতল তেজিয়া শ্রীহরি। অন্য দেব মূর্ত্তিসহ করিবে শ্রীহরি॥ সতীহত্যা নিবারণ করি-বেক সেই। তব অধিকার বৃদ্ধিহেতু আছে এই॥ তুমি তাহে আনুকূল্য করিবা বিশেষ। যাহে স্বেচ্ছা-চারী হয় ভারত প্রদেশ॥ তব প্রতি শিবআজ্ঞা আছে পূর্ব্বাপর। গৌড় দেশে নিজ নামে করিতে নগর॥ তাহাতে বিলম্ব আর উপযুক্ত নয়। করহ প্রযত্ন যাতে শীঘ্র সিদ্ধ হয়॥ তাহে মায়ামোহ দলে করিলে স্থাপন। অনায়াসে সর্ব্বদেশ হইবে শাসন॥ আর এক পরামর্শ আছে মহারাজ। বিষ্ণু ভক্তি যাহাতে তেজিবে এসমাজ॥ প্রথমে কর্ত্তব্য হয় সেই অনুষ্ঠান। তাহাতে পাইবে তুমি অশেষ

কল্যাণ॥ রমণীয় আছে এক তাহার উপায়। কুল ধর্ম্ম যদি বিষ্ণুভক্তি পথে যায়॥ তবেই উভয় ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়ে সবে। যথেষ্টাচরণ তারা করিবে এভবে॥ ইহাতে প্রযত্ন যাহা করিবারে হয়। মহারাজ বিবেচিয়া কর সমুদায়॥ মন্ত্রিবাক্য শুনি কলি হয়ে হৃষ্ট মন। ক্রোধপ্রতি দিগ্বিজয়ে করে আজ্ঞাপন॥

অথ ক্রোধের দিগ্বিজয়ার্থ দ্বেষদম্ভকে প্রেরণ।

লঘু ত্রিপদী।

কলিআজ্ঞাপন, পাইয়া তখন, ক্রোধ কহে দম্ভ দ্বেষে। ওহে বীরদ্বয়, দোঁহে এসময়, যাত্রা কর গৌড়দেশে॥ করি রণসজ্জা, নিবারহ লজ্জা, জয় কর শত্রুদলে। যেন ধর্ম্মসৈন্য, সবে পেয়ে দৈন্য, নাহি রহে ভূমিতলে॥ শুনি দ্বেষদম্ভ, সঙ্গে মান স্তম্ভ, অবিলম্বে করি সাজ। আসি গৌড়দেশে, অমনি প্রবেশে, নদীয়া সমাজ মাঝ॥ পণ্ডিত নিকরে, আগে আসি ধরে, তাহে তদধীন হয়ে। যত ধীরগণ, দম্ভে নিমগন, দ্বেষ করে ধর্ম্ম লয়ে॥ বলে একি দায়, দেখি নদীয়ায়, যত বেটা অধঃপেতে। তেজি ধর্ম্ম কর্ম্ম, লজ্জা ভয় শর্ম্ম, রহে হরিনামে মেতে॥ নাহি বুঝা

সুজা, তেজে সন্ধ্যা পূজা, খড়ি মাটি মাখে গায়। এত বড় জ্বালা, বোঝা২ মালা, গলে পরে একি দায়॥ তেজে দুর্গা কালী, হাতে কুঁড়ো জালি, টেনে২ সদা মরে। ৫ কঙ্গলা ভণ্ড, দবাহু উদ্দণ্ড, করি সদা নৃত্য করে॥ কৃষ্ণনাম শুনে, আনন্দে কি কারণে, কিছুই বুঝিতে নারি। মৃত সুতদারা, মনে হলে পারা, বহে দুনয়নে বারি॥ দৈব পৈত্র ক্রিয়া, সব বিসর্জ্জিয়া, কেবল কান্দিয়া সারে। শচীপিশীর বেটা, সেইত এলেঠা, বাধায়েছে এসংসারে॥ নানা জাতি মেলি, করে সদা কেলি, গলাগলি কোলাকুলি। নাহি যাগ যোগ, পিতৃশ্রাদ্ধে ভোগ, দিয়া করে ছলাছলি॥ যত পিণ্ডীসুর, যেমত অসুর, ভ্রমে সদা দেশে২। দেখি সেসকলে, ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে, মনঃ পুড়ে যায় দ্বেষে॥ এরূপে সে সবে, অসূয়া আসবে, মত্ত করি অতিশয়। চলে দ্বেষদস্যু, সঙ্গে মানস্তম্ভ, যেখানে বৈষ্ণবচয়॥ দ্বেষের বৈভবে, যতেক বৈষ্ণবে, হয়ে শান্তিজ্ঞান হত। শাক্ত শৈবগণে, নানা কুবচনে, নিন্দা করে অবিরত॥ বলে একি পাপ, একি পরিতাপ, এখন কি ধরাতলে। আছে দৈত্যকুল, না হয়ে নির্ম্মূল, দ্বিজরূপে দলে২॥ অতিদয়াহীন, হৃদয় কঠিন, প্রতিদিন হিংসে ছাগ। কপালে ত্রিপুণ্ড, যতেক পা-ষণ্ড, দেখিলে বাড়য়ে রাগ॥ দ্বিজ অভিমান, সদা দীপ্যমান, আছে সকলের মনে। হাড়ি ডোম প্রায়,

মদ্যমাংস খায়, তথাপিও জনেং॥ বলি নীচ ক্ষুদ্র, নাহি ছোন শূদ্র, শুঁড়ি বুঝি শূদ্র নয়। সেই সে সবার, প্রবেশি আগার, সুখে মদ্যপান হয়॥ অধিক উৎপাত, তে ফেরেঙ্গা পাত, দিস্যা কাবে পূজা করে। দেখি সে আচার, মনে নাহি কার, অনিবার রাগ ধরে॥ মত্ত হয়ে মদে, নিজ জায়াপদে, পুষ্প দেয় ইষ্টজ্ঞানে। যাতে করে রতি, তারে মূঢ়মতি, মাতৃ-তুল্য মনে মানে॥ নিজে পশু যেই, পশুবধে সেই, দ্বিধা পশু না রাখিতে। সাধু শান্তগণে, পশু বলি গণে, তাই দ্বেষ করি চিতে॥ এরূপে সকলে, নানা দলেং, নিন্দা করে পরস্পর। দ্বিজ কবি কহে, দেবতা কলহে, মত্ত হৈল চরাচর॥

অথ শাক্ত বৈষ্ণবের কলহ।

গদ্য।

কোন সময়ে এক ভট্টাচার্য্য প্রাতঃকালে গা-ত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাধানপূর্ব্বক ললা-টোপরি পরিষ্কৃত গঙ্গামৃত্তিকানির্ম্মিত বিস্তৃত ত্রিপুণ্ড্রধারণ এবং হস্তে আরক্ত জবা কুসুম ও বিল্বপত্রাদি দ্বারা অর্দ্ধপূর্ণ পুষ্পভাজন গ্রহণপুরঃসর মুখে "কালী

ব্রহ্ম", এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক এক রম্যোদ্যানে পুষ্পাহরণার্থ গমন করিয়াছিলেন, দৈবাৎ এক জন বৈষ্ণব তথায় ভগবৎপূজার্থ তুলসী পুষ্পাদি চয়ন করিতে২ আপন কর্ণ বিবরে আগত ভট্টাচার্য্যকৃত "কালী ব্রহ্ম২" এই ধ্বনি শ্রবণমাত্র চমকিত হইয়া আঃ পাপ ! কে এপ্রাতঃসময়ে কুৎসিত শব্দ করিতেছে ? ইহা ভাবিয়া চতুঃপার্শ্ব অবলোকনকরত সম্মুখে করঙ্গহস্ত ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া কহিলেন, ওহো দ্বিজহড্ডিপ ! তা নৈলে এরূপ "রাম খোদাই" শব্দ কে আর প্রত্যূষঃকালে উচ্চারণ করে। ভট্টাচার্য্য তাহার এই বাক্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে চৈতন্যের ষাঁড় ! দ্বিজহড্ডিপ কি ? বৈষ্ণব কহিলেন, তাহা জানিলে কি এরূপ দশা হয় ? না, এই প্রকার "রাম খোদাই" শব্দ উচ্চারণ করিস্। আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন ও হড্ডিপেরা হা-করা দেবতার উপাসনা করে। তাহাতে যখন তুই ব্রাহ্মণ হইয়া ঐ হা-করা দেবতার নামের সহিত ব্রহ্মশব্দ উচ্চারণ করিলি তখন তোকে দ্বিজহড্ডিপ না বলিয়া আর কি বলিব ?

শাক্ত ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ওরে জাতিনাশা পশু ? তোর এরূপ বুদ্ধি না হইলে তুই "গোরা২" করিয়া মরিবি কেন, তুই তো কখন তন্ত্র শুনিস্ নাই, ও কখন

পণ্ডিতসমাজেও বসিস্ নাই তবে তোর ব্রহ্মপদার্থ কি প্রকারে জ্ঞান হইবে? তন্ত্রে যে কালীকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন তোর সে জ্ঞান থাকিলে কি তাঁহাকে হা-করা দেবতা বলিস্?

বৈষ্ণব। হাঁ আমি তন্ত্র শুনিয়াছি ও পণ্ডিতসমাজেও বাস করিয়াছি কিন্তু "মাদারচোতে" তন্ত্র কখন শুনি নাই এবং মাদারচোত পণ্ডিতের সহিত কখন সহবাস করি নাই বটে বোধ করি সেই তন্ত্রেই হা-করা দেবতাকে ব্রহ্ম বলে এবং সেই পণ্ডিতেরাই উক্ত দেবতার আরাধনা করে, কিন্তু আমরা তাহাকে ব্রহ্ম বলি না ও তাহার উপাসনার কথা দূরে থাকুক ভুলেও কখন তাহার নাম করি না, ইহাতেই কি আমরা জাতিনাশা পশু হইলাম?

শাক্ত। বড় যে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলি! তোরা কি জাতিনাশা পশু নহিস্,? বল্ পশুর আচরণে ও তোদিগের আচরণে প্রভেদ কি? দেখ্ পশুরা যে প্রকার একত্র মিলিয়া আহার বিহার করে তোরাও সেই প্রকার ছত্রিশ জাতি একত্র মেলিয়া পঙ্গতে আহার ও যত বেটা উর্দ্ধচরণী বৈষ্ণবীদিগের সহিত বিহার করিয়া থাকিস্, ইহাতে তোদিগকে পশু না বলিয়া কি মানুষ বলিতে হইবে?

বৈষ্ণব। ও রাম! ইহাকেই কি তুই গালাগালি বোধ করিলি? দোহাই তোদিগকে তোদের হাতি-

শুঁড়োর মার, তোরা সত্য বল্ দেখি, তোদিগের মানিত তন্ত্র কি, "মাদারচোতে" তন্ত্র নয়? ও সেই তন্ত্র মানিয়া চলিলে কি "মাদারচোত" হয় না? দেখ্ তোদিগের ঐ তন্ত্রে যাহাকে মাতৃভাবে চিন্তা করিতে কহিয়াছে তাহাকেই আবার রমণ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছে যথা:—"আনীয় সংস্কৃতাং শক্তিং সুন্দরীং যৌবনান্বিতাং। বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা মাতৃবুদ্ধ্যাচ পূজয়েৎ।' মাতৃমুখে পিতৃমুখং সংযোজ্য ত্রিদশেশ্বরি। তাড়য়ন্ ভক্তিভাবেন সহস্রং প্রজপেন্মনুং। যোনিশ্চ জনিকা মাতা লিঙ্গশ্চ জনকঃ পিতা। মাতৃভাবং পিতৃভাবং তয়োস্তু পরিচিন্তনং।" হারে ও যণ্ডামর্ক! তবে যে আবার এই কথাকে গালাগালি বিবেচনা করিতেছিস্! আর তুই বল দেখি, তোদিগের কি নিজের জাতি আছে?

শাক্ত। আমাদিগের কেন জাতি না থাকিবে, আমরা কি তোদিগের মত যার তার বাড়িতে খাই? না, যার তার সঙ্গে একত্রে ভোজন করি?

বৈষ্ণব। হারে ও মোনাকাটা বামুনা! তোরা যার তার বাড়িতে খাইস্ না বলিতেছিস্, আর যখন শুঁড়ি বাড়িতে চক্র করিয়া হাড়ি-ডোম-চণ্ডাল একত্রে সুরাপান করিস্ তখন তোদেরবেলায় বুঝি সে "প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাদ্দ্বিজোত্তমাঃ। নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্২।" এই তন্ত্রবচন বেদের

বচন বলিয়া জ্ঞান হয়, আর আমরা যে শ্রীমহাপ্রসাদ বৈষ্ণব সকলের সহিত একত্র ভোজ করিয়া থাকি তাহাতেই কি আমরা জাতিনাশা হইব?

শাক্ত। মর বেটা হতভাগা! কোথা রাজা ভোজ, আর কোথা গঙ্গারাম তেলি, কোথা আমাদিগের ভৈরবীচক্র, কোথা বেটাদিগের পঙ্গত, কোথা আমাদিগের কালী কুইন বিক্টোরিয়া, কোথা তোদিগের কৃষ্ণ সড়াচাপরাসী, আমর! একথা বলিতে কি লজ্জা পায় না?

বৈষ্ণব। আঃ কি বিবেচনা! কি বুদ্ধির তাৎপর্য্য! না হবে কেন! রতনেই রতন চেনে! তুই কি এই কথা সহজশরীরে বলিতেছিস্? না, কিছু খেয়ে টেয়ে এসেছিস্? বোধ করি কিছু খেয়েই আসিয়া থাকিবি, নতুবা একথা বলিতে তোদের কি শরমও হয় না? কেননা তুই ত্রৈলোক্যনাথ কৃষ্ণকে সড়াচাপরাসী বলিয়া কোথাকার জলাপেতনীকে কুইন বিক্টোরিয়া বলিতেছিস্। কি হতভাগ্য! হারে কৃষ্ণ যদি সড়া চাপরাসী হয় তবে তোদের দাঁতকারা কুইন কেন তার দ্বারপালিকা হইবে?

শাক্ত। আমাদিগের ত্রিলোকেশ্বরী কোথায় তোদিগের কৃষ্ণের দ্বারপালিকা হইয়াছেন?

বৈষ্ণব। কেন তা কি শুনিস্ নাই? হা কপাল! তা শুনিলে এমন কহিবি কেন। এখন যাহারা

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র গিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে বিমলা সেখানে কি করে ?

শাক্ত। তাহা শুনিব না কেন! তুই যেমন হাবা শুনিতে বাসা শুনিস্ তাহাই শুনি নাই. বিমলা যে শ্রীক্ষেত্রের পীঠেশ্বরী সেটা জানিস্? না, মুখে যাহা আইসে তাহাই বলিস্? বরঞ্চ তোদের জগন্নাথই তাহার দ্বারপাল, যেহেতু তন্ত্রে জগন্নাথকে বিমলার ভৈরব বলিয়া উক্ত করেন।

বৈষ্ণব! হারে বামুনের ঘরের গরু! তোর ইহা বিবেচনা হইল না যে, যে স্বয়ং প্রভু হয় সে কি দ্বার-পালের প্রসাদ খাইবার নিমিত্ত হা করিয়া পড়িয়া থাকে? তুই ভাল-লোককে জিজ্ঞাসা করিস্, তো-দের বিমলা আমাদিগের শ্রীজগন্নাথের দুআরের হাড়ী কি না? অর্থাৎ হাড়ীজাতি যেমন কাহারো বাটীতে ভোজ কায হইলে তাহাদিগের উচ্ছিষ্টকে গ্রহণহেতু দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে, সেই প্রকার তোদিগের বিমলা তথায় আছে কি না?

শাক্ত। হারে বেটা পাষণ্ড! তুই যে বড় শক্ত বলিতে লাগিলি! তুই কি তোদিগের কৃষ্ণের দুর্গ-তিটা দেখিস্ নাই? সে যে আমাদিগের রাজরাজে-শ্বরীর সুখাসন বহনহেতু বেহারাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাকি জানিস্ না?

বৈষ্ণব। হাঁ আমি তাহা জানি, কিন্তু যিনি

মস্তকে করিয়া নানাবিধ প্রাণির আসনস্বরূপ এই ভূমণ্ডল বহন করেন তিনি যে তোদিগের দেবতার আসন বহিবেন ইহা বিচিত্র কি? কেননা তিনি যাহাকে না বহন করেন সে কি লবনিমেষকাল স্থিতি করিতে পারে? ইহাতেই বুঝিবি যে আমাদিগের প্রভু যতক্ষণ তোদিগের দেবতাকে ধারণ করিয়া আ-ছেন ততক্ষণই সে আছে, নতুবা তিনি ছেড়ে দিলে সে এতদিন কোথায় রসাতলে যাইত তাহা কি তোরা দেখিতে পাইতিস্? না, তাহার দোহাই দিয়া এইভাবে মদ খাইয়া বেড়াইতে পারিতিস্? বিশেষতঃ লোকে বলে জাতির মরা জাতিতেই বহে অতএব দেবতার মরা দেবতাভিন্ন আর কে বহিবে?

এইরূপ শাক্ত ভট্টাচার্য্য ও বৈষ্ণব উভয়ে কিয়ৎ-কাল বাদানুবাদকরত পরস্পর রাগান্ধ হইয়া দুই জনে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল ও ঐ প্রকার নানা উপাসকেরা পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। বস্তুতঃ কি কালের মহিমা! যদ্দ্বারা মুগ্ধ হইয়া উপাসনা ভেদে নানা মূর্ত্তিধারি এক পরমেশ্বরের পরস্পর দ্বেষ আরম্ভ করিয়া পাপপঙ্কে সংসার নিমগ্ন করিতে উদ্যত হইল।

অথ কলিকর্ত্তৃক নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ।

ত্রিপদী।

এইরূপে কলিরাজ, দ্বেষে মগ্ন এসমাজ, দেখি অতি আনন্দিত চিতে। কোথা রাজধানী করি, এই ভারত ভিতরি, মনোমাঝে লাগিল চিন্তিতে॥ নিষে-ধিল পশুপতি, আর্য্যাবর্ত্তে নিবসতি, করিতে আ-মারে কিছুকাল। তাঁর আজ্ঞা উলঙ্ঘিলে, সুবিপদ তিমিঙ্গিলে, গ্রাসে পাছে হইয়া করাল॥ অত-এব গৌড়দেশে, গিয়া এবে সুবিশেষে, নিজনামে স্থাপিব নগর। মায়ামোহ অনুচরে, রাজা দিয়া তার করে, মন আশা পুরাব বিস্তর॥ এত ভাবি সেই কলি, নিজকার্য্যে সুকৌশলী, ক্লাইব সাহেব বেশ-ধরি। বাণিজ্য করা কপটে, সুরধুনীপূর্ব্বতটে, বির-চিল অপূর্ব্ব নগরী॥ কি কব তাহার শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা, সুলভা অমরাপুরী প্রায়। সুরনর মনোরম্য, শোভে শত২ হর্ম্ম্য, হেরি পাপ তাপ দূরে যায়॥ কিবা ধবলিম কান্তি, হেরে মনে হয় ভ্রান্তি, কলিপ্রতি কৃপা করি হর। আপন নিবাসপ্রায়, শত২ গিরি তায়, দিয়াছেন করিতে নগর॥ ধকৃ২ তকৃ২, কিচটকৃ ঝকৃ২, লকৃ২ করিছে সকল। প্রাঙ্গণ প্রাচীর দ্বার, কব তার কি বাহার, পরিষ্কার ভাবতীয়

স্থল॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র, বৈশ্য আদি ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র, ভদ্রাভদ্র নানা জাতিগণ। ইউরোপ বর্ম্মা চীন, জর্ম্মাণি যাবা কোচিন, গ্রীসিয়ানপ্রভৃতি যবন॥ সকলে আলয় করি, ভূষিত করে নগরী, বলিহারি কি কহিব তার। দেবালয় গির্জ্জাঘর, আছে উচ্চ উচ্চতর, মনোহর কত চমৎকার॥ দোকানী পশারি যারা, শারি২ শোভে তারা, মণিহারি মহাজন যত। ফিরিঙ্গী ফরাসি আর, সেবাইন দিনামার, সদাগরি করে অবিরত॥ স্থানে২ বিদ্যালয়, তাহাতে বালকচয়, নিরবধি করে অধ্যয়ন। যতেক চিকিৎসাগার, প্রশংসা কে করে তার, সুস্থ হয় তাহে রোগিগণ॥ বার নারী দিয়া বার, রঙ্গে তারা অনিবার, একবার যে নাকি তা হেরে। ত্যেজি লজ্জা ধর্ম্মভয়, সে করে সে পদাশ্রয়, অশংসয় পড়ে যায় ফেরে॥ পরিসর রাজপথ, তাহে করে গতাগত, অবিরত শত২ জন। কি মধুর সুঘর্ঘর, রবেতে চলে শগড়, দড় বড় ধায় অশ্বগণ॥ ফোর্ট উইলম নাম, দুর্গ অতি অভিরাম, সংস্থাপিত হয়েছে তথায়। কি কব অধিক আর, ধিক২ ধিক তার, নয়নে যে না দেখেছে তায়॥ অনুপম সেই কেল্লা, অতুল তাহার জেল্লা, ত্রিভুবনে না দেখি তেমন। কালান্তক কালসম, যুদ্ধে অতি সুবিষম, কত শত আছে বীরগণ॥ দুড়২ দুড়২, নিনাদেতে তিনপুর, কম্পিত করিয়া ক্ষণে২। হয় কত তোপধ্বনি, সে ধ্বনি

শুনি অশনি, লজ্জা পেয়ে না রয় ভুবনে॥ পশ্চিমদি-
গেতে গঙ্গা, বিপুলতর তরঙ্গা, কল কল রবে ধাবমানা।
বোট বজ্‌রা ইষ্টিমর, রয়েছে তার উপর, পিনাস
জাহাজ আদি নানা॥ এইরূপ মনোহর, নির্ম্মাণ করি
নগর, কলিকর্ত্তা বলি রাখে নাম। গুণনিধি কহে
সার, কলি তব এইবার, পরিপূর্ণ হবে মনস্কাম॥

অথ মায়ামোহ চরের প্রতি রাজ্যভারার্পণ

পয়ার।

এইরূপে কলিরাজ স্থাপিয়া নগর। মায়া মোহচরে
রাজ্য দিল তার পর॥ বিষকুম্ভ পয়োমুখ সেই সভ্য-
জাতি। প্রকারে প্রজার দ্রোহ করে নানাজাতি॥
লইতে প্রজার ধন নাহি করে বল। অথচ সর্ব্বস্ব
লয় করিয়া কৌশল॥ যে দেশে যতেক হয় লোভের
সঞ্চার। সে দেশে ততই দুঃখ বাড়য়ে সবার॥ তার
মূল হয় কূট বাণিজ্য করণ। রাজার উচিত যাহা
করা নিবারণ॥ তাহা দূর পরাহত করি নিজে ভূপ।
কূট ব্যবসায় সদা করে নানারূপ॥ কাষ্ঠ লোষ্ট্র ফুস্
ফাস্ দিয়া নানামত। বদল করিয়া ধন লয় কতশত॥

বিলাতী দ্রব্যের চাকচৈক্যে অনিবার। লইতে বাসনা তাহা নাহি হয় কার॥ যে দ্রব্যেতে যত লুব্ধ হয় যার মন। সে দ্রব্য লইতে তার তত আকুঞ্চন॥ অথচ না থাকে ধন যদ্যপি তাহার। তবে সেহ করে নানামত কদাচার॥ চৌর্য্য হিংসা প্রবঞ্চনা শিখে সেই দ্বারে। কূট বাণিজ্যের ফল এইত সংসারে॥ মদ্য পান প্রজাদের হানিকর হয়। লজ্জা ধর্ম্ম ধন মান যাতে পায় ক্ষয়॥ নির্ধন হইয়া যেই মদ্যপান করে। পূর্ব্ববৎ অপকর্ম্ম শিখে সেই নরে॥ হেন মদ্য রাজা নিজে করিতে বিক্রয়। স্থানেং করেছেন মদিরা আলয়॥ বেশ্যাসঙ্গ হয় নানা কুকর্ম্মের মূল। সেই বেশ্যাবৃদ্ধিপ্রতি রাজা অনুকূল॥ নারী যদি কুপথেতে করয়ে গমন। রাজার উচিত তারে করিতে শাসন॥ তাহা কোথা বরঞ্চ রমণী যদি কয়। পতিগৃহে থাকিতে আমার মন নয়॥ তবে তারে আজ্ঞাদেন করিতে কসব। এরাজর সুবিচার এইরূপ সব॥ যেদেশে বেশ্যার যত যত বৃদ্ধি বটে। সেই দেশে তত তত অমঙ্গল ঘটে॥ বেশ্যার সন্তোষহেতু বেশ্যাপ্রিয়জন। বিবিধ কুকর্ম্মে করে ধন উপার্জ্জন॥ চৌর্য্য দস্যুবৃত্তি প্রবঞ্চনা মিথ্যাবাদ। বেশ্যা সেবাহেতু ঘটে এসব প্রমাদ॥ এদিগেতে শান্তিরক্ষাহেতু আঁটাআঁটি। নারিকেলত্বক্ খাওয়া যেন ফেলে আঁটি॥ "সাপ হয়ে খায় নিজে রোজা হয়ে ঝাড়ে। হাকিম্

হয়ে হুকুম্ দেয় প্যাদা হয়ে মারে॥ আপনিই পাতড়া পাতড়ী আপনি পূজ্য শিলা। ত্রিভঙ্গ হয়ে মুরুলী বাজায় কে বুঝে তার লীলা॥” কলি যারে রাজ্য দিল সে কলুষকলি। পুরিবে মনের সাধ ইহাতে সকলি॥ ভারত সাম্রাজ্য পেয়ে মায়ামোহচর। ভাবে কিসে হবে ধর্ম্মভ্রষ্ট সব নর॥ আনিতে উচিত হেথা মিসনরীগণে। কিন্তু পাছে প্রজাসব বিপক্ষতা গণে॥ অতএব লাঠী দিয়া খেলাইয়া সাপ। নিবাইব মনের উদ্বেগ কুসন্তাপ॥ এইহেতু দেশে যবে আসে মিসনরী। আজ্ঞা দেন তাসবারে ভাসা-ইতে তরী॥ মিসনরীগণ অতি সুচতুর হয়। নৃপ-তির ভাব তারা বুঝে সমুদয়॥ এই লাগি জানি তারা ভিন্ন অধিকার। শ্রীরামপুরেতে বাস করিল প্রচার॥ সেকালেতে সেই পুরে দিনামারগণ। কেল্লা করি করে প্রজাগণের শাসন॥ তাহাদের সমাশ্রয় লয়ে মিসনরী। আরম্ভিল ধর্ম্মকৃষি মার্সমেন কেরী॥ হাটে মাঠে যিশুবীজ করিতে বপন। নিযুক্ত হইল যত প্রভুদূতগণ॥ মালা মাজী হাড়ী ডোম আদি জাতিগণে। মজাইল লোভ ক্ষোভ দেখায়ে যতনে॥ ভদ্রং লোকসহ ধর্ম্মের বিচার। করিয়া না পায় তাহাহৈতে সুনিস্তার॥ নীচজাতি তুল্য তারা মূর্খ নাহি ছিল। এহেতু ভদ্রের কিছু করিতে নারিল॥ তথাপিও নাহি ছাড়ে কাছিমা কামড়।

যায় তার সঙ্গে করে কলহ বিস্তর ॥ কবি কহে অবধান কর বন্ধুগণ। ভায়াদের ধর্ম্মযুদ্ধ করিব বর্ণন ॥

অথ মোহচর মিসনরীদিগের ধর্ম্মযুদ্ধ।

গদ্য।

কোন এক বৎসর মাহেশের রথযাত্রা উপলক্ষে বহুতর লোকের সমারোহ হইলে হুচুকে মিসনরী ভায়ারা বোঝাং ধর্ম্মপুস্তক ঘাড়ে করিয়া তথায় উপনীত হইলেন, এবং কি বৃদ্ধ কি যুবা যাহাকে সম্মুখে দেখেন তাহাকেই উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। যথা, হে ভায়াগণ, টোমরা একানে কি ডেকিতে আসিয়াছ? ডেক টোমরা যাহাকে আপনি গড়াইয়াছ টাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রণাম করিটেছ, টোমাডিগের জগন্নাঠ যডি ঈশ্বর হইবে টবে টাহাটে ঘুণ ঢরিবে কেন? টোমরা গঙ্গাস্নান করিয়া যে পাপমুক্ট হইটে বাঞ্ছা করিটেছ টাহা টোমাডিগের ভ্রান্টি, কেননা জলে ডুব ডিলে কি করুন পাপ ঢোয়া যায়? যেডিন মহাবিচারের সময় আসিবে সে ডিন টোমরা কি গঙ্গাস্নান করিয়াছি বলিলে পরিট্রাণ পাইবা? এইরূপে মিসনরীভায়ারা যারে দেখেন তারেই

বিলাতী গৌরাঙ্গের প্রেম বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলে দৈবাৎ এক জন শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত তাহাদিগের সেই গোলযোগ শুনিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখানে কিসের সোরসার হইতেছে। মিসনরীগণ কহিলেন যে আমরা টোমাডিগের উট্বারার্ঠ উপডেশ ডিটে আসিয়াছি।

পণ্ডিত। আমাদিগের বিপদ কি? যে তদুদ্ধারার্থ আমাদিগকে সদুপদেশ দিবা। তবে বৃথা কেন তোমরা আমাদিগের বিপদ মুক্ত করিতে আসিয়া স্বয়ং বিপদগ্রস্ত হও।

মিস্‌নরী। টোমরা মহাবিপডে পড়িয়াচ, যেহেটু টোমাডিগের জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ না ঠাকাপ্রযুক্ট টোমরা ঘোরটর অণ্টকারে বাস করিটেচ।

পণ্ডিত। কই আমরা অন্ধকারে বাস করিতেছি? আমাদিগের চক্ষুঃ তো উজ্জ্বল কিরণ দেখিতেছে, ইহাতেও যদ্যপি তোমরা দিবান্ধ পেচকের ন্যায় সূর্য্যকে অন্ধকার বল, তবে কিছুই করিতে পারি না।

মিস্‌নরী। টোমাডিগের শাসৃট যে সকলই অণ্টকার, ডেক টোমাডিগের শাসৃট্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে সেই কৃষ্ণ নিজে কটো কুকর্ম্ম করিয়াচে. সে চুরি করিয়াচে, সে পরনারী হরণ করিয়াচে, সে নরহট্যা করিয়াচে, অটএব টোমরা টাহাকেই ঈশ্বর বলিলে কি পরিটাণ পাইবা? একারণ টোমাডিগকে বলি, টোমরা আপনং

কুমত পরিত্যাগ করিয়া সেই পরম দয়ালু প্রভু যীজস্ ক্রাইষ্টকে উপাসনা কর যে প্রভু তোমাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত আপন শরীরত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াচেন।

পণ্ডিত। আঃ পাপিষ্ঠ! আমাদিগের পরমেশ্বর কৃষ্ণ যে কুকর্ম্ম করিয়াছেন কি স্বকর্ম্ম করিয়াছেন তাহা তোমরা কিপ্রকারে জ্ঞাত হইবা? ভাল! কৃষ্ণের ঐ সকল কর্ম্ম যদি কুকর্ম্ম হয় তবে তোমাদিগের ক্রাইষ্টকে কেন কুকর্ম্মশালী না বলা যায়? দেখ, তোমাদিগের ক্রাইষ্ট একদা ক্ষুদ্বাধিত হইয়া শিষ্যগণের সহিত কৃষিক্ষেত্রে গোধূম চুরি করিয়া খাইয়াছে ও কেবল তাহার বেশ্যা বাড়িতেই বাসা ছিল ইহাতে কি তাহাকে দুষ্কর্ম্মান্বিত বলা যায় না?

মিসনরী। তুমি নাস্তিক আচ, তোমাকে বলিলে তো তুমি মান্য করিবা না! দেক যে ব্যক্তি মহাপাপী হয় সেই ব্যক্তিকেই অগ্রে উদ্ধার করা পরম দয়ালুর কর্ম্ম, এইহেতু প্রভু যীশু বেশ্যাগণকে মহাপাপীয়সী দেকিয়া উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের বাটীতে বাসা করিয়াচিলেন।

পণ্ডিত। তোমাদিগের যীশু বেশ্যাদিগকে মহাপাপশালিনী দেখিয়া বহিশ্চিকিৎসায় তাহাদিগের পাপমোচন হওয়া অসাধ্যজ্ঞানে বুঝি যত্নপূর্ব্বক অন্তশ্চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাতেই কি তিনি

দুষ্কর্ম্মান্বিত হইলেন না? কি হতভাগ্য! কেবল আমাদিগের কৃষ্ণই পরদারা হরণ করিয়াছেন বলিয়া দুষ্কর্ম্মশালী হইলেন? দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্ম কাহাকে বলি, তুমি তাহা জ্ঞাত আছ কি না?

মিসনরী। হাঁ টাহা আমি অবশ্যই জ্ঞাট আচি নটুবা টোমার সহিট কেন বিচার করিটে আসিয়াচি।

পণ্ডিত। তুমি কাহাকে দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্ম বলিয়া থাক তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

মিসনরী। পরমেশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করা দুষ্কর্ম্ম ও টাঁহার আজ্ঞা প্রাটিপালন করা সুকর্ম্ম।

পণ্ডিত। পরমেশ্বর কাহার প্রতি আজ্ঞা করেন, মনুষ্যের প্রতি কি আপনার প্রতি? তাহাতে যদি তাঁহার আজ্ঞা মনুষ্যের প্রতি করা হয় এমত বল, তবে সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের অবশ্যই পাপ হইতে পারে, নতুবা তল্লঙ্ঘনে পরমেশ্বরের নিজের পাপ হইতে পারে না।

মিসনরী। পরমেশ্বর যাহা অপবিট্রু জানিয়া স্বয়ং আচরণ করেন না টাহাই মনুষ্যকে আচরণ করিটে নিষেচ করেন একারণ টিনি যডি সেই অপবিট্রু কর্ম্ম করেন টবে অবশ্যই অপবিট্রু হইবেন।

পণ্ডিত। পরমেশ্বর যাহা মনুষ্যকে আচরণ করিতে নিষেধ করেন তাহা যদ্যপি তিনি স্বয়ং আচরণ না করিতেন তবে তোমাদিগের মেরিনন্দ-

নের কিপ্রকারে জন্ম হইত? কারণ তোমাদিগের ক্রাইষ্টের মাতঃ যে কৌমারকালে গর্ব্ভধারণ করিয়াছিল, যদি সেই গর্ব্ভ পরমেশ্বরকর্ত্তৃক হওয়া সত্য হয় তবে পরমেশ্বর তাহাতে উপগত না হইলে কিরূপে তাহার তাহা সম্ভাবিত হইল? এতাবতা পরমেশ্বর যাহা না করেন তাহাই যে মনুষ্যের প্রতি নিষেধ করেন এমত কখনই নহে!

মিস্‌নরী। তুমি পাগল মনুষ্য তোমার কোন জ্ঞান নাই কেননা যিনি আপন ইচ্ছায় এই সংসার রচনা করিতে পারেন তাহার ইচ্ছায় কি মেরির আপনি গর্ব্ভ হওয়া সম্ভব হয় না?

পণ্ডিত। যদ্যপি পরমেশ্বরের ইচ্ছামাত্র স্ত্রীলোকের গর্ব্ভ হওয়া সম্ভব হইত, তবে স্ত্রীপুরুষ সংযোগ ব্যতিরেকে অবশ্যই কোন২ স্থানে উক্তরূপ গর্ব্ভ হওয়া দৃষ্ট হইতে পারিত, কিন্তু তাহা যখন দৃষ্ট হয় না তখন তোমার ঐরূপ যুক্তি কোনপ্রকারেই কেহ মান্য করিবে না। এতাবতা এবিষয়ে বিজ্ঞদিগের এরূপ বলা কর্ত্তব্য যে পরমেশ্বর জিতেন্দ্রিয়প্রযুক্ত স্বাধীন ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন কর্ম্ম করেন তাহাতে তাঁহার কদাচই পাপ হইতে পারে না। কারণ ইন্দ্রিয়পরাধীনতাই মনুষ্যের অসন্তোষরূপ অনিষ্টকারকহেতু পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব মনুষ্যগণ ইন্দ্রিয়পরাধীন হইয়া যে সকল কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় সেই সকল

কর্ম্ম তাহাদিগের উত্তরোত্তর অজিতেন্দ্রিয়তা বৃদ্ধি করত পুনঃপুনঃ অসন্তোষের কারণ হয়, এই নিমিত্ত মনুষ্যকে তাদৃশ কর্ম্ম করণ নিষেধরূপ যে আজ্ঞা করেন সেই আজ্ঞা উলঙ্ঘনকে পাপ কহি উক্ত পাপ পরমেশ্বরের হওয়া কদাপি সম্ভাবিত নহে।

মিস্‌নরী। টুমি কি নিটান্ট মূর্ক আচ! ডেক যে ব্যক্তি জিটেণ্ড্রিয় হয় সেও কি ককন পরনারী গমন করিটে পারে? টোমার কি ইচ্ছা বিবেচনা হয়?

পণ্ডিত। যদ্যপি শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়হীনকে জিতেন্দ্রিয় বলিতেন তবে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কখন কোন ইন্দ্রিয়-কার্য্য করিতে না পারা সম্ভব হইত। কিন্তু যখন তাহা না বলিয়া যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত সেই ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন তখন কি জি-তেন্দ্রিয় ব্যক্তি কিছুই ইন্দ্রিয়কার্য্য করিতে পারে না এমত বুঝায়? বরঞ্চ তোমার এমত বলা সম্ভব যে জি-তেন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগে প্রয়োজন কি? উত্তর, তাঁহার বিষয় ভোগে নিজের প্রয়োজন নাই বটে কিন্তু তিনি পরপ্রয়োজনার্থ পরদারা গমনাদি বিষয়ভোগও করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহাকে যে ব্যক্তি যেরূপে চিন্তা করে তিনি তাহাকে সেইরূপে কৃপা করেন ইহা তাঁহার নিয়ম হইয়াছে, অতএব তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করেন না এবিধায় তোমরা কৃষ্ণের প্রতি যে দোষ নিঃ-ক্ষেপ করিতেছ তাহা অত্যন্ত অন্যায়।

মিসনরী। টোমরা যে গঙ্গার জলকে পবিট্র জ্ঞান করিয়া ঠাক সেইজলে আর পুষ্করিণীর জলে প্রভেড কি?

পণ্ডিত। তোমাদিগের জর্দ্দননদীর জলে ও অন্যান্য জলে যেরূপ প্রভেদ আমাদিগের গঙ্গাজলে ও অন্যান্য জলেও সেইরূপ প্রভেদ?

মিস্নরী। টোমরা মাটি ও পাঠর ডিয়া যাহাকে গড়াও টাহাকে ঈশ্বর ভাবিলে কি টোমাডের পরিট্রাণ হইবে?

পণ্ডিত। হাঁ! যদি রূটি এবং মদিরাকে ঈশ্বরের মাংস ও শোণিত জ্ঞানে ভোজন পান করিলে তোমাদিগের পরিত্রাণ হয় তবে মাটির ঈশ্বর গড়াইয়া পূজা করিলে অবশ্যই আমাদিগের পরিত্রাণ হইবে?

মিস্নরী। টুমি বড় পাপী আচ, টোমার সঙ্গে বিচার করিটে চাহি না কিণ্টু টোমাকে বণ্টুভাবে উপডেশ কহি টুমি সেই ডয়ালু প্রভুর উপাসনা কর যে প্রভু টোমাডিগের পাপের প্রায়শ্চিট্ট নিমিট্ট আপন প্রাণ পরিট্যাগ করিয়াচেন?

পণ্ডিত। যদি তোমাদিগের প্রভু পরবঞ্চক না হইত তবে আমি তোমাদিগের প্রভুর উপাসনা করিতাম?

মিস্নরী। আমাডিগের প্রভু পরবঞ্চক কিসে?

পণ্ডিত। আমরা শুনিয়াছি তোমাদিগের ধর্ম্মপুস্ত-

কে লেখে যে, যেব্যক্তি পাপ করে সে চিরদণ্ডের যোগ্য হয়, কিন্তু যদি সেই দণ্ড স্বয়ং স্বীকার করিয়া পাপি-দিগের পরিত্রাণহেতু তোমাদিগের ক্রাইষ্ট আসিয়া থাকে তবে তাহাকে চিরদণ্ড স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা না করিয়া যখন সে তদ্‌যাতনা সহ্য করিতে অপারকহেতু মরিয়াছিল কিম্বা মরণান্তর পুনর্ব্বার উঠিয়া পলাইয়াছিল তাহাকে বঞ্চক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

(এইরূপ মিসনরীগণ পণ্ডিতের কথায় পরাভূত হইয়া ভগ্নমনে আপন২ বাসে আসিয়া সকলে কমি-টিপূর্ব্বক স্থির করিল যে এদেশীয় প্রবীণলোকেরা আমাদিগের উপদেশে ভুলিবে না. এতন্নিমিত্ত ইংরাজি ভাষা অধ্যাপনচ্ছলে বালকদিগকে প্রথমাবধি উপ-দেশ দিলে কালে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে, এই বিবেচনায় ছেলেধরা ফান্দের মত স্থানে২ ইস্কুল স্থাপন করিবায় অধুনা অনেক নবীন পুরুষেরা কলির আনন্দবর্দ্ধক হইতেছেন)

অথ লোভের দিগ্বিজয়।

ত্রিপদী।

এইরূপে মোহচর, যত শুভ্রবর্ণ নর, ভারত ক্ষে-

ত্রেতে জনেং। আরম্ভিয়া ধর্ম্মঋষি, নবদ্বৈপায়ন ঋষি, প্রায় সবে যীশুবীজ বনে॥ কলির বাড়ায় রাজ্য, কেবা মানে কার্য্যাকার্য্য, আর্য্যানার্য্য কে করে গণন। অধর্ম্মের বাড়ে জোর, ধর্ম্মের বিপদ ঘোর, এক পদে কাঁপে সর্ব্বক্ষণ॥ যার যাহা মনে ধরে, সেই জন তাহা করে, নিবারণ করিতে কে পারে। এমন সময়ে কলি, হয়ে অতি কুতূহলী, লোভপ্রতি কহে বারেং॥ শুনং ওহে লোভ, কেন আর রাখ ক্ষোভ, রাগ রুচি সঙ্গে সজ্জা করি। যাওং বঙ্গ ভূমে, প্রবেশি আপনক্রমে, শাসন করগে রাজ্যভরি॥ আগে গিয়া দ্বিজগণে, অধীন কর যতনে, যেন তারা বেদধর্ম্ম ছাড়ি। ভুঞ্জে ভোগ অবিরত, মদ্যমাংসে হয়ে রত, সকলেতে হয় স্বেচ্ছাচারী॥ তা হইলে অন্যসবে, ধর্ম্মশীল কেবা রবে, সকলে পাড়িবে দেখা দেখি। মোহের হইবে জয়, বিবেক পাইবে ক্ষয়, ধর্ম্মের পড়িবে ঠেকা ঠেকি॥ এইরূপ আজ্ঞা পেয়ে, লোভ ভবে চলে ধেয়ে, প্রথমতঃ কলেজ ইস্কুলে। যত ছিল ছাত্রগণ, সকলে করি যতন, জলাঞ্জলি দেওয়াইল কুলে॥ সবে বলে ছুটং, বিনা ব্রাণ্ডি বিস্‌কুট্, ঝুট্‌মুট্ কেন খেয়ে মরি। বেদের বাধিত হয়ে, মিছা দিন যায় বয়ে, জাতি লয়ে থাকিয়া কি করি॥ সেমং একি নাট, যতেক মূর্খের হাট, স্থানেং যুটেছে সকল। অবিবেক মদে মাতি, রচিয়াছে নানাজাতি, শুনে

মানে সকলি পাগল॥ এক মূলহৈতে যাহা, জন্মে কভু হয় কি তাহা, আম যাম কুমুড়া কাঁঠাল। যত বেটা হস্তিমূর্খ, নিজদোষে পায় দুঃখ, জাতি মানি বাড়ায় জঞ্জাল॥ কাষ্ট মেনে কষ্ট পায়, নষ্ট তাহে সমুদায়, সুখভোগ জগত সংসারে। চিজ্ যে উত্তম চিজ্, তার নাহি জানে বীজ, তজবিজ্ করিতে না পারে॥ কেহ২ আছে বীর, সেও নাহি খায় বির, বীরশূন্য হয়েছে এদেশ। উইল্সনের মিষ্টখানা, খায় না কি কারখানা, খানাপ্রতি করে সদা দ্বেষ॥ পাতরেতে ভাত খেয়ে, কেন মর কষ্ট পেয়ে, ডিস্ পূর্ণ ফিস্ ফেলি দূরে। জীবন সফল কর, বটল হস্তেতে ধর, সেরির্ সাধ লহ সাধপুরে॥ মিসে যদি মিস্তে চাও, বারেক হোটেলে যাও, দেখে এসো তাহার বাহার। আহা মরি রোজ২, সে বদনে কত রোজ, ফুটিয়া রয়েছে অনিবার॥ কিসে আর পাবে সুখ, কিসেতে যদি বিমুখ, হও সেই সুচারুবদনে। যদি সুখসিন্ধুপারে, বাঞ্ছা থাকে যাইবারে, তবে ভজ নববিবিগণে॥ খোঁপাকাটা উল্কী পরা, ভার্টি মিসি দন্তেভরা, আমাদের যত সব মেম। বেলাক্ নেটিব লেডি, ফেস্ কভু নহে রেডি, সাড়ী পরা সেম২ সেম॥ গো টু হেল হিন্দুয়ানি, ব্যাড শাস্ত্র আর কি মানি, ম্যাড নই আমরা সকলে। বেড়ি গুড্ চল তবে, ডুবিয়া ডবের টবে, বেষ্ট খানা খাইব হোটেলে॥ এই-

রূপে কত জন, ইয়ং বেঙ্গালগণ, যীশুর জাম্বুর জালে পড়ে। কলির বাড়য়ে রাগ, লুপ্ত হয় যোগযাগ, ম্লেচ্ছ প্রায় হয় বহু নরে॥

অথ কলিহিতার্থ মহাত্মরাজার প্রাদুর্ভাব।

পয়ার।

এইরূপে লোভ মোহে হয়ে অচেতন। সকলে হইতে চাহে অধর্ম্মভাজন॥ হিন্দুশাস্ত্র হিন্দুমত সকলি অসার। বাইবল বিনা বল নাহি তরিবার॥ যা কহে সাহেবলোক তাই মহামান্য। বেদ তন্ত্র পুরাণের কে করে প্রামাণ্য॥ কিসে সাহেবের মত দেখাবে গঠন। এজন্যে উপায় নানা করে বিরচন॥ অঙ্গে-পেণ্টলুন পরে পায়ে কালা বুট। ধুতিপরা লোকে দেখি বলে হুটহ॥ অর্থযোগ বিনা যদি ব্রাণ্ডি নাহি পায়। পানাতে মিসায়ে আলুতা গ্লাসে রেখে খায়॥ পরস্পর সকলের হৈলে দেখাদেখি। সেকেন করেন হাতে করে ঠেকাঠেকি॥ আর যত হৌক নাহি হৌক বা সভ্যতা। হিন্দুধর্ম্ম নিন্দামাত্র স্বভাব নব্যতা॥ হেন মতে যুবাবৃন্দ তেজি ধর্ম্মভয়। যখন যীশুর পথে চলে অসংশয়॥ তখন কলির সখা কোঙ্ক বেঙ্কভূপ। অবতীর্ণ হৈল ভূমে ধরি দ্বিজরূপ॥

বিবিধ ভাষায় নিজে সুশিক্ষিত হয়ে। রাজপ্রিয় হইলেন এই ভুবনয়ে ॥ আপনিও রাজখ্যাতি করি আলম্বন। কলি অনুকূলে বহু করিল যতন॥ কলি প্রতি যেই স্থান দিল পরীক্ষিৎ। তার অগ্রগণ্যা হয় সকল যোষিৎ॥ তাদিগের ব্যভিচার বিপুল করিতে। কৌলিন্য মর্য্যাদা যাহা স্থাপে পৃথিবীতে॥ তাহে বিপরীত ফল হইল ঘটন। এক নরসঙ্গে মরে বহু নারীগণ॥ ইহাতেই ভয়াকুল হয়ে কলি অতি। কোঙ্কবেঙ্কভূপতির ফিরাইল মতি॥ অতএব নবীন মহাত্মা নৃপবর। সতীহত্যা নিবারণে হন যত্নপর॥ মোহচরগণ সহ পরামর্ষ করি। উঠাইল সতীহত্যা ভারত ভিতরি॥ বিধবার পুনশ্চ বিবাহ যাতে হয়। এরূপ আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল অতিশয়॥ কিন্তু কোনক্রমে তাহা সিদ্ধ না হইল। মনের বেদনা তাঁর মনেতে রহিল॥ তথাচ তাহাতে তিনি ক্ষান্ত না হইয়া। স্থাপিলেন সভা এক উপায় চিন্তিয়া॥ যাহার প্রসাদে কালে সব প্রজাগণ। ক্রমেতে হইবে কলিআজ্ঞাপরায়ণ॥ পূর্ব্বহৈতে শিবআজ্ঞা আছে কলিপ্রতি। শুভ না হইবে বিষ্ণু না তেজিলে ক্ষিতি॥ কলিতে অযুত বর্ষপর্য্যন্ত শ্রীহরি। পৃথিবীতে থাকি পরে করিবা শ্রীহরি॥ অতএব সুষ্ঠরূপে যাতে এই কায। সিদ্ধ হয় সে যত্ন করিবা কলিরাজ॥ সেই আজ্ঞা অনুসারে কলিযুগ

পতি। মহাত্ম রাজার দেহে করিল বসতি॥ তাহাতে সে রাজা বহু করিয়া যতন। করিলেন দেশে ব্রহ্ম সমাজ স্থাপন॥ তাহে প্রকাশিল অভিনব ব্রহ্মজ্ঞান। অন্ন ব্রহ্ম হইবার এইসে নিদান॥ এক ব্রহ্ম অদ্বিতীয় কহে সব বেদ। দ্বিজ ম্লেচ্ছ জাতি তাহে কি আছে প্রভেদ॥ অজ্ঞ লোকে মিথ্যা দেবপূজা করি মরে। ধিক২ অজ্ঞানান্ধ যত সব নরে॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মহাভণ্ড হয়। স্ত্রী শূদ্রের বেদে অধিকার নাহি কয়॥ ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র যদি হয় বেদ। তবে তাহে অবশ্য নাহিক ভেদাভেদ॥ যেহেতু ঈশ্বরকাছে সকলি সমান। এজন্যেতে জাতি নহে তাঁহার বিধান॥ অতএব ভক্ষ্যাভক্ষ্য আদি বিধি-যত। ঈশ্বরের তাহা নাহি হয় অভিমত॥ পিতৃ শ্রাদ্ধপ্রভৃতি যতেক ক্রিয়াচয়। মূর্খের জীবিকা ইহা বৃহস্পতি কয়॥ এইরূপ উপদেশ দ্বারে প্রজাগণে। প্রবৃত্ত করিল সবে কুপথ গমনে॥ শেষে রাজা ম্লেচ্ছ দেশে করিয়া প্রস্থান। স্বকীয় জীবন করিলেন সমাধান॥ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশের আদি ঋষিবর। স্বপুণ্যে বিলাতপ্রাপ্ত হন অতঃপর॥ তাঁহার রোপিত বীজ হইতে এখন। নানা স্কন্দশাখাচয়ে ব্যাপিল ভুবন॥ হাটে মাঠে ঘাটে তার বিকাইছে ফল। কবি কহে এরূপ কলির কুতূহল॥

অথ ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের সহিত বর্ণাশ্রমি বিপ্রের কলহ।

গদ্য।

কোনসময়ে এক বিপ্র সায়ংকালে গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেছিলেন ইতিমধ্যে দুইজন ব্রহ্মজ্ঞানি যুবা তথায় বায়ুসেবনার্থ উপনীত হইয়া তাঁহাকে সন্ধ্যোপাসনা করিতে দেখিয়া পরস্পর স্মেরানন হওত কহিতেলাগিলেন। আঃ কি ভ্রম! কি অসভ্যতা! দেখ এই বিপ্র পরিণামে ফল লাভ হইবে বলিয়া মিথ্যা জলকেলি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইনি বালককালে যেপ্রকার ক্রীড়া করিতেন এক্ষণেও সেই প্রকার করিয়া থাকেন, বোধ করি পূর্ব্বসংস্কার বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ তাহাদিগের পরস্পর কথিত এই বাক্য শুনিয়া ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা সমাপনের শেষে কহিতে লাগিলেন। কি হে বাপু! তোমরা কি কহিতেছিলা? তোমাদিগের নিবাস কোথায়?

ব্রাহ্ম। আমাদিগের নিবাস যেখানে হউক কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও কি অদ্যাপি বাল্যচেষ্টা ত্যাগ কর নাই?

বিপ্র। সে কেমন! আমার বাল্য চেষ্টা তোমরা কি দেখিলা?

ব্রাহ্ম। তোমাদিগের সকলই বাল্যচেষ্টা, দেখ বাল্যকালে যেপ্রকার পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া ও জলকেলিপ্রভৃতি করিয়াছিলা এখনও যে আবার তাহাই করিতেছ। তোমরা যাহাকে স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছ তাহাকেই বিশ্বনির্ম্মাতা কহিতেছ ও যাহার ঘ্রাণশক্তি নাই তাহাকে ধূপাদির আঘ্রাণ দিতেছ, এবং যে খাইতে পারে না তাহাকে নৈবেদ্য সমর্পণ করিতেছ। ভাল, তোমাদিগের এই সকল করিতে কি সভ্য সমাজে লজ্জা হয় না?

বিপ্র। সভ্য কে? তোমরা? না, খ্রীষ্টীয়ানেরা? যদি তোমরা আবহমানকালাবধি আর্য্যপরম্পরাগত বর্ণা- শ্রম ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করত সভ্য হইয়া ভদ্রসমাজে লজ্জিত না হও তবে আমরা কি তোমাদিগকে লজ্জা করিতে পারি? দেখ, এই পৃথিবীতে যে সকল লোক আছে তাহারমধ্যে কিকেহ কখন শৃগাল কুক্কুরপ্রভৃতি- কে লজ্জা করিয়াথাকে? আমরা যাহাকে স্বয়ং নির্ম্মাণ করি তাহাকে বিশ্বনির্ম্মাতা বলি ও যাহার ঘ্রাণশক্তি নাই তাহাকে আঘ্রেয় বস্তু প্রদান করি ও যে খাইতে পারে না তাহাকে নৈবেদ্য সমর্পণ করিয়াথাকি বটে, কিন্তু তোমরা যে নিষ্ক্রিয় তাহাকে জগৎকর্ত্তা ও যে নির্গুণ তাহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ এবং যাহার ইন্দ্রিয় নাই

তাহাকে প্রার্থনার ফলদাতা কোন্ বিবেচনায় সঙ্গত বল? আমরা আপন বুদ্ধি দ্বারা শুভাশুভ উচ্চ নীচ উত্তমাধমপ্রভৃতি জ্ঞান করত ব্যবহার করিয়াই কি বাল্যচেষ্টাবিশিষ্ট হইব? না, তোমরা বালককালে যে প্রকার শুচি কি অশুচি ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য কার্য্য কি অকার্য্য হেয় কি উপাদেয় ইত্যাদি বোধশূন্য ছিলা সেই প্রকার অধুনাও বোধশূন্য থাকিয়া বাল্যচেষ্টার বিপরীতে সভ্যচেষ্টান্বিত হইতে পারিবা?

ব্রাহ্ম। তুমিতো কেবল নামমাত্রেই বিপ্র, নতুবা বিপ্রের কর্ত্তব্য যে বেদাধ্যয়ন তাহাতো কর নাই। বেদে যে নির্গুণ নিক্রিয় নিরাকার ব্রহ্মকেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বকর্ত্তা সমস্ত ফলদাতা বলিয়াছেন তাহা জান? না, আপন পাগলামি বুদ্ধিতে যাহা লওয়ায় তাহাই বল? আমরা আপনাদিগের পক্ষে কি শুভ কি অশুভ কি ভাল কি মন্দ কি ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য তাহা বিশেষ জানি, নতুবা তোমরা যেমন পুত্তলিকা পূজাকে শুভ ও ব্রহ্মজ্ঞানকে অশুভ এবং শরীর নির্যাতনকে ভাল ও বিষয়োপভোগকে মন্দ ও পশুর আহারীয় বনজ দ্রব্যকে ভক্ষ্য এবং উত্তম মদ্যমাংসাদিকে অভক্ষ্য জান সেরূপ জানি না।

বিপ্র। আমরা তোমাদিগের নিকট নামমাত্রেই বিপ্র বটি, কেননা তোমরা যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাক সেই বিলাতীয় বেদ অধ্যয়ন করি নাই। আমা-

দিগের দেশীয় বেদেতো নির্গুণকে সর্ব্বশক্তিমান ও নিষ্ক্রিয়কে সর্ব্বকর্ত্তা এবং নিরিন্দ্রিয়কে সমস্ত ফল-দাতা কোন স্থানেই বলেন নাই, যেহেতু বেদবক্তা মহর্ষিগণ এমত উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন না যে তাঁহারা এক সময়ে যাহাকে অন্ধ বলেন অন্য সময়ে তাহা-কেই চক্ষুষ্মান বলিয়াথাকেন। তবে যাঁহারা বেদের অর্থ বুঝেন না তাঁহারাই বেদবক্তাদিগকে উন্মত্ত বলিতে বাধিত হন। অপর তোমরা যে আপনা-দিগের শুভাশুভ বিলক্ষণ জান তাহা তোমার কথা-তেই পরিচয় পাওয়া গেল। আহা! এমন জ্ঞানবান্ কি আর জন্মে? পরমেশ্বর তোমাদিগের পশ্চাদ্ভাগে একটি পুচ্ছ দেন নাই কেন? আমরা এখন তাহাই ভা-বিতেছি। কারণ পুচ্ছবান্ মাহাত্মারা যেপ্রকার নিঃস-ঙ্কোচে অভিলাষমত আহারীয় সামগ্রী প্রাপ্ত হইলে লগুড়াঘাত না মানিয়াও তদুপভোগে প্রবৃত্ত হন সেই-প্রকার তোমরাও স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হইয়াথাক।

ব্রাহ্ম। পরমেশ্বর আমাদিগের পুচ্ছ দেন নাই বলিয়া তোমরা খিদ্যমান হইতে পার বটে, কেননা তাহা হইলে তোমরা আমাদিগকে স্বদলে ভুক্ত করিতে পারিতা। কিন্তু জগৎকর্ত্তা এমত অবিবে-চক নহেন যে তিনি মনুষ্যের পুচ্ছ দিবেন। বিবে-চনা করিয়া দেখ দেখি তোমরা পুচ্ছ পাইবার যোগ্য কি আমরা পুচ্ছ পাইবার যোগ্য? পরমেশ্বর জগতী-

তলমধ্যে যেসমস্ত প্রাণিজাত সৃষ্টি করিয়াছেন তৎ-সমুদায়মধ্যে মনুষ্যই প্রধান, যেহেতু অন্যান্য প্রাণি অপেক্ষা মনুষ্যের শরীরে অধিক বিবেচনা শক্তি সংস্থাপিতা হইয়াছে, এতাবতা নিজের বিবেক শক্তি থাকিতে যে অমুক মুনি ইহা বলিয়াছেন অমুক মোথাদিম ইহা করিয়াছেন ইত্যাদি দৃষ্টান্তে কেন জীবনান্ত কষ্ট পাও। পূর্ব্বং লোকেরা যেপ্রকার নির্ব্বোধ ছিল এক্ষণে সেই প্রকার নির্ব্বোধ নাই, তবে তোমরা বুদ্ধি থাকিতে কেন নির্ব্বোধের আচরণ করিয়াথাক?

বিপ্র। পূর্ব্বং লোকাপেক্ষা তোমরা বড় বুদ্ধিমান্ বট, ইহা তোমাদিগের ব্যবহারেই টের পাওয়া গিয়াছে, সাবধানং দেখ্য যেন তোমাদিগের বুদ্ধি কোন দ্বারদিয়া পিছ্‌লিয়া পড়ে না। আমরা তোমাদিগের বুদ্ধির খুরে দণ্ডবৎ করি, কেননা তোমরা যে বুদ্ধির প্রভাবে আপনং পূর্ব্ববর্ত্তি পিতৃপিতামহগণকে নির্ব্বোধ বলিতেছ আমরা কোটি জন্মেও তাদৃশ বুদ্ধিলাভ করিতে পারিব না।

ব্রাহ্ম। আমরা অবশ্যই আপনং পূর্ব্বপুরুষকে নির্ব্বোধ বলিব, কারণ বিশ্বনির্ম্মাতা পরমপুরুষ এক পরমেশ্বর থাকিতে তাঁহারা যখন রাম শ্যাম কালী-প্রভৃতিকে ঈশ্বর বলিয়া তাহাদিগের উপাসনার্থ মিথ্যা কষ্টভোগ করত প্রাণাবশেষ করিয়াছেন তখন তাঁহা-

দিগকে নির্ব্বোধভিন্ন কি বলা যায়? আমরাতো তাঁ-
হাদিগের মত যাকে তাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করি না,
এবং তদুপলক্ষ্যে নানা ক্লেশও সহ্য করি না, কেবল
এক সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বকর্ত্তা নিরাকার ব্রহ্ম আছেন ইহাই
জানিয়া সময়েং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার
করি ইহাতে আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা অবশ্যই
বুদ্ধিমান্ বটি একথা বলিবার অপেক্ষা কি আছে?

বিপ্র। ও হরি! তোমরা এই বুদ্ধিতেই কি পূর্ব্বং
পুরুষাপেক্ষা বুদ্ধিমান হইলা? না হইবা কেন? "কা-
লস্য কুটিলা গতিঃ" সে যাহা হউক, তোমাদিগকে
জিজ্ঞাসা করি, তোমরা বল দেখি যে যাহার কর্ত্তৃত্ব
শক্তি আছে সেও কখন কি নিরাকার হয়? দেখ
লোকে তাহাকেই কর্ত্তা বলে যে আপন ইচ্ছাতে
স্বীয়কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারে, এইহেতু মৃত্তিকাদি
জড়পদার্থকে কর্ত্তা না বলিয়া সকলে ইচ্ছাদি শক্তি-
মানকেই কর্ত্তা বলিয়া থাকে, কিন্তু যাহার ইচ্ছা
আছে তাহার অবশ্যই মনঃ আছে, এবং যাহার মনঃ
আছে তাহার অবশ্যই শরীর আছে ইহা কোন্
বিজ্ঞব্যক্তি স্বীকার না করিবেন? এতাবতা যিনি
জগৎকর্ত্তা তিনি কখনই নিরাকার হইতে পারেন না।

ব্রাহ্ম। তোমরা যদি পরমেশ্বরকে সাকার বল
তবে তিনি সর্ব্বব্যাপী কিরূপে হইবেন? এবং কেনই
বা তাঁহার বিনাশ না হইবে? দেখ সংসারে যেসকল

বস্তু সাকার দেখা যায় অবশ্যই সেইসকলের বিনাশ আছে, অতএব আমরা তোমাদিগের ঘুণখেগো যুক্তি মানিয়া পরমেশ্বরকে কখনই সাকার বলিতে পারি না।

বিপ্র। তোমাদিগের মতে সর্ব্বব্যাপী শব্দের অর্থ কি সর্ব্বনিয়ন্তা? না, সর্ব্বত্র তাঁহার অবস্থিতি থাকা? যদি তাহার অর্থ সর্ব্বনিয়ন্তা হয় তবে সাকার বস্তুর সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব থাকিবার অসম্ভব কি? আর যদি তাহার অর্থ সর্ব্বত্রস্থিত বস্তুক বুঝায় তথাচ তাহার সর্ব্বত্র থাকা অসম্ভব নহে, দেখ যেমন দীপজ্যোতিঃ সাকার-প্রযুক্ত গৃহের একদেশে থাকিয়াও আপন কিরণ দ্বারা সমস্ত গৃহ ব্যাপিতে পারে তদ্রূপ পরমেশ্বর সাকার হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ সর্ব্বত্রই থাকিতে পারেন। যদি বল পরমেশ্বর সাকার হইয়াও সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিলে কাহারও উপলব্ধি হয় না কেন? উত্তর, সকলেরই উপলব্ধি হয়, তাহা না হইলে সকল পদার্থই থাকে না, কারণ সকল বস্তুর সত্তারূপে তিনি অবস্থান করিতেছেন, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি আলোকমাত্র দেখিয়া ইহা কিসের আলোক এইরূপ অনুসন্ধান করে সে অবশ্যই তদবয়বিদীপ-কেও দেখিতে পায় ও যে তাহা অনুসন্ধান না করে সে দেখিতে পায় না, ইহাতে বিশেষ এই যে যদ্রূপ দীপাদি পদার্থ সামান্য চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ পরমেশ্বরকে জ্ঞানচক্ষুঃ ভিন্ন সামান্য চক্ষুতে

দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর তুমি সাকার বস্তু-মাত্রের বিনাশ আছে বলিয়া যে পরমেশ্বরকে নিরাকার বলিতেছ তাহাতেই বা কিসে তিনি অবিনাশী হই-বেন? কেননা আমরা নিরাকার বায়ুপ্রভৃতিরও বিনাশ দেখিতেছি। বস্তুতঃ যে বস্তু বিক্রিয় তাহা সাকার বা নিরাকার হউক অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু যাহা অবিক্রিয় তাহার কখনই বিনাশ সম্ভবে না। বেদে পরমেশ্বরকে অবিক্রিয় বলিয়াছেন এইহেতু তাঁহার বিনাশ নাই, ইহাতেই শাস্ত্রে যে যে স্থলে তাঁহাকে নিরাকার বলেন সেইং স্থলে তাঁহার সবিক্রিয় আকার নাথাকা অর্থ ভিন্ন বুঝায় না।

ব্রাহ্ম। আমরা পরমেশ্বরের বিদ্যমানতা বিষয়ে ও তাঁহার উপাসনা বিষয়ে বেদাদি কোন শাস্ত্রের সা-হায্য গ্রহণ করি না যেহেতু ঐসকল শাস্ত্র মনুষ্যের বু-দ্ধির দ্বারা নির্ম্মিত তজ্জন্যই নানা দেশে নানা জাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভিন্নং নানা প্রকার শাস্ত্র দৃষ্ট হয়। আমরা কোন শাস্ত্রকেই পরমেশ্বর প্রণীত না বলিয়া জগৎকেই তাঁহার প্রণীত শাস্ত্ররূপে স্বীকার করি, কারণ, এইজগতীয় প্রাকৃতিক নিয়ম দৃষ্টে পরমেশ্বরের অস্তিতা ও তাঁহার উপাসনার বিষয় নিশ্চয় করিতে পারি, এবিধায় যাহা যুক্তিযুক্ত তাহাই গ্রাহ্য যাহাতে কোন যুক্তি নাই তাহা আমাদিগের গ্রহণীয় নহে।

বিপ্র। আ মরি! কি বিবেচনা! কি বুদ্ধির কৌ-

শল? এই কি তোমাদিগের আস্তিকতা? না, দেশরঞ্জ-কতা? অথবা বর্ব্বরতা? ইহা বিচার করিয়া স্থির পাই না। কারণ, যদি তোমরা সত্যই আস্তিক হও তবে শাস্ত্রভিন্ন কেবল যুক্তি দ্বারা কি প্রকারে ঈশ্বর থাকা নিশ্চয় করিবা? আমরা তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

ব্রাহ্ম। কেন মহাশয়! যুক্তি দ্বারা কি ঈশ্বরের অস্তিতা নিশ্চয় করা যায় না? দেখ আমরা কেবল যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বর নিরূপণ করিতে পারি কি না? আমরাতো তোমাদিগের মতন দুই একটা "ভবতি পচতি" পড়িয়া নিজে পণ্ডিত বলাই না যে যুক্তি দিতে অক্ষম হইব, আমরা পেলিসাহেব প্রভৃতি ঘোরতর আস্তিক পণ্ডিতের পুস্তক পড়িয়াছি তাহাতেই অনা-য়াসে যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর নিরূপণ করিব তোমার খণ্ডন করিতে সমর্থ থাকে কর।

বিপ্র। পরমেশ্বর থাকার যুক্তি কি?

ব্রাহ্ম। পরমেশ্বর থাকার যুক্তি এই যে এতজ্জ-গতীতল মধ্যে লৌকিক যে সমস্ত কার্য্য দেখিতেছি তাহা যেমন কোন সচেতন কর্ত্তা দ্বারা নির্ম্মিত হই-য়াছে ইহা বিবেচনা করা যায় সেইরূপ জগতীয় কার্য্য-সমূহ দেখিয়া অবশ্যই তাহার কোন সচেতন কর্ত্তা আছে এমতর্ক নিশ্চয় করা যাইতে পারে!

বিপ্র। কর্ত্তাভিন্ন কার্য্য হয় না একথা তোমাকে কোন বর্ব্বর কহিয়াছে? দেখ পৃথিবীতে বৃষ্টিধারা

পতিত হইয়া যে সকল চিত্রবিচিত্র কার্য্য জন্মে ও বায়ুলোল কাষ্ঠাদি দ্বারা ভূমিতে যে অক্ষরাকার রেখা হয় তাহার কর্ত্তা কি কেহ আছে এমত বলিতে পার? তুমিও অচেতন জলবায়ুপ্রভৃতিকে তো কর্ত্তা বলিতে পারিবা না, কেননা যে ক্রিয়ার আয়োজন করিতে সমর্থ তদ্ভিন্ন অপরকে কেহ কর্ত্তা বলে না, তবে যদি তুমি অচেতনকে কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বরকেও অচেতন বলিতে বাধিত হও তবে তাহাতে তোমার আস্তিক-তা সিদ্ধ হয় না, কারণ অচেতন কর্ত্তা থাকা না থাকা তুল্য হয়।

ব্রাহ্ম। আমরা সচেতন কর্ত্তাভিন্ন কার্য্য হয় না এমত বলি না, কিন্তু তদ্ভিন্ন কার্য্যের নিয়ম বদ্ধ হয় না ইহাই বলি। অতএব জগতীয় অদ্ভুত নিয়ম সকল দেখিয়া বিবেচনা হয় যে অবশ্যই ইহার নিয়ামক কেহ আছে।

বিপ্র। তোমরা যদি জগতের অদ্ভুত নিয়ম সকল দেখিয়া তাহার নিয়ামক কেহ আছে এমত কল্পনা কর তবে আমি এমত জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে তোমার মানিত পরমেশ্বরের যে সমস্ত শক্তি আছে তাহা নিয়মবদ্ধ কি না? যদি তাহা নিয়মবদ্ধ না হয় তবে তাঁহার সৃষ্টি শক্তি উদয়কালীন বিনাশ শক্তি উদয় হইয়া সমস্ত বিশৃঙ্খল কেন না হয়? যদি বল সে তাঁহার ইচ্ছা, উত্তর তাঁহার ইচ্ছাও যদ্যপি নিয়ম-

বদ্ধ না হয় তবে এক ইচ্ছা উদয়কালে অন্য ইচ্ছা উদয় হইয়া উক্তরূপ বিশৃঙ্খল হইবার অসম্ভব কি? বিশেষতঃ ইচ্ছাপ্রভৃতি মনের ধর্ম্ম, সেই মনঃ নিয়মবদ্ধ না হইলে তাহার কার্য্যও নিয়মবদ্ধ হইতে পারে না, অতএব যদি পরমেশ্বরের শক্তি সকল নিয়মবদ্ধ হয় তবে জিজ্ঞাসা করি সেই নিয়মবদ্ধ কে করিয়াছে? যদি তাহা আপনি হইয়াছে এমত স্বীকার কর তবে জগজ্জীয় নিয়মসকলের আপনি না হইবার বাধা কি? এতাবতা শাস্ত্র না মানিলে পরমেশ্বর মানা দুর্ঘট সুতরাং শাস্ত্র মানিতেই হইবে।

ব্রাহ্ম। যদি শাস্ত্র মানিতে হয় তবে কোন শাস্ত্র মান্য করিব ও কোন শাস্ত্রই বা অমান্য করিব, কেননা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টীয়ানপ্রভৃতির ভিন্ন২ শাস্ত্র সকল আছে। তাহাতে যদি সকলই মান্য করি তবে কিছুই মাণ্য করা হয় না। কারণ এক শাস্ত্রে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়াছেন অন্যশাস্ত্রে তাহাকে অকর্ত্তব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অতএব কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য এমত সন্দেহ হইলে সমস্তই অকর্ত্তব্য হইয়া উঠে সুতরাং শাস্ত্র মানিলে নিস্তার কই।

বিপ্র। হিন্দু মুসলমানপ্রভৃতির শাস্ত্র সকল ভিন্ন২ হইলেও কিছুই অমান্য নহে, কিন্তু যাহার যে শাস্ত্রে অধিকার তাহাকে সেই শাস্ত্র মানিতে হয়। কারণ যেপ্রকার রাজনিয়মসকল দেশভেদে জাতিভেদে

আচারভেদে ভিন্ন২ হইলেও যে তাহা রাজনিয়ম নহে এমত বলা যায় না এবং তত্তন্নিয়ম তত্তদ্দেশাদি ভেদে না মানিলে অবশ্যই দণ্ডার্হ হইতে হয় তদ্রূপ যাহাদিগের প্রতি যে ব্যবস্থা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহারা তাহা মান্য না করিলে অবশ্যই দণ্ডার্হ হইতে পারে।

ব্রাহ্ম। হিন্দুশাস্ত্রে যে পরমেশ্বরকে সাকার বলে সেই আকার কি? এইরূপ প্রশ্নে কেহ বলেন দ্বিভুজ মুরলীধর, কেহ বলেন ত্রিশূল ডমুরুকর, কেহ বলেন চতুর্ভুজ গজবক্ত্র, কেহ বলেন অরুণ বর্ণ ত্রিনয়ন, কেহ বলেন চতুর্ভুজা শ্যামবর্ণা, ইহা হইলে কোন্ আকার সত্য কোন্ আকার অসত্য তাহা কিপ্রকারে নিশ্চয় হইবে?

বিপ্র। পরমেশ্বরের আকার জ্ঞানচক্ষুর গোচর এইহেতু যাহার যাদৃশ জ্ঞান সে তাদৃশ আকার দর্শন করিবে সুতরাং তাঁহার কোন আকারই মিথ্যা নহে। দেখ যেমন বহুরূপনামক জন্তুবিশেষকে সময়ানুসারে অনেকে অনেক বর্ণে ভূষিত দেখে অথচ তাহার প্রকৃত বর্ণ কি কেহ নির্ণয় করিতে না পারিলেও এমত বলা যায় যে সেই জন্তু সাকার বটে, এইপ্রকার পরমেশ্বরকে আপন২ ভাবানুসারে সকলেই দৃষ্ট করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি যথার্থ কোনরূপধারী ইহা কেহ নি-

শ্চয় করিতে পারে না, এবিধায় তাঁহার সকলরূপকেই সত্য বলিতে হয়।

ব্রাহ্ম। শাস্ত্রে যাহাকে একস্থলে পরমেশ্বর বলিয়াছেন অন্যস্থলে তাহাকেই অনীশ্বর বলিয়া অন্যকে ঈশ্বর বলিয়াছেন ইহাতে শাস্ত্রের কথায় কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? আমরা অপক্ষপাতি বিবেচনায় অনুগম করিয়াছি যে ঐসকল দেবতারা কেহই ঈশ্বর নহে যেহেতু ঈশ্বরীয় গুণ কাহাতেও দৃষ্ট হয় না।

বিপ্র। দেবতাবিশেষে ঈশ্বরীয় গুণ দৃষ্ট না হউক তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বরেতো ঈশ্বরীয় গুণ দৃষ্ট হয়, এইহেতু যাঁহারা যে দেবতার মূর্ত্তি উপাসনা করেন তাঁহারা সেই দেবতাকে দেবতা বলেন না, কিন্তু তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা করিয়া থাকেন, এতাবতা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি বল দেখি ঈশ্বর কি তত্তদ্দেবতারূপে সাধকের কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন না? না, ঈশ্বরের তাদৃশ রূপ নাই? দেখ এই সংসারবর্ত্তিলোকের ঈশ্বর উপাসনার প্রয়োজন কেবল সংসারমুক্তি, তাহা কোন বাহ্যিক দ্রব্যাদিদ্বারা হইতে পারে না, যেহেতু তাহার সহিত বাহ্য বস্তুর কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল তাহাতে আন্তরিক সংস্কার অপেক্ষা করে, কেননা মনের স্বভাবতঃ নানাবিধ বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়াপ্রযুক্ত কামক্রোধাদি বিবিধ বিকারজন্য যে মোহাদি জন্মে তাহাকেই বন্ধ ও

তাহার নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলে, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনের বিষয় প্রবণতা নিবারণার্থে বেদোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম ও ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। মনুষ্য সকলের মনে যাদৃশ চিন্তার গাঢ়তা জন্মে তাহারা তাদৃশ সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা তদনুরূপে ফল লাভ করিতে পারে, ইহাতে অবান্তর প্রমাণ এইযে যে ব্যক্তির বাল্যকালাবধি মনোমধ্যে ভূত আছে এইরূপ সংস্কার থাকে, সেই ব্যক্তি সময়বিশেষে শুষ্ককাষ্ঠের স্তম্ভে আপন মনঃস্থিত ভূত কল্পনা করিয়া কল্পিত ভূতের কার্য্যাদি প্রত্যক্ষ করত ভয়ে প্রাণত্যাগও করিতে পারে। এস্থলে যদিও কাষ্ঠস্তম্ভ যথার্থ ভূত না হউক তথাচ তাহার মনের ভাব যথার্থ বটে এইহেতু তাহার ভয়ে ভীরুব্যক্তির যেরূপ মৃত্যুলাভ হইবার সম্ভব সেইরূপ কোন দেবতাকে যদি যথার্থ ঈশ্বরও না বল তথাচ তাহার প্রতি ঈশ্বর ভাবনা করিলে অবশ্যই চিত্তবৃত্তি শোধিতা হইয়া সংসারমোক্ষ হইবে, ইহা সুদৃঢ় প্রতীত হইতেছে। বস্তুতঃ দেবতা সকলও ঈশ্বরহইতে ভিন্ন নহেন, যেহেতু বেদেতে সমস্ত বস্তুকেই ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলেন, অতএব প্রতিমা পূজা করিলেও আমাদিগের মোক্ষ হইবার ব্যাঘাত নাই। আমরা তোমাদিগকে বিনয়পূর্ব্বক কহি তোমরা অসৎপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতা পিতামহ যে পথে প্রস্থিত হইয়াছেন সেই পথে গমন কর।

ব্রাহ্ম। আমরা তোমাদিগের তোগলামি শুনিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করত সাহেবমণ্ডলীর নিকট উপহাসাস্পদ হইতে পারি না ও তোমাদিগের মত আলুভাতে ভাত খাইয়া সকল সুখভোগে বঞ্চিত হইতে পারি না, আমাদিগের যাহা মনে আইসে তাহাই করিব তোমরা কি আমাদিগকে শাসন করিয়া তাহাহইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবা? (ইহা বলিয়া ব্রাহ্মদ্বয় তথাহইতে প্রস্থান করিলে বিপ্রও আপন আবাসে প্রস্থিত হইলেন)

অথ বিধবাবিবাহের আয়োজন।

ত্রিপদী।

এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান, আমোদে নিমজ্যমান, যতেক নবীন যুবাগণ। নিজে বড় বিজ্ঞম, সকলের এই ভ্রম, হৃদে সদা করে জাগরণ॥ কিন্তু তা সবার প্রায়, মণ্ডামর্ক দেখা দায়, হাঁসিপায় দেখিলে চরিত। যত তারা বুদ্ধিমান, পুস্তকে আছে প্রমাণ, যাহা সব তাদের রচিত॥ পেয়ে ইস্কুলেতে শিক্ষা, দধিকে বলে আমিক্ষা, বদরীকে বলে ইহা কম্বু। কুষ্মাণ্ডকে বলে মান, সবার একপ জ্ঞান, যেবা আছে রাম শ্যাম

যত্ন॥ বাল্যকালাবধি যারা, কুসংসর্গে যায় ত্বারা, মারার কখন চারা নাই। অতএব সবে তারা, ত্যেজে হরি কালী তারা, বাইবেলে বাড়ায়েছে বাই॥ কেহ বলে সব মিছা, কেন জুজু সাপ বিছা, ভেবে২ আতঙ্কেতে মরি। কারু শাস্ত্র কিছু নয়, কেবল ভাঁড়ামিময়, দেখিয়াছি সুবিচার করি॥ যা-হাতে বিনাশে ক্লেশ, সেই মাত্র উপদেশ, গ্রহণ করিব সর্ব্বস্থানে। প্রাকৃতিক সুনিয়ম, করিব না অতিক্রম, বৈধাবৈধ বলি কেবা মানে॥ যে কেহ ঈশ্বর আছে, কৃতজ্ঞতা তার কাছে, স্বীকার করিব কালে২। দেখি-তেছি ইহা বই, আর কিছু সত্য কই, বদ্ধ হই কেন ভ্রমজালে॥ এইরূপ কত জনা, করি মনে বিবেচনা, সর্ব্বধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি। বাথানিয়া গাবীপ্রায়, যাহা পায় তাই খায়, ধন্য২ ধন্য ঘোর কলি॥ কোঙ্ক বেঙ্ক ভূপতির, সভারূপ বিটপির, স্কন্দ শাখা হয় এসকল। এলাগি তাঁহার চিতে, বিধবাবিবাহ-দিতে, যে বাসনা আছিল প্রবল॥ তাহা করিতে সাধন, ঈশ্বরের আকুঞ্চন, হইয়া উঠিল নিজমনে। যা হবার তাই হোক, যে যা করে সে তা কোক, বি-ধবারা বাঁচুক জীবনে॥ আহা মরি কি কারুণ্য, কিবা নিষ্ঠুরতা শূন্য, ঈশ্বরের অগাধ আশয়। নতুবা কি এসময়ে, পরদুঃখে দুঃখি হয়ে, কেহ কভু সমুদ্যুক্ত হয়॥ পুরাণে করি শ্রবণ, পূর্ব্বে সুরাসুরগণ, সুমন্থন

করিয়া সাগর। পেয়েছিল নানা রত্ন, বিফল কি হয় যত্ন, ঈশ্বরেচ্ছা নহে বিনস্বর॥ শুনি অবোধের ঠাঁই, কলিতে ঈশ্বর নাই, হরি হরি একি সর্ব্বনাশ। যার আছে এসন্দেহ, এখন দেখিলে সেহ, প্রত্যক্ষেতে পাইবে বিশ্বাস॥ আবাল বিধবা যারা, মরিহ কত তারা, ক্লেশ সহে পতির বিরহে। সদা ভাবে হে ঈশ্বর, এযন্ত্রণা ঘোরতর, ঘুচাও নতুবা প্রাণ দহে॥ যদি প্রভু রোতে খাতে, প্রাণ বাঁচে যাতে তাতে, তবুতো না হয় বাঞ্ছাপুর্ণ। দৈবে হৈলে তাতে ফল, সেফলে না ফলে ফল, অবিফল কর আসি তূর্ণ॥ বুঝি এই অনুরোধে, করুণা কর্ত্তব্যবোধে, তাসবার স্বপক্ষে ঈশ্বর। বিবাহ দিতে আবার, করেছেন অঙ্গীকার, অনুভবে জেনেছি অন্তর॥ সেইতো ব্যবস্থা পত্র, দেখিতেছি যত্র তত্র, পাত্রাপাত্র সকলের স্থানে। যেন নবগোরাগণ, যীশুপ্রেম বিতরণ, কালে যোগ্যাযোগ্য নাহি মানে॥ যারে দেখে নিজকাছে, ধর বলি প্রেম যাচে, অদভুতগৌরাঙ্গ চরিত। তেন বিধবা বিবাহ, করিবারে সুনির্ব্বাহ, তরঙ্গ উঠেছে আচম্বিত॥ হাটে ঘাটে যথা তথা, শুনি মাত্র সেই কথা, নব্যানব্য পতিহীনাগণ। আহ্লাদে উন্মত্তাপ্রায়, যারে অগ্রে দেখা পায়, তারে গিয়া করে জিজ্ঞাসন॥

অথ বিধবাগণের উল্লাস।

পয়ার।

হিরা বলে ধীরাপ্রতি আর শুনেছ দিদি। বিধবারে অনুকূল হল্য বাকি বিধি॥ হাটে ঘাটে মাঠে এবে যেখানেতে যাই। বিধবার বিয়া হবে ইহা শুন্তে পাই॥ সত্য মিথ্যা যাহা হৌক কথা ভাল বটে। সবে কয় লোকে যাহা রটে তাহা ঘটে॥ দেখ যদি ঈশ্বর সদয় হয়ে থাকে। তবে হবে বাঞ্ছাসিদ্ধি আর ভয় কাকে॥ বাল্যকালাবধি মোরা হয়ে পতি-হীন। দুঃখেতে কাটাই কাল কেন্দে নিশি দিন॥ একে একাহারে সদা কলেবর দহে। তাহে সর্ব্বনাশ যদি একাদশী কহে॥ পান বিনা প্রাণ যায় মুখের অসুখে। সধবার সুখ দেখি সেল ফোটে বুকে॥ পতিকোলে শুয়ে সুখে নিদ্রা যায় তারা। অভাগিনীগণ তারা শুণে হয় সারা॥ ইচ্ছামত বাসভূষা সধবারা পরে। বিধবার বেশ দেখে দ্বেষ করি মরে॥ যৌবন জ্বালায় সদা তনু জ্বর২। যতনে জীবন রাখা অধিক দুষ্কর॥ আপনার বুক দেখে দুঃখে কাটে বুক। কিসে সুখ হবে বলি করি বুক২॥ ভাবি লুকি চুরি করি জুড়াই জীবন। কাযে বাজ পড়ে যদি

জানে কোন জন॥ জঠর কঠোর শঙ্কাহীনা করে পাছে। অধিকন্তু মনেং এই ভয় আছে॥ বিধি বিধবার দেখি এসব দুর্গতি। বুঝি বিবাহের বিধি গড়েছে সম্প্রতি॥ দেখ বাকি ফুটিয়াছে পরিণয় ফুল। নহিলে ঈশ্বর কেন হবে অনুকূল॥ ধীরা বলে ওলো হিরা কি ভেবেছ চিতে। হবে না বিবাহ দেশে পণ্ডিত থাকিতে॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগুলা হয়েছে বালাই। তারা বলে বিধবার বিয়া শাস্ত্রে নাই॥ হয় নয় কেবা জানে লোকমুখে শুনি। বিধবার বিয়া লেখে পরাশর মুনি॥ সে মুনির মনঃ ভাল জানি রীতি তার। কৈবর্ত্ত-কন্যারে যেই করেছে উদ্ধার॥ বশিষ্ঠের পুত্র সেই বেশ্যা মাতা তার। সে কেন করে না বিয়া দিতে বিধবার॥ ইহার তনয় ব্যাস সেও ভাল হয়। ভ্রাতৃবধূসঙ্গে যার আছিল প্রণয়॥ বিধবাবিবাহ সেকি নিষেধিতে পারে। তবে কেন ভণ্ডগুলা মিছা মাথা নাড়ে॥ গুণনিধি কহে কেন ভাব রামাগণ। বাঞ্ছাসিদ্ধি হবে কিছু কর বিলম্বন॥

সমাপ্তঃ।